CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

# মণিপুরী নৃত্য

থৌরাংবম নদীয়া সিংহ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

६.३

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

# मणिपुरी नृत्य

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

अ० 2/35
आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिर्माण, करोंदी
वाराणसी-5

প্রাপ্তে: ভক্তির চিত্রশৈলের সঙ্গীত —
নাটক একাডেমী দেল্লী
শ্রীমতি প্রেমলতা শ্রী[illegible] [illegible]
ছেলেদের বই — ১৩.০০ টাকা [illegible]

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

# মণিপুরী নৃত্য

আম্নায়-গ্রন্থালয়,
ভরতনিধি, করৌঁদী
বারাণসী-5

গুরু তৌরাংবম নদীয়া সিংহ

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকাশক ॥
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ॥ ৭০০ ০০৯

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5

প্রথম প্রকাশ ॥ নভেম্বর, ১৯৯২

প্রচ্ছদ ॥ শ্রীগণেশ বসু

মূল্য ॥ ৫০'০০

মুদ্রাকর ॥
সাধনা প্রেস
৪৫।১ এফ, বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



আম্নায়-গ্রন্থাগার, সরলনিধি, করৌলী আহালবী-5

# প্রস্তাবনা

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের মতানুযায়ী সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারটি যুগ বার বার ঘুরে ঘুরে আসে। সত্য যুগে ধর্ম ধ্যান তত্ত্ব দিয়ে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা হত। সত্য যুগে শ্রীবিষ্ণু অবতাররূপে জন-মানবের কল্যাণসাধন করেন। যুগে যুগে মানবকে পরিত্রাণ করার জন্য ও ধর্ম স্থাপন করার জন্য ভগবান অবতার-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভাগবত গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

( ৪র্থ অধ্যায়, ৭।৮। শ্লোঃ )

সাধুলোককে পরিত্রাণ ও পাপী পাষণ্ডকে দমন করার জন্য ও ধর্ম পুনঃস্থাপন করার জন্য আমি যুগে যুগে অবতার রূপ ধারণ করি। ত্রেতা যুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্রও এই যুগে যাগ যজ্ঞকেই ধর্ম বলে মনে করতেন। দ্বাপর যুগের শেষ দিকে যখন সমগ্র বিশ্ব হিংসা ও পাপে জর্জরিত, ধর্ম যখন রসাতলে, তখন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ন হন ও পাপ হতে পৃথিবীকে উদ্ধার করে ধর্মকে পুনঃস্থাপন করেন।

কলি যুগের একমাত্র ধর্ম হরি সঙ্কীর্তন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ হরি সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে পাপী পাষণ্ডদিগকে উদ্ধার করেছিলেন। গৌড়ীয় ধর্ম মণিপুরে প্রচার হবার পর স্থানীয় ধর্ম ও সঙ্গীত নৃত্যের সঙ্গে মিশে তা একটি অভিনব রূপ ধারণ করে। নাম সঙ্কীর্তন, পালা কীর্তন ও লীলা কীর্তনের মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্মী মণিপুরবাসীরা ভগবানকে আরাধনা করে আসছে এবং আজও এই প্রথা প্রচলিত। পুণ্যবান রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ এক হাতে মণিপুরের পুরাতন প্রচলিত ধর্ম ও অন্যহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম, এই দুই ধর্ম দুই হাতে শক্ত করে ধরে একত্রিত করে তৃতীয় একটি ধারার সৃষ্টি করলেন। এই ত্রিবেণী সঙ্গমের ফলস্বরূপ রাধাকৃষ্ণের মধুর প্রেমরসকে মণিপুরী রাস নৃত্যের মাধ্যমে শ্রীগোবিন্দের চরণ কমলে রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র অর্পণ করেছিলেন এবং এই রসের ধারায় অবগাহন করে মণিপুরবাসীরা আজও ধন্য।

এই ভাবে নৃত্য গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা একদিকে প্রাচীন লাই হারাওবা নৃত্যোৎসব এবং অন্যদিকে রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র প্রবর্তিত রাস নৃত্য আগের নিয়ম নীতি পালন করে চলে আসছে। লাই হারাওবা ও রাস মূলতঃ এক। চাল চলনে তফাৎ থাকলেও ভেতরের ভাব রস হল জগৎপতি ঈশ্বরের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



সন্তুষ্টি ও সেবা। এই ভক্তিরসের মণি-মাণিক্য লাই হারাওবা ও রাস দিয়ে মণিপুর মাতাকে সাজিয়ে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

প্রথমে প্রণাম জানাই আমার পুং ( মৃদঙ্গ )-এর গুরু স্বর্গীয় হাওবাম চাওবী সিংহ ও তাঁর পুত্র শ্রীখোলের গুরু স্বর্গীয় হাওবাম গোপালমচা সিংহকে। আমার নৃত্যশিল্পী জীবনের জ্ঞানদাতা যে দুজন গুরুর কৃপায় আমি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছি তাঁদের চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। তাঁরা হলেন পরম ইষ্টদেব গুরু পদ্মশ্রী স্বর্গীয় মাইস্নাম অমুবী সিংহ ও গুরু পদ্মশ্রী স্বর্গীয় হাওবাম অতোম্বা সিংহ। আমার কাকা স্বর্গীয় তৌরাংবম্ অঙৌ সিংহর কাছে গান ও তবলা শিক্ষালাভ করে ধন্য হয়েছি। তাঁর চরণে প্রণিপাত জানাই।

বিগত ৩০ বৎসর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষাগুরু হিসাবে থাকাকালীন আমার আশা ছিল, যে মণিপুরী নৃত্য বিষয়ে বাংলা ভাষায় একটি বই লিখবো। তাই আমার মেয়ে শ্রীমতী মেধাবতী দেবীর সাহায্যে বইটি লিখতে শুরু করি এবং আমার ছাত্রীদ্বয় শ্রীমতী মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী ও দেবযানী চলিহা বইটি ছাপার ও ভাষা সংশোধন করার ভার গ্রহণ করেন। আমার ছাত্রী ও সহকর্মী শ্রীমতী ইভা দেবী নানা ভাবে এ কাজে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সবার কাছে আমি ঋণী।

## লৈশেম লোন থেঙ্গৌ ও থাং তা ( ভূমণ্ডল সৃষ্টি )

জন্ম-মৃত্যুরহিত জগৎপতি ঈশ্বর আতিংকোক গুরু সিদাবা। তাঁর পুত্র অসিবাকে পৃথিবী সৃষ্টির আদেশ দিলেন। গুরু সিদাবা বিদ্যুৎজ্যোতি কান্তিময় উজ্জ্বল দেবতা বহুরূপ ধারণ করেন। কোনো সময় জটাধারী ঋষির মত, কোনো সময় বীরপুরুষ, কোনো সময় ধাত্রী মায়ের মত রূপ ধারণ করেন। এই সিদাবা ভগবানের দেহ থেকে (১) অসিবা (২) কোঞ্জিন তিংথোকপা (৩) হারাবা (৪) নৈরূপ কোংতা— এই চারজনের জন্ম হয়। গুরু সিদাবা অসিবাকে ডেকে বললেন—"হে পুত্র, তুমি পৃথিবীর সৃষ্টি কর।" পিতার কথা শুনে পুত্র অসিবা বললেন—"হে গুরু, আমি কি ভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি করব?" অসিবার কথা শুনে সিদাবা গুরু বললেন—"হে পুত্র, আমার দিকে দেখ," এই বলে তিনি নিজের মুখ খুলে দেখালেন—তাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই দেখতে পেলেন। এই বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখে অসিবা দেব ভীত হয়ে গুরুর মুখ বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন। মুখ বন্ধ করে গুরু সিদাবা পুত্র অসিবাকে ডেকে বললেন—"তুমি আমার মুখে যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখলে তার মত নিজের বুদ্ধি দ্বারা ভূমণ্ডল সৃষ্টি কর, সেই ক্ষমতা তোমাকে দিলাম।" গুরুর কৃপা পেয়ে অসিবাদেব নিজের দেহ থেকে ৪ জন লাইবং থৌ অর্থাৎ বনদেবতার জন্ম দিলেন। তাদের নাম (১) লৈশাতাউ (২) নোংশাতাউ (৩) লৈখোমতাউ ও (৪) নোংখোমতাউ। এই চারজন লাইবং থৌ সর্ব প্রথম থেঙ্গৌ অর্থাৎ তাণ্ডব ভঙ্গিমাতে হাতে বল্লম নিয়ে লৈহৌ অর্থাৎ মাটীর ভিত সৃষ্টির পদচালনা, যাকে 'থেঙ্গৌ' বলা হয় তা করলেন। তারপর ৯ জন যুবক দেবতার সহযোগে পৃথিবী সৃষ্টির কাজ করতে আরম্ভ করলেন। অসিবাদেবের তৃতীয় সন্তান হারাবা সৃষ্টির কাজে বার বার বাধা দেয় ও পূজার দ্রব্য লণ্ড ভণ্ড করার ফলে আকাশে ধূলো ও কুয়াশার সৃষ্টি হয়, শিলাবৃষ্টি হয়। অসিবাদেবের পদতল থেকে কোবী নামে এক কীটের জন্ম দিয়ে অসিবাদেব গুরুর কাছে সৃষ্টি রক্ষার জন্যে মাটী চাইতে পাঠালেন। গুরু সিদাবা নিজ নাভী থেকে অল্প মাটি দিলেন ও সঙ্গে দিলেন প্রসিদ্ধ সৃষ্টিমন্ত্র—এই দুটি সম্পদ কোবীর সঙ্গে দিয়ে পুত্র অসিবার কাছে পাঠালেন। কোবী কাল বিলম্ব না করে মন্ত্রসহ মাটী এনে অসিবাকে দিলেন। এই মন্ত্র হল" লৈপী তোমশোন নাপফা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে মাটী সরিয়ে ভুবন সৃষ্টি করা মাত্রই সেই অসুর হারাবা লাফিয়ে এসে সৃষ্টি ভণ্ডুল করার চেষ্টা করছে দেখে গুরু সিদাবা তাঁর হৃদি থেকে অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতীর সৃষ্টি করলেন। তাঁর নাম দিলেন নোংথাং লৈমা—নোংথাং অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও লৈমা অর্থাৎ রাজকুমারী। বিদ্যুৎপর্ণা নোংথাং লৈমাকে উদ্দেশ্য করে গুরু সিদাবা বললেন—"হে পুত্রী, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাবা সৃষ্টির কাজে বার বার বাধা দিচ্ছে। তাই তুমি তোমার মোহিনী রূপের সাহায্যে হারাবাকে ভুলিয়ে রাখ।" গুরু সিদাবা আরও বললেন "যতদিন অসিবার সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন না হয়, ততদিন তুমি এই জলের ওপরে ললিত ভঙ্গিমায় নৃত্য করে হারাবাকে মোহিত করে রাখ।" গুরুর আদেশ পেয়ে গুরুকে প্রণাম করে নোংথাং লৈমা জলাশয়ের ওপর তার অতুল সৌন্দর্য নিয়ে সুন্দর ভঙ্গিমায় নৃত্য করতে থাকেন। সেই নৃত্যই প্রথম নৃত্য বলে মণিপুরবাসীরা বিশ্বাস করেন। থেংজৌ পদক্ষেপ থেকে পৃথিবীর ভিত সৃষ্টি ও তাণ্ডব নৃত্যের সৃষ্টি আর নোংথাং লৈমার ললিত নৃত্য থেকে লাস্য নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে বলে মণিপুরবাসীরা মনে করেন। থেঙ্গৌ হল বীরপুরুষের তাণ্ডব ভঙ্গিমায় পদচালনা। থেংঙ্গৌরোন মানে বিভিন্ন থেংঙ্গৌর পংক্তি বা পরেং ; যেমন চালি পরেং হল বিভিন্ন চালির পংক্তি বা মালা।

এই থেংঙ্গৌরোন ৯ প্রকার—

| | |
|---|---|
| (১) আকউ থেংজৌ— | লাথি দিয়ে চাপা দিতে দিতে যে পদক্ষেপ। |
| (২) লৈফন থেংঙ্গৌ— | লাফ দিয়ে চাপা দেওয়ার নাম। |
| (৩) লৈচাই থেংজৌ— | সামনে ও পরে পেছনে লাফ দিয়ে চাপা দেওয়ার নাম। |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



(৪) নোংফন থেংঙ্গৌ— ঘুরে সামনে এসে লাফিয়ে চাপা দেওয়ার নাম।

(৫) লৈনেৎ থেংঙ্গৌ— পিছনে এগিয়ে চাপা দেওয়ার নাম।

(৬) আতান থেংঙ্গৌ— লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে কম্পন সহিত পদচালনা।

(৭) লালক থেংঙ্গৌ— লাফ দিয়ে দিয়ে সামনে যাওয়া।

(৮) আথম থেংঙ্গৌ— * থেংঙ্গৌ লাথাপী থম্বান্নাবা থেন শাবা।

(৯) থাংককলেন থেংঙ্গৌ— * চুংনা লৈমারেন্নি, থাংনা তুবীচিরোং হাইনাইবা য়াশবা কৌএ।

নোংথাং লৈমার অপূর্ব সৌন্দর্য ও ললিত লাস্য ভঙ্গিমার নৃত্য দেখে হারাবা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন—"কে তুমি? নাম কি তোমার? কি কারণে তুমি এখানে এসেছ?"

নোংথাং লৈমা হারাবাকে প্রশ্ন করলেন—"তুমিই বা কে? আগে তোমার পরিচয় দাও।" এই প্রশ্ন করতে করতে হারাবাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন ও হারাবা মোহিত হয়ে নোংথাং লৈমাকে পাবার জন্য তাকে অনুসরণ করলেন। এই অবসরে অসিবাদেব তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন করলেন।

## নোংপোক নিংথৌ ও পান্থোইবী

নোংথাং লৈমার মনোরম নৃত্যের জন্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল এ কথা ঠিক কিন্তু সে নৃত্য পরিপূর্ণতা লাভ করে পরবর্তীকালে নোংপোক নিংথৌ দেবতা ও পান্থোইবী দেবীর নৃত্য কৌশলের ফলস্বরূপ।

মনিপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র স্থান "মহৌ চিং" পর্বতে জগোই লোইশং ( নৃত্যাশ্রম ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই পর্বতে তংকাল বংশীয় মেয়ে ফুংতি বাস করত। সেই মেয়ের বাপের বাড়ীর তাউরোফনাই পরিবারকে একবার আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু ভুলবশত দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে খাবার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। সেই ভুলের দোষে মহৌ চিং পর্বতের সব বাসিন্দা একটি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হয়, এই রোগের নাম লিনকাম ও লাইকাম যার অর্থ বিষধর সর্পের বিষাক্ত হাওয়া। এই রোগটি এতই মারাত্মক ছিল যে তাতে আক্রান্ত হয়ে তংকাল বংশের বিখ্যাত ম্যাইবী, যাকে কোনো রোগ ছুঁতে পারে না, তিনিও উন্মত্ত হয়ে সব কিছু লণ্ড ভণ্ড করতে লাগলেন। তখন পাড়াপড়শীরা এর কারণ বুঝতে পেরে সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার খাবারের আয়োজন করল। ওঝা মানবী ও হুংতেক্পা অমাইবা এসে নানান তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে শুদ্ধ শান্তি করে সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেন ও সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে খাওয়ালেন। তখন ঈশ্বরের কৃপায় শুদ্ধ শান্তি হয়ে সকলের

* পণ্ডিত খেলচন্দ্রের মতে এই দুই থেঙ্গৌ-এর পরিচয় বা নামের অর্থ বলা সম্ভব নয়—ইহা একটি মন্ত্র।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



রোগমুক্তি হল। সেই আনন্দে মত্ত হয়ে মহৌ চিং নৃত্যাশ্রমের নৃত্য পরিচালিকা মংঙাল বংশী তোইবী ও লেংনাউতোম্বী ম্যাইবী একটি নৃত্য উৎসবের আয়োজন করেন ও নৃত্য পরিচালনা করেন। মহৌ চিং নৃত্যাশ্রম নৃত্য গীতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

সেই নৃত্য মহোৎসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন নোংপোক নিংথৌ—পূর্ব দিকের রাজা। নোংপোক নিংথৌ ছিলেন নৃত্যপটু সৃজনশীল শিল্পী। তিনি নানারকম পদ ও হস্তচালনা, অঙ্গাভিনয় ইত্যাদির প্রবর্তন করেন। তিনি দেশের দৈত্য দানবাদি, তোইবী ও তংকালবংশীয় পান্থোইবী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে বিলম্বিত, মধ্যগতি ও দ্রুতগতি সঞ্চালনের নৃত্যভঙ্গিমা তৈরী করেন ও তাঁদের শেখান।

নোংপোকনিংথৌ ও পান্থোইবীর এই উন্নত নৃত্যধারা অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র মণিপুরে ছড়িয়ে পড়ল। যেমন, পাহাড়ে জঙ্গলে আগুন লাগলে তা সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। সেই সময় থেকেই দেশের যুবক যুবতীরা এই নৃত্যধারা শিখে আসছে ও দেব দেবতা মাতা পিতার তুষ্টির জন্য এ নৃত্য করে আসছে। মৈতৈ ভাষায় লাই মানে দেবতা, নিংথৌ মানে রাজা, লাইরেম্মা মানে দেবী ও হারাওবা মানে আনন্দ। লাইহারাওবা মানে দেব-দেবীর আনন্দ উৎসব। লাইহারাওবা উৎসব আজকের দিনেও প্রাচীন নৃত্য পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে।

পৃথিবী সৃষ্টির সময় হারাবা অসুরকে মোহিত করার জন্য নোংথাং লৈমার ললিত নৃত্য থেকে নৃত্যের উৎপত্তি হলেও নোংপোক নিংথৌ ও পান্থোইবীর আমলেই মণিপুরী নৃত্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

গ্রন্থকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| প্রস্তাবনা | ... | ক—ও |
| ভারতীয় নাট্যের আদিকথা | ... | ১—২ |
| মণিপুরী নৃত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস | ... | ৩—৬ |
| লাইহারাওবা—মণিপুরের দেবদাসী অমাইবা ও ম্যাইবী—লাইহারাওবা নৃত্যের বেশভূষা | | |
| মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের জীবনী ও রাসলীলার উৎপত্তি | ... | ৭—১৪ |
| ভঙ্গী—রাসনৃত্য—রাস অনুষ্ঠানের বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতি—রাসনৃত্যের মঞ্চসজ্জা—মহারাস—বসন্তরাস—কুঞ্জরাস—নিত্যরাস—রাসনৃত্যের বেশভূষা—রূপসজ্জা—নৃত্যের সঙ্গে গান—মণিপুরী সাহিত্য—ধর্মের মিলন—বাদ্যযন্ত্র—রাসের ভূমিকা—রাসনৃত্য প্রচলিত হওয়ার কারণ | | |
| শনশেনবা বা গোষ্ঠলীলা | ... | ১৫—২৪ |
| থাবল চোংবী—মণিপুরের নটগুরুগণের বিশ্বাস— | | |
| মৃদঙ্গ বা পুং-এর উৎপত্তি | ... | ২৪ |
| চোলোমের উৎপত্তি | ... | ২৫ |
| মণিপুরের থাং, তা ( তরোয়াল বা বল্লম ) | ... | ২৭—২৮ |
| নতুন নৃত্যধারার প্রবাহ | ... | ২৯ |
| চালি নৃত্য | ... | ২৯—৩২ |
| ভঙ্গী পরেং | ... | ৩৩ |
| ভঙ্গী পরেং আচৌবা তাল লিপি | ... | ৩৪—৪৬ |
| চালি নৃত্যের তাল লিপি | ... | ৪৭—৫৯ |
| গোষ্ঠ ভঙ্গীর তাল লিপি | ... | ৬০—৭৭ |
| ॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥ | | |


Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

# ভারতীয় নাট্যের আদিকথা

প্রাচীনকালে ভারতীয় নাট্যে গীত, বাদ্য ও নৃত্যের একটি বিশেষ স্থান ছিল। নাট্যে এই তিনটি বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। সুতরাং নাট্যের আদিকথা জানলে সেই প্রসঙ্গে নৃত্যের কথাও এসে পড়ে। তবে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত নাট্যের বিশেষ কোন ক্রমিক বা ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায় না। তবুও পণ্ডিতগণের অবিশ্রান্ত গবেষণার ফলে ভারতীয় নাট্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ করতে পারি। নাট্যশাস্ত্রে আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র সকল দেবতার নেতৃত্ব দিয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন এবং সবিনয়ে নিবেদন করেছিলেন, শূদ্র ও নারীদের শিক্ষার আলো দেবার জন্যে একটি পঞ্চমবেদ সৃষ্টি করতে। ইন্দ্র বলেছিলেন "হে লোক পিতামহ আপনি শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্যের সমন্বয়ে পঞ্চমবেদ রচনা করুন যা শূদ্র ও নারী নির্বিশেষে সকলের শিক্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক হতে পারে। তখন ব্রহ্মা চারিবেদ থেকে সারাংশ গ্রহণ করে একটি পঞ্চমবেদ রচনা করলেন। নাট্যশাস্ত্র থেকে এই বিষয়ের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে ঃ

"মহেন্দ্রপ্রমুখৈর্দেবৈরুক্তঃ কিল পিতামহঃ।
ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ॥
ন বেদব্যবহারোঽয়ং সংশ্রাব্য শূদ্রজাতিষু।
তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সাববর্ণিকম্॥
এবমস্তিতি তানুক্ত্বা দেবরাজং বিসৃজ্য চ।
সস্মার চতুরো বেদান্ যোগমাস্থায় তত্ত্ববিৎ॥
ধর্মমর্থং যশস্যং চ সোপদেশং সসংগ্রহম্
ভবিষ্যতশ্চ লোকস্য সর্বকর্মানুদর্শকম্
সর্বসাস্ত্রার্থসম্পন্নং সর্বশিল্প প্রদর্শকম
নাট্যসংজ্ঞমিমং বেদং সেতিহাসং করোম্য ইম্
এবং সঙ্কল্প্য ভগবান্ সর্ববেদানহুস্মরণম্।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্॥

(ভরতমুনি কৃত নাট্যশাস্ত্র ১ম অধ্যায়, শ্লোক ১১—১৬।)



Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



এইভাবে দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্রের নিবেদন অনুসারে ব্রহ্মা ঋক্‌, যজু, সাম এবং অথর্ব বেদ থেকে যথাক্রমে পাঠ্য, গীত, অভিনয় এবং রস গ্রহণ করে নাট্যবেদ প্রস্তুত করলেন। এই পঞ্চমবেদের দুটি অংশ —যে অংশে গানের প্রাধান্য তাকে বলা হয় গন্ধর্ববেদ এবং যে অংশে অভিনয়ের প্রাধান্য তাকে বলা হয় নাট্যবেদ। ব্রহ্মা এই পঞ্চমবেদ ইন্দ্রকে গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু ইন্দ্র পিতামহকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি-পুটে বললেন—"এই বিদ্যা গ্রহণে, ধারণে, জ্ঞানে ও প্রয়োগে দেবতারা অযোগ্য এবং অশক্ত। বেদজ্ঞ মুনিঋষিরাই এই বিদ্যা গ্রহণ ও ধারণ করতে পারবেন। ইন্দ্রের কথা শুনে ব্রহ্মা ভরতমুনিকে এই বিদ্যা দান করলেন এবং ভরতমুনির একশত পুত্রকে তা শিক্ষা দিতে বললেন। ব্রহ্মা এতে চারটি বৃত্তির প্রয়োগ করেন ; যথা—ভারতী, সাত্বতী, আরভটি ও কৈশিকী। কৈশিকীবৃত্তি যে পুরুষদের পক্ষে সম্ভব নয় এ কথা ভরতমুনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং পিতামহ ব্রহ্মাকে এ কথা জানিয়েছিলেন। ব্রহ্মা তখন তাঁর মনের থেকে অপ্সরাদের সৃষ্টি করলেন এই কৈশিকীবৃত্তি আয়ত্ত করার জন্যে। এরপর ভরতমুনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'এবার আমার কি কর্তব্য ?' ব্রহ্মা তখন বললেন যে দেবরাজ ইন্দ্রের ধ্বজ-মহোৎসবে এই নাট্য অনুষ্ঠিত হোক।

"মহানয়ং প্রয়োগস্য সময়ঃ সমুপস্থিতঃ॥
অয়ং ধ্বজমহঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রস্য প্রবর্ততে।
অত্রেদানীময়ং বেদো নাট্যসংজ্ঞঃ প্রযুজ্যতাম্॥"

( নাট্যশাস্ত্র—ভরতমুনি ১ম অধ্যায় শ্লোক—৫৪। )

ব্রহ্মার আদেশ পেয়ে ইন্দ্রের ধ্বজ-মহোৎসবের শুভলগ্নে নাট্যানুষ্ঠানের দিন স্থির হয়েছিল। নারদ, তুম্বুর প্রভৃতি গন্ধর্বরা এই নাট্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দেবসভার সামনে ভরত 'ত্রিপুরদহন' নাট্যানুষ্ঠান করেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। অনুমান, খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে নাট্যশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ বৈদিকযুগ ও মহাকাব্যের যুগের পরে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র রচিত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

# মণিপুরী নৃত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

**মঙ্গলাচরণ ঃ** মণিপুরী নৃত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানতে হলে মণিপুরীদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য ও পুরাণ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। মণিপুরে মণিপুরী নৃত্যের উৎস সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। মণিপুরের অধিবাসীরা মৈতৈ বলে পরিচিত। মণিপুরী নৃত্যের খ্যাতি আজ সুদূর প্রসারিত। সে খ্যাতি ভারত ছাড়িয়ে সাগর পার হয়ে আমেরিকাতেও বিস্তার লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও এই মণিপুর দেশ, মৈতৈ জাতি, তার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভারতবাসীর অনেকের ধারণা ক্ষীণ।

পূর্ব ভারতের এক কোণে অবস্থিত একটি পাহাড়ঘেরা সুপ্রাচীন ছোট্ট রাজ্য হচ্ছে মণিপুর। এর রাজধানী হচ্ছে ইম্ফল। এই সেই দেশ, যে দেশের মাটিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। এই সেই দেশ যেখানে গন্ধর্বরাজ চিত্রবাহনের রাজত্বকালে তীর্থভ্রমণরত মধ্যমপাণ্ডব অর্জুন চিত্রবাহন-কন্যা চিত্রাঙ্গদার সাক্ষাৎ পান এবং পাণিগ্রহণ করেন। কি প্রাচীনকালে, কি আধুনিককালে মণিপুর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। মণিপুরের সংস্কৃতি ও মৈতৈ জাতি যে কত প্রাচীন তা অনুমান করতে পারি।

মণিপুরে একটি প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে। ,কাহিনীটি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্বর্গের 'অতিয়া গুরু সিদবার' আদেশে 'আসিবা গুরু' এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এই পৃথিবী সৃষ্টিকালে 'হারাবা লৈথীঙ্গায়' নামে এক অসুর বার বার সৃষ্টির কাজে বাধা দিতে থাকে। তখন সৃষ্টিকর্তা ও স্বর্গের গুরু অপূর্বসুন্দরী 'নোংথাং লৈমা' নামে এক দেবীকে আজ্ঞা দিলেন যে অসুর হারাবা লৈথীঙ্গায়কে নৃত্যের মাধ্যমে মুগ্ধ করে বশ করতে হবে। সৃষ্টিকর্তার আদেশে 'নোংথাং লৈমা' সর্বপ্রথম নৃত্য করে হারাবা অসুরকে স্ববশে আনেন এবং এইভাবে সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ হয়। কথিত আছে যে, সেই সময় থেকে নৃত্যের শুরু হয়। এরপর 'নোংপোক নিংথৌ' ও 'পান্থৈবী' এই দুই দেব-দেবী মণিপুরে অবতাররূপে অবতীর্ণ হওয়ার পর এই প্রাচীন নৃত্যধারা সম্পূর্ণতা লাভ করে। সেই নৃত্যের ধারা আজও লাইহারাওবা নৃত্যের মধ্যে প্রবহমান এবং সেই ধারা আজও চলে আসছে।

হিন্দু নাট্যশাস্ত্রমতে সর্বপ্রথম হরপার্বতী যথাক্রমে তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের সৃষ্টি করেছিলেন। শাস্ত্রের কথা স্মরণ করে বলা হয় যে, সেই সময় মণিপুরে নোংপোক নিংথৌ ও পান্থৈবী এই দুই দেব-দেবীর নৃত্য ভঙ্গিমায় তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছিল এবং পরবর্তীকালেও মণিপুরী নৃত্যে তাণ্ডব ও লাস্যের বিশেষ প্রাধান্য আছে, কারণ এই দুই দেব-দেবী শিব ও পার্বতীর অবতাররূপে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

**লাইহারাওবাঃ** লাইহারাওবা নৃত্যে মণিপুরের প্রাচীন নৃত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। লাই-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



হারাওবা নৃত্যের সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয় যে, এই পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তার রহস্য ব্যক্ত করবার জন্যে সৃষ্টিকর্তা গীত, বাদ্য ও পদচালনার দ্বারা দেব-দেবীর কাছে তা ব্যক্ত করেন। লাইহারাওবা নৃত্য তিন রকমের হয়ে থাকে ; যেমন (১) কংলৈ হারাওবা (২) মোইরাং হারাওবা ও (৩) চক্‌পা হারাওবা। বিভিন্ন স্থানের উৎসব অনুযায়ী লাইহারাওবা নৃত্যের নামকরণ হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসবের অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়।

কালচক্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই লাইহারাওবা নৃত্যের কখনও উত্থান আবার কখনও পতন হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে দেব-দেবীর ( চাকলোন কৎপা ) তুষ্টির জন্যে ভোগ দেওয়া হত। লৈ লাংবা অর্থাৎ ফুল প্রদান। এখনও বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চল থেকে দেবতার তুষ্টির জন্যে ফুল তুলে নিয়ে ঈশ্বরের চরণে দিয়ে সেই নির্মাল্যগুলি বৈষ্ণবভক্তদের দেওয়া হয়। উৎসবগুলির মাধ্যমে 'নোংথাং লৈমা' এবং পান্থৈবীর নৃত্যের মাধ্যমে দেবতাদের সৃষ্টির ধারা অর্থাৎ এই নৃত্যের মাধ্যমে দেবতারা কিভাবে মানব সৃষ্টি করেছিলেন তার বিষয়বস্তু প্রদর্শিত হয়। যেমন, প্রথম অধ্যায়ে মানবসৃষ্টির রহস্যের বিষয় প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে থাকে মানুষ সভ্যতর হয়ে সমাজবদ্ধ হ'ল ও বাড়ীঘর নির্মাণ করতে শিখল। তৃতীয় অধ্যায়ে থাকে মানুষের জীবনধারণের জন্যে চাষের প্রচলন। চতুর্থ অধ্যায়ে লজ্জানিবারণের জন্যে তুলোর চাষ এবং তার থেকে কিভাবে কাপড় প্রস্তুত হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে মৎস্যশিকার প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়।

পরবর্তীযুগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 'নোংতা লাইরেন পাখংবা' মহারাজের রাজত্বকালে সঙ্গীত বিদ্যাতে উন্নতি হলেও দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে এই উৎসবটির অবনতি ঘটেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে খাগেম্বা মহারাজার রাজত্বকালে পুনরায় মণিপুরী সংস্কৃতির উন্নতি হয়েছিল। তিনি প্রাচীন দেবদেবীর হারানো স্তব ও মন্ত্রগুলির পুনরুদ্ধার ও সংগ্রহ করে সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। এরপর বহু সময় অতিবাহিত হয় এবং মণিপুরেও বিরাট পরিবর্তন আসে।

আঠারো শতাব্দীর প্রথমভাগে মৈদিংউ ( পাম্হৈবা ) বা গরীবনিয়াজ মহারাজের রাজত্বকালে সুপ্রাচীন লাইহারাওবা নৃত্য উৎসব ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছিল। পরবর্তীকালে মহারাজ গরীবনিয়াজের পৌত্র রাজঋষি মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর সহযোগিতায় কঠিন পরিশ্রম করে সেই সকল লিপিবদ্ধ মূল্যবান গ্রন্থগুলির পুনরুদ্ধার করে সংগ্রহশালায় রেখেছিলেন। সেই সময় থেকে বহিরাগত ধর্ম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির শুরু এবং বর্তমানকালে মণিপুরের বিভিন্ন সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে আমরা সেগুলি দেখতে পাই।

**মণিপুরের দেবদাসী অমাইবা ও ম্যাইবী ঃ** মণিপুরের দেবদাসীদের বলা হয় ম্যাইবী ও দেবদাসদের বলা হয় 'অমাইবা',। মণিপুরের সাংস্কৃতিক জীবনে এদের একটা বড় প্রভাব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



আছে। মণিপুরের রাজবাড়ী এবং শ্রীগোবিন্দমন্দিরের চতুর্দিকে 'ব্রহ্মসভা মণ্ডলী' আছে। এই মণ্ডলীকে বলা হয় লোইশং। লোইশং মানে নিবাস, ধর্মের বিষয়ে যা কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে 'ব্রহ্মসভা মণ্ডলী' চূড়ান্ত মতামত দেয়। লাইহারাওবা নৃত্য ও উৎসবের ব্যাপারে 'ম্যাইবী' ও 'অমাইবা'রাই যা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু এঁরা বিভিন্ন লোইশংয়ে বিভক্ত, যেমন—পণ্ডিত লোইশং, অমাইবা ও ম্যাইবী লোইশং, পালা লোইশং, জগোইশাবী লোইশং ইত্যাদি। লোইশং হিসাবে কাজকর্ম বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। জগোইশাবী লোইশং মানে নৃত্যচর্চার নিবাস। ধর্মের বিষয়ে 'ব্রহ্মসভা' এবং লাইহারাওবা উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে 'ম্যাইবী ও অমাইবা' লোইশংই চূড়ান্ত মতামত দিতে পারেন। রাজা এঁদের ওপর বিভিন্ন বিভাগের কার্যপ্রণালীর গুরুদায়িত্ব দিতেন। এঁদের বসবাসেরও যোগ্য ব্যবস্থা করতেন।

লাইহারাওবা নৃত্যানুষ্ঠানে মাইবী ও অমাইবারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। লাইহারাওবা একটি পরিপূর্ণ নৃত্যনাট্য। প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী থেকে তথ্য নিয়ে মণিপুরী নৃত্যে পরীক্ষা চলছে এবং মণিপুরী নৃত্যও এক অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে লাইহারাওবা নৃত্যের মধ্যে বিভাগ আছে। গ্রাম বা পাড়ার প্রাচীন বনদেবী ও বনদেবদের বলা হয় 'উমংলাই'। উমংলাই থেকে 'উমং লাইহারাওবা,' শব্দটি এসেছে। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল শহর থেকে ২৫ মাইল দূরে মোইরাং নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে সুবিখ্যাত থাংজিংদেবের মন্দির আছে। এই জায়গার নাম অনুসারে এখানকার লাইহারাওবা উৎসবকে 'মোইরাং লাইহারাওবা' বলা হয়। মোইরাং রাজকন্যা সতী থোইবী ও সেই গ্রামেরই ছেলে খাম্বার প্রেমকাহিনী নিয়ে রচিত নৃত্যনাট্য এখনও প্রচলিত আছে। মণিপুরের অমাইবা ও ম্যাইবী সম্প্রদায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লাইহারাওবা উৎসব পরিচালনা করেন।

অমাইবা প্রথম পর্বে 'পেনা' বাজিয়ে ম্যাইবী নৃত্যের শুরু করেন। সেই সময় সকলের সঙ্গে শোভাযাত্রা করে ম্যাইবীরা নদীতীরে শুভ্রবস্ত্র পরে নদীতে পুষ্পাঞ্জলি দেন। এই অংশকে 'লাইইকৌবা' বলে। এইভাবে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেবদেবীদের আহ্বান করা হয়। এরপরের অংশে ম্যাইবীরা হাতে ঘণ্টা বাজিয়ে নদীতে নামেন এবং তাঁদের ওপর 'ভর' হয়। এই ভরপ্রাপ্ত অবস্থায় তাঁরা নাচেন। এই অংশকে বলা হয় 'লাইথেম্বা'। এই নৃত্যের দ্বারা দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করা হয়। পরের অংশে নৃত্যের মাধ্যমে দেব-দেবীর আবির্ভাব বর্ণনা করা হয়। এই অংশের নাম 'লাইকাবা'। এরপর শোভাযাত্রা দেবালয়ে ফিরে আসে। দুজন ম্যাইবী কলসী ভরে পবিত্র জল বহন করে আনেন। গ্রামের দেবালয়ে ফিরে এসে দৈবশক্তির প্রতীকরূপে নৃত্যের মাধ্যমে ম্যাইবী পৃথিবী সৃষ্টির আদিরূপ বর্ণনা করেন। এই অংশকে 'পাইহুম্বা' বলা হয়। এরপর বিভিন্ন মুদ্রা ও অঙ্গহারের সাহায্যে দেবদেবীর বন্দনা করা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



এই অংশকে 'জগোই ওকৃপা' বলা হয়। তারপর বিভিন্ন মুদ্রা ও অঙ্গাভিনয়ের প্রয়োগে দেবতার জন্মবৃত্তান্ত রূপায়িত হয়। পরের অংশে নৃত্যের মাধ্যমে গৃহনির্মাণ বর্ণনা করা হয় এবং দেবতার উদ্দেশে সেই গৃহ অর্পণ করা হয়। সর্বশেষে দেব-দেবীর মিলন প্রদর্শন করা হয়। মৈতৈদের দৃঢ় বিশ্বাস যে 'নোংপোক নিংথৌ ও পান্থোবী' অবতাররূপে মণিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের জীবনকাহিনী অবলম্বনে স্তুতি করা হয়। পরের অংশে তুলা চাষ ও বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি প্রদর্শিত হয় এবং শেষ অংশে নৃত্যের মাধ্যমে মৎস্য শিকার অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়। এইভাবে লাইহারাওবা নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ জীবনকাহিনী রূপায়িত হয়।

এই উৎসব সাধারণতঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে গ্রামে অথবা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দেবালয়ে এই উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবে প্রত্যেক গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করেন। উৎসবের জন্যে বিশেষভাবে মঞ্চ তৈরী করা হয় এবং এই উৎসবের মাধ্যমে দেবদেবীকে প্রসন্ন করা হয়। মৈতৈরা জীবনের প্রতিকূলতা ও দুঃখকে অতিক্রম করার শক্তি সংগ্রহ করেন এই উৎসবের মধ্যেমে। শুধু তাই নয়, সহজ, সরল ও ধর্মভীরু মৈতৈরা নৃত্যের মধ্যে দিয়ে দেবতাকে সন্তুষ্ট করে নির্বিঘ্নে জীবন অতিবাহিত করতে চান। উৎসবের শেষদিন রাত্রে অমাইবা পেনা যন্ত্র বাজান এবং নৃত্যশিবির সমস্বরে গান গাইতে গাইতে অগ্রসর হয়। ম্যাইবী ভক্তিভরে অঙ্গাভিনয়ের মাধ্যমে দেবতাকে প্রণাম করেন এবং দেব-দেবীকে নৌকায় চড়িয়ে বিসর্জন দেওয়া হয় এবং উৎসব সমাপ্ত হয়। সাধারণতঃ সাতদিন ধরে এই উৎসব পালিত হয়।

**লাইহারাওবা নৃত্যের বেশভূষাঃ** লাইহারাওবা নৃত্যে ম্যাইবী ও অমাইবাদের বেশভূষায় একটি সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ পায়। অমাইবারা ধুতি পরেন। ধুতিকে মৈতৈ ভাষায় 'ফৈজোম' বলা হয়। এর সঙ্গে থাকে 'লমথাং খুল্লক চাদর', মাথায় পাগড়ী ও গায়ে ভেলভেটের পুরো হাতাযুক্ত জামা। ম্যাইবীদের বেশভূষার মধ্যে থাকে হাতে তৈরী সাদা ফানেক। একে 'পুভৌ ফানেক' বলা হয়। এর সঙ্গে পরতে হয় সাদা পুরো হাতের ব্লাউজ, কোমরে হাতের কাজ করা চাদর, পেছনে খোপা থাকে। তার সঙ্গে কিছু চুল ছাড়া থাকে। খোপাতে সাদা ফুল লাগাতে হয়। কপালে চন্দনের তিলক আঁকা রূপসজ্জার একটি বিশেষ অঙ্গ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের যেসব দ্রব্য মহেঞ্জোদারোয় পাওয়া গিয়েছে তাতে যেসব চিত্র আঁকা আছে তারই অনুকরণ করে ফানেকের পাড়ে লাগানো হয়। এছাড়া ফানেকে লাল ও কালো ডোরা কাটা থাকে। কালো ডোরা রাত্রির অন্ধকারের প্রতীক ও লাল ডোরা উষার লাল আভার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

খাম্বার পোশাকের একটি বিশেষত্ব আছে। ময়ূরের পালক দিয়ে মাথার সাদা পাগড়ী তৈরী হয়। 'খামেন চৎপা' বা ধুতির ওপর হাতকাটা সবুজ ভেলভেটের জামা ও গহনার মধ্যে হাতে বড় আকারের বালা এবং কানে কুন্তরনাইন (কুন্তল) পরতে হয়। লাইহারাওবা নৃত্যে পোশাকের বাহুল্য নেই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

# মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের জীবনী ও রাসলীলার উৎপত্তি

মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ ~~১৭৬৪~~ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ~~১৭৮৯~~ ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল মণিপুরী সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলে খ্যাত। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র যে শুধুমাত্র বীর ও সুশাসক ছিলেন তাই নয়, তিনি শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাছাড়া তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি বার বার ব্রহ্মরাজের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মণিপুরে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রচার হয়। রাজা স্বয়ং মণিপুরের রাসনৃত্যের একজন কুশলী ও দক্ষ শিল্পী ছিলেন।

রাসলীলার প্রচলন সম্বন্ধে মণিপুরে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশের রাজা ও মোইরাং খেলৈ নুংনাং তেলহেবার ষড়যন্ত্রে প্রচুর সৈন্য নিয়ে মণিপুর আক্রমণ করেন। পরাজিত হয়ে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র বিভিন্ন রাজ্যে আত্মগোপন করে বেড়ান। তিনি যখন আসামের অধিপতি শিবসাগর জেলার মহারাজা রাজেশ্বর স্বর্গদেবের আতিথ্য গ্রহণ করেন, সেই সময় মণিপুর রাজ্য থেকে রাজকীয় সংবাদ নিয়ে দূত জানালো যে, তিনি যদি পত্র-প্রাপ্তিমাত্র বিদ্রোহী নকল ভাগ্যচন্দ্রকে তাঁর রাজ্য থেকে বিতাড়িত না করেন তবে তাঁর রাজ্যে সমূহ বিপদ আসবে। আসামের রাজার তখন উভয় সঙ্কট অবস্থা। একদিকে মান্যবর অতিথি ও অন্যদিকে নিরীহ প্রজার অমঙ্গল উপস্থিত। রাজা স্বর্গদেব তখন গোপনে মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। পরামর্শ করে তিনি সরাসরি রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন না। তাঁর মন্ত্রণাসভা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজকে ডেকে বললেন যে, এক মত্ত হস্তী প্রজাদের বিশেষ অনিষ্ট করছে। মহারাজ যদি এই মত্ত হস্তীকে শান্ত করতে পারেন তবে তাঁরা বিশেষ বাধিত হবেন। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সবই বুঝতে পারলেন। কিন্তু নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করলেন না। হাতি শিকারের দিন সমাগতপ্রায়। ভাগ্যচন্দ্র অহরহ শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করতে লাগলেন। নির্দিষ্ট দিনের আগের দিন রাত্রিতে রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিয়ে বললেন—"বৎস, তুমি ভয় পেও না। কাল প্রভাতে হস্তীর কাছে যাওয়ার সময় তুমি আমার কণ্ঠের এই তুলসী মালা নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হবে। সে তখন নতমস্তকে তোমাকে অভিবাদন করে নিজের কাঁধে তুলে নেবে। সেই হাতিতে চড়ে তুমি মণিপুর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করবে এবং রাজ্য পুনরুদ্ধার করবে। তারপর কাইনা পর্বতে যে কাঁঠালবৃক্ষ আছে তার কাণ্ড দিয়ে আমার মূর্তি নির্মাণ করবে। এইভাবে তুমি আমার পূজার প্রচার করবে। পরের দিন প্রাতে রাজা শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুযায়ী দুই দেহরক্ষীকে সঙ্গে করে শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত তুলসীর মালা হাতে করে মত্ত হস্তীর সম্মুখে উপস্থিত হলে হস্তী রাজাকে দেখামাত্র শুঁড় নেড়ে অভিবাদন করে রাজার সম্মুখে বসে পড়ে। রাজা তৎক্ষণাৎ দুই দেহরক্ষীর সাহায্যে হস্তীর ওপর বসেন। সেই দৃশ্য দেখে আসামরাজ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



এবং প্রজারা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের জয়ধ্বনি দিতে থাকে। সেইদিন তিনি জয়সিংহ উপাধি ধারণ করেন। রাজা রাজেশ্বর স্বর্গদেবের সাহায্যে প্রচুর সৈন্য নিয়ে রাজা জয়সিংহ হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে মণিপুর রাজ্য পুনরুদ্ধার করলেন।

রাজ্য জয় করে তিনি কাইনা পর্বত থেকে কাঁঠালবৃক্ষের কাণ্ড এনে শিল্পীকে মূর্তি নির্মাণ করতে বললেন। কিন্তু শিল্পী শ্রীকৃষ্ণের রূপ কেমন জানতেন না। সুতরাং রাজা যদি শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেন তাহলে শিল্পী সেই মূর্তি গড়তে পারেন। তখন রাজা ভাগ্যচন্দ্র সুললিত সঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করতে লাগলেন, শিল্পী সেই রূপ কাঠে খোদাই করে মূর্তি গড়ে তুললেন। মণিপুরে তখন ব্রহ্ম রাজার অত্যাচারে ব্রাহ্মণ জাতি বিলুপ্তপ্রায়। সুতরাং বিগ্রহপূজায় ব্রাহ্মণ পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার রাত্রে রাজাকে দর্শন দিয়ে বললেন যে, রাজার কুমারীকন্যা বিম্বাবতী মঞ্জরীকে শ্রীরাধা সাজিয়ে এবং রাসমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি রেখে রাসলীলার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও প্রচার করতে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রতিদিন রাত্রে রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে রাসলীলা প্রদর্শন করান এবং রাজা পরদিন প্রাতে কন্যাকে তা শিক্ষা দেন। এইভাবে মণিপুরে রাসলীলার সৃষ্টি ও প্রচার হ'ল।

এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সঠিক প্রমাণ নেই বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু ইম্ফলে সদর বাজারের মধ্যে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র ও হাতির যে মূর্তিটি রয়েছে সেটির কথা এখানে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

সুতরাং রাসলীলার প্রবর্তক হিসাবে প্রথমেই পরম কৃষ্ণভক্ত রাজঋষি জয়সিংহের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁর কন্যা বিম্বাবতী শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। মণিপুরী নৃত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত অনেক গ্রন্থ আছে। যে কাঁঠালবৃক্ষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি নির্মাণ হয়, তারই কিছু অংশের দ্বারা বিম্বাবতী মঞ্জরী শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি নির্মাণ করে নবদ্বীপধামে প্রতিষ্ঠা করেন ও অনুপ্রভু নাম নিয়ে রাজবাড়ীর মন্দিরে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। বর্তমানে ভাগ্যচন্দ্রের বংশধরেরা সেখানে নিয়মিত প্রভুসেবা করে যাচ্ছেন।

শেষজীবনে ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ কন্যাকে নবদ্বীপধামে রেখে মুর্শিদাবাদ ( কাতুয়া ) গুরগাদিতে বাস করতে থাকেন ও নরোত্তম ঠাকুরের সমাধিস্থলে রাজা দেহত্যাগ করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

রাজা ভাগ্যচন্দ্র ভাগবতের পঞ্চম অধ্যায়ের দশম স্কন্ধে বর্ণিত শ্লোকগুলি রাসলীলার উপযুক্ত মনে করেছিলেন। এছাড়া মণিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যের সংমিশ্রণে নবরূপে রাসলীলার পরিমার্জন করেন। তিনি গুরু স্বরূপানন্দ ও রসানন্দ ঠাকুরের নির্দেশে রাজ্যের নৃত্য-গুরুদের সহযোগিতায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুং চোলোমের ভঙ্গিমায়—লেখক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

রাস
( মণিপুর স্টেট কলা একাডেমীর সৌজন্যে )

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোপী
( মৈতৈ জগোইর সৌজন্যে )

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

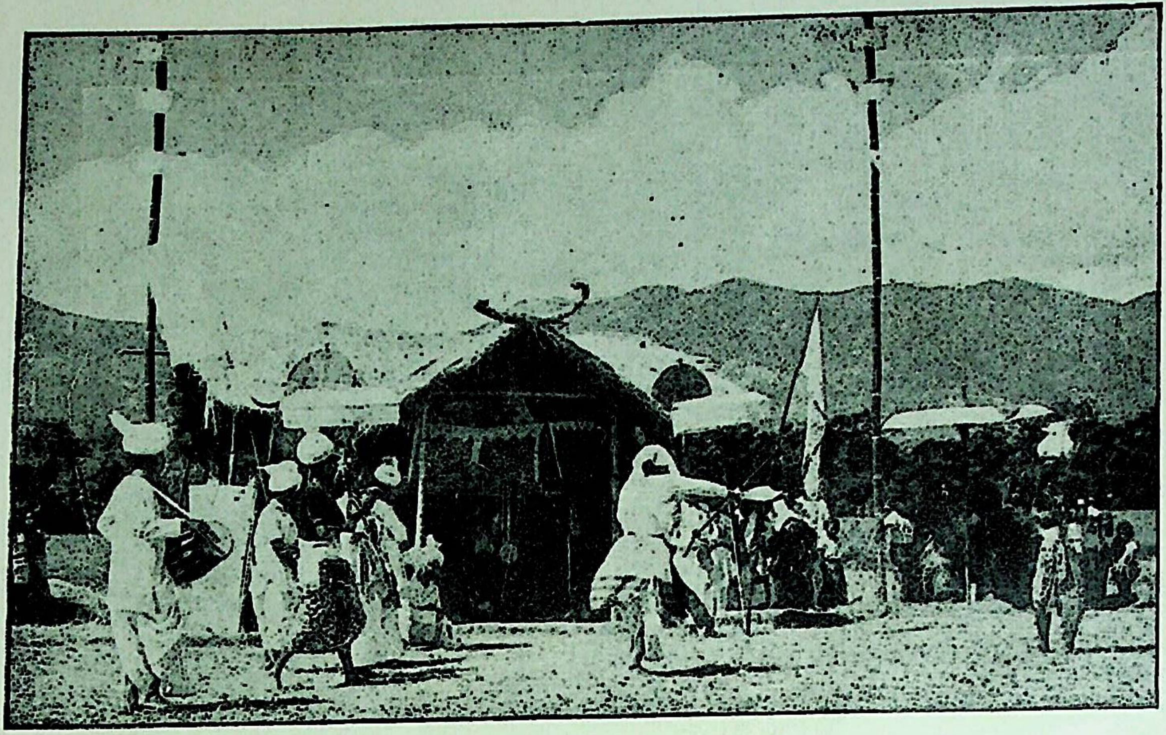

লাই হারাওবা উৎসবে নৃত্যরতা ম্যাইবী
( মণিপুর স্টেট কলা একাডেমীর সৌজন্যে )

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



রাসলীলার আঙ্গিকক্রিয়া, পোশাকপরিচ্ছদ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়মাবলীর প্রবর্তন করেন। লাইহারাওবা ম্যাইবী নৃত্যের ভঙ্গিমাকে লাস্য সহযোগে রূপান্তরিত করার জন্যে তিনি শ্রীগোবিন্দের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

**ভঙ্গি**—মণিপুরী নৃত্য প্রধানতঃ তাণ্ডব ও লাস্যে করা হয়ে থাকে। তবে প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত চারটি ভঙ্গিরই প্রয়োগ হয়ে থাকে।

এই চারটি ভঙ্গি হচ্ছে—(১) সমভঙ্গ, (২) ত্রিভঙ্গ, (৩) আভঙ্গ (৪) ও অতিভঙ্গ। মণিপুরী লাস্যনৃত্যে এর মধ্যে দুটি ভঙ্গির প্রয়োগ হয়ে থাকে—লেমা জগোই ও ম্যাইবি জগোই। রাসের গোপিনীদের ভঙ্গিমাকে লাস্যনৃত্যের অন্তর্গত এবং কৃষ্ণ, বলরাম ও নটপালার ভঙ্গিকে তাণ্ডব নৃত্যের অন্তর্গত করা হয়। লাস্যভঙ্গি স্ত্রীলোকেরা করেন এবং তাণ্ডব ভঙ্গি পুরুষরা করে থাকেন। লাস্যনৃত্যে সমভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গের প্রয়োগ হয় এবং তাণ্ডবে যথা পুংচোলম, বল্লম নৃত্য (থাংহাইবা, খৌশাবা) প্রভৃতিতে আভঙ্গ ও অতিভঙ্গের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

**রাসনৃত্য:** চার রকমের রাসনৃত্য আছে—

(১) মহারাস (২) বসন্তরাস (৩) কুঞ্জরাস (৪) নিত্য রাস। এইসব রাসনৃত্যগুলি বিভিন্ন ঋতুতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কার্তিক-পূর্ণিমাতে মহারাস, চৈত্র-পূর্ণিমাতে বসন্তরাস, আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে কুঞ্জরাস এবং বছরের যে কোন সময় নিত্যরাস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

### রাস অনুষ্ঠানের বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতি—

রাসনৃত্যে যে সব বালক-বালিকারা অংশগ্রহণ করে (বিশেষভাবে কৃষ্ণ, রাধা, চন্দ্রাবলী) তাদের অভিভাবকদের রাস অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে হয়। শুধু তাই নয়, যে কোন বিখ্যাত নৃত্যগুরুকে আমন্ত্রিত করে বালক-বালিকাদের রাসনৃত্য শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়। তিনি বালক-বালিকাদের অনুষ্ঠানে নাচবার জন্যে সেইভাবে শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করে তোলেন। এই সকল অভিভাবকদের বলা হয় রাসধারী। উৎসবে অংশগ্রহণ করবার জন্যে একজন সুবিখ্যাত গায়িকাকে নিমন্ত্রিত করা হয়। তাঁকে বলা হয় সূত্রধারী। দেশের কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি রাস উৎসবে পৌরহিত্য করেন। এই অনুষ্ঠানগুলি বৈষ্ণবদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং মহান্ ধর্মীয় নিদর্শন। তাঁরা মনে করেন এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বার আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ হয়।

### রাসনৃত্যের মঞ্চসজ্জা—

রাসোৎসবে 'রাসমণ্ডলী' নামে একটি মঞ্চ সাজানো হয়। সেই মঞ্চের মধ্যস্থলে রাসমণ্ডলী তৈরী করা হয়। এই মণ্ডলীতে নৃত্যের আসর বসে। এই বৃত্তমঞ্চের চারিদিকে দর্শকরা বসেন। বাদ্যযন্ত্রের



Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



মধ্যে থাকে পুং ( খোল ), বাঁশী মণ্ডিলা ( মন্দিরা ), মোইবুং ( শঙ্খ ), তারসানাই, তানপুরা বাঁশী ইত্যাদি।

রাস আরম্ভের প্রথমপর্বে পূর্বরঙ্গ করা হয়। অর্থাৎ মঞ্চে ধূপ, দীপ, পান, তাম্বুল ইত্যাদি নিয়ে পূজা হয়। পরের অংশে নটপালা কীর্তন দিয়ে মহারাসের সূচনা হয়। দুজন মৃদঙ্গধারী ও দশ-বারোজন করতাল বাজিয়ে মৃদঙ্গের মহারাগ ( রাগ অচৌবা ) নটপালা সংকীর্তন আরম্ভ করেন। নৃত্যশিল্পীরা ধবধবে সাদা ধুতি, কোমরে সাদা চাদর বা লাঙারা এবং মাথায় বড় পাগড়ী পরেন। মৃদঙ্গবাদকরা ছোট পাগড়ী পরেন। ছোট পাগড়ীকে 'কোয়েত্‌মচা' বলা হয়। রাসধারী বা অভিভাবক নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও পুরোহিতদের ফুলচন্দন দিয়ে বরণ করেন। সংকীর্তন আরম্ভ হওয়ার আগে মঞ্চপতি ( মাণ্ডবমপু ) সমস্ত শিল্পী ও একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে ফুল, চন্দন, পান, তাম্বুল ও শুভ্র বস্ত্র দিয়ে বরণ করে প্রণাম করেন। এইভাবে মঞ্চপতি বা ( মাণ্ডবমপু ) দাঁড়িয়ে মঙ্গলসূচক বাণী উচ্চারণ করেন। এই বাণীটি হচ্ছে—"শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি আনন্দে বলিও, প্রেমসে কহো শ্রীরাধাকৃষ্ণ" ইত্যাদি। এরপর সংকীর্তন আরম্ভ হয়। সংকীর্তন শেষ হবার পর নৃত্যগুরু ও সহকারী একজন গুরু মৃদঙ্গে ( রাগমচা ) অর্থাৎ ছোট রাগ বাজিয়ে রাসের আরম্ভ করেন। দুজন সূত্রধারী হাতে মণ্ডিলা নিয়ে তালরক্ষা করেন। দুই নৃত্যগুরু মাথায় ছোট পাগড়ী ব্যবহার করেন। মোইবুং বা শঙ্খবাদকও ছোট পাগড়ী পরেন। মৃদঙ্গবাদককেও ছোট পাগড়ী পরতে হয়। রাসধারী সমস্ত গুরু, সূত্রধারী, শিল্পী ও যন্ত্রবাদকদের পান, তাম্বুল, শুভ্রবস্ত্র দিয়ে বরণ করে ভক্তিভরে প্রণাম করেন। ভগবানের তুষ্টির জন্যে পুং বা মৃদঙ্গতে ছোট রাগ আরম্ভ করতে হয়।

**মহারাস**—মহারাস কার্তিক-পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। দুই সূত্রধর গানের রাগ, গুরুবন্দনা, সভাবন্দনা ও বৃন্দাবন বর্ণনা করে ভাগবতের পঞ্চম অধ্যায়ের শ্লোক বর্ণনা করেন। তারপর কৃষ্ণ অভিসার, গোপী অভিসার করে মহারাসের নিয়ম অনুযায়ী কৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে বাদানুবাদ করে ভঙ্গীপরেং নৃত্য করতে হয়। এরপর শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, গোপীদের কৃষ্ণকে খোঁজা, রাধার নৃত্য, চন্দ্রাবলীর নৃত্য ও রাধারমণের ভজন করে, যুগলমূর্তি বন্দনা, প্রার্থনা ও ফুল প্রদান করে যুগল আরতি করে গৃহে গমন করে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

**বসন্তরাস**—এই রাস চৈত্র-পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। বসন্তরাসের প্রথমাংশের ক্রমের সঙ্গে মহারাসের ক্রমের কোন প্রভেদ নেই। নটসংকীর্তনের নৃত্যগুরুরা মৃদঙ্গের ছোট রাগ বাজিয়ে রাসের শুরু করেন। এরপর সূত্রধারীর গানের রাগ, গুরুবন্দনা, সভাবন্দনা, বৃন্দাবন বর্ণনা শেষ করে কৃষ্ণঅভিসার, গোপিনী অভিসার, বসন্তরাগ, বসন্ত বর্ণনা, ভঙ্গী পরেং অচৌবা, রাধার নর্তন, চন্দ্রাবলীর নর্তন, মানভঞ্জন, ফাগুখেলা বা রঙ্‌খেলা, যুগলমূর্তি বর্ণনা, প্রার্থনা ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং গৃহ গমনের দ্বারা অনুষ্ঠান শেষ হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



**কুঞ্জরাস**—এই রাস আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে নটপালা কীর্তন দিয়ে রাসের সূচনা হয়। তারপর নৃত্যগুরুরা মৃদঙ্গে ছোট রাগ বাজান। এর সঙ্গে দুজন সূত্রধারী মণ্ডিলায় তাল রক্ষা করেন। তারপর গুরুবন্দনা, সভাবন্দনা, বৃন্দাবন বর্ণনা শুরু হয়। নৃত্যের ভঙ্গিতে বৃন্দাদেবী কুঞ্জ সাজান। এরপর শুরু হয় যথাক্রমে কৃষ্ণ অভিসার, গোপিনী অভিসার, রাধাকৃষ্ণের নর্তন, ভঙ্গীপরেং যুগলমিলন, শুকসারির দ্বারা রাধাকৃষ্ণের মহিমাবর্ণন, যুগল আরতি ও গৃহগমন।

**নিত্যরাস**—বৎসরের যে কোন শুভদিনে এই নিত্যরাস অনুষ্ঠিত হয়। সব রাসের মত এই রাসেও প্রথমে নটসংকীর্তন হয়। তারপর নৃত্যগুরুরা খোলের (পুং) ছোট রাগ বাজান। দুই সূত্রধারী মণ্ডিলায় সহযোগিতা করেন। মৃদঙ্গ রাগ বাজনা শেষ হ'লে সূত্রধারীরা গানের রাগ, গুরুবন্দনা, সভাবন্দনা, বৃন্দাবনের মহিমা ইত্যাদি গানের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তারপর কৃষ্ণ অভিসার, গোপিনী অভিসার, রাধা-কৃষ্ণের যুগলমিলন, ভঙ্গীপরেং অচোবা, যুগলরূপ বর্ণনা, প্রার্থনা, আরতি ও গৃহে গমন দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

এই প্রধান চারপ্রকার রাসলীলা ছাড়া আরও একটি রাস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একে গোপরাস বা গোষ্ঠলীলা বলা হয়। সাধারণতঃ কার্তিক মাসের গোষ্ঠ অষ্টমীতে এই রাস অনুষ্ঠান করা হয়।

**রাসনৃত্যের বেশভূষা**—কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র রাসলীলার বেশভূষা নবরূপে সৃষ্টি করেন। রাসলীলার বেশভূষা অতি চমকপ্রদ ও আকর্ষক। নর্তকীরা কুমিন বা ঘাগড়া পরেন। ফানেকের সংস্কার করে কুমিনের উদ্ভব হয়েছে। সবুজ ও লাল ভেলভেটের ঘাগড়ার ওপর অজস্র চুম্কি বসানো হয়। কুমিনের নীচের দিকে পেতলের চাকতি দেওয়া বিভিন্ন আয়না সমান্তরাল ভাবে লাগানো থাকে। এই বর্ণাঢ্য ও বিচিত্র পোশাককে কুমিন বলা হয়। কুমিনের ওপর পোস্‌রান পরতে হয়। সাদা জরি দিয়ে তৈরী করা বেল্ট ঝোলানো থাকে। তাকে বলে খাওন। সামনের দিকে ঝোলানো বেল্টকে বলা হয় 'খব্বাংনপ'। উপরোক্ত বেশভূষা রাধা ও গোপীদের জন্যে।

শ্রীকৃষ্ণের বেশভূষার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। পীতবাস ধুতির পাড়ে সবুজ রঙের মোইরাংফী কাজ করা থাকে। পায়ের নূপুর ও খোংতোপ অলঙ্কার পায়ের শ্রীবৃদ্ধি করে। বাহুতে পাম্বোম ফাবী, ডান হাতে খুজী (বালা), খুণম্ ফাবী (রতনচূড়) ব্যবহার করা হয়। ভেলভেটের সবুজ রঙের ব্লাউজ (রেশম ফুরিৎ) দেহের শোভা বর্ধন করে। ক্যাং পিকফাং, হৈ পরেং, মরৈ পরেং ইত্যাদি গলার হার হিসেবে ব্যবহৃত হয় মাথার অলঙ্কার হিসেবে কালো টুপী থাকে। তার ওপর চুমকী ও জরির কাজ করা নাখুম ও চিরোং থাকে এবং তারও ওপরে কাজেংলৈ ও কোকনাম্ থাকে। এর ওপর ময়ূরের পালক দিয়ে চূড়াকে অলংকৃত করা হয়। ওপর বাহু ও নীচের বাহুর গহনা প্রায় রাধার মতনই থাকে। কৃষ্ণের দুই কাঁধে 'ক্রশবেল্ট'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



পেছনের দিকে নিয়ে গিয়ে আটকে দিতে হয়। কোমরের পেছনে লহরির মত মালা ঝোলে। মাথার পেছনে সাদা কাগজের তৈরী 'চেরৈ' ব্যবহার হয়। মণিপুরী নৃত্যে অনেক সময় মেয়েরাও কৃষ্ণ সাজে। মেয়ে কৃষ্ণকে কালো অথবা সবুজ রঙের ব্লাউজ পরতে হয়। ছেলেরা কৃষ্ণচরিত্রে অবতীর্ণ হ'লে খালি গায়ে এই ধরনের পোশাক পরে। রাধা ও গোপিনীদের মাথার ওপর কোকতুম্বী লাগাতে হয়। কোকতুম্বীতে জরির কাজ করা থাকে। তার ওপর সাদা রঙের ওড়না লাগাতে হয়। একে 'মাইখুম্বী' বলে। কোকতুম্বীর সঙ্গে বামদিকে সাদা জরির ঝালর থাকে। একে চুবারৈ বলা হয়। নর্তকীরা অনেক সময় মাথার ওপর কেশ চূড়া করে বাঁধে। সাধারণতঃ নর্তকীরা মনে করে যে পার্বতী দেবী এই ধরনের কেশবিন্যাস করতেন। মৈতৈ শিল্পীরা স্বাভাবিক রূপকে সামান্য প্রসাধনের সাহায্যে উজ্জ্বল করে তোলে। মৈতৈ জাতিরা নৃত্য, গীত ও সঙ্গীতের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করে যখন, তখন মহাভারতের অনুকরণে 'ত্রিকচ্ছ' পদ্ধতিতে বেশভূষা ধারণ করে।

**রূপসজ্জা:** মণিপুরী নৃত্যে 'মেক আপ' করতে গেলে প্রায় অঙ্কন পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী নৃত্যশিল্পীরা ললাটে উর্ধ্ব'তিলক আঁকেন। নর্ত্তকরা শ্বেত চন্দন দিয়ে শরীরের দ্বাদশ স্থানে পদাবলী আঁকেন এবং বাহুতে হরিনাম লেখেন।

**নৃত্যের সঙ্গে গান:** মণিপুরের মৈতৈ সম্প্রদায় প্রাচীন দেবদেবীর পূজা এবং ধর্মীয় নৃত্যানুষ্ঠানে মৈতৈ ভাষায় স্তব গান প্রয়োগ করেন। কৃষ্ণলীলা; গোষ্ঠলীলা, রাসলীলা ও গৌরলীলার গানগুলি বৈষ্ণবপদাবলী, পদকল্পতরু, গোবিন্দলীলামৃত, গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের পদ থেকে নেওয়া হয়েছে। রাসলীলার অধিকাংশ গানই ভাগবতের পঞ্চম অধ্যায়ের শ্লোকগুলির অনুকরণেই করা হয়।

**মণিপুরী সাহিত্য:** মণিপুরী সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের মত সংস্কৃত ভাষায় অনুপ্রেরিত হলেও প্রায় ২০০০ বছর ধরে একটি স্বাধীন এবং নিজস্ব ধারায় চলছে। যদিও এই ভাষার মধ্যে কিছু কিছু সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তাহ'লেও মণিপুরী সাহিত্য এমন একটি সাহিত্য যা যথার্থই 'মৈতৈ'। মণিপুরী সাহিত্যকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) প্রাচীন সাহিত্য, (২) মধ্য-যুগীয় সাহিত্য ও (৩) আধুনিক সাহিত্য। প্রাচীন সাহিত্যের বিস্তৃতি খ্রীষ্টীয় ১৭০০ শতাব্দী পর্যন্ত। মধ্যযুগীয় সাহিত্য ১৭০০ থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৮৯১ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আধুনিক সাহিত্যের যুগ। 'অমাইবা লোইশং' অর্থাৎ পণ্ডিতমণ্ডলী দেশের কবি এবং সাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণা দেন। তাঁদের মতে 'নিংথৌরোল তারৈবা', 'ঔগ্রীহঙ্গেল', 'পুর্মিৎ কাপ্পা', 'থেঙ্গোরোন' ইত্যাদি পুরাণগুলি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের লিখিত পুরাণগুলির মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থগুলি 'মৈতৈ ময়েক' মণিপুরী হরফে লিখিত।

**প্রেমের মিলন:** স্বর্গীয় রাজপণ্ডিত বিদ্যারত্ন গবেষণা শিরোমণি আঁতোম্বাপু শর্মার মণিপুরী রাস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মণিপুরেরই মহারাজ 'ক্যাম্বার' রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় ১৪৭০—১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরী ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের মিলন আরম্ভ হয়। মণিপুরের মহারাজ 'চোরাই রোংবা' ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময় তিনি 'হরিনাম' দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহারাজ পাম্হৈবা সিংহের রাজত্বকাল ছিল ১৭০৯ থেকে ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময় তিনি রামানন্দী ধর্ম গ্রহণ করেন। শ্রীহট্টের নরংসিংহটিলা গ্রামের রামানন্দী ধর্মপ্রচারক শান্তদাস তাঁর শিষ্যদের নিয়ে মণিপুরে এসেছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তাঁর প্ররোচনায় মণিপুরী হরফে লিখিত সেই সময়ের সাহিত্যগুলি রাজবাতি কংলার সামনে অগ্নিহুতি দেওয়া হয়। সেই কারণে সেই যুগের অধিকাংশ সাহিত্যিক বা কবিদের নাম পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত শান্তদাস দেশবাসীদের হাতে প্রাণ হারান।

**বাদ্যযন্ত্র ঃ** মণিপুরী বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে বিশেষত্ব আছে। মণিপুরের প্রাচীন নৃত্য লাইহারাওবার সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে 'পেনা' 'হরাও বুং' ও ঢোলক ( সেনবুং ) বাজানো হয়ে থাকে। এছাড়া 'অরিবা' পালায় ( বঙ্গদেশ ) অরিবা পুং, রামতাল, ইত্যাদি সহযোগিতা করে। গরীবনিবাজের আমলে রাসনৃত্যের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে অরিবা পুং-এর অনুকরণে মৈতৈ পুং ব্যবহৃত হয়। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের আমলে যে সব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মন্দিলা, বাঁশী ইত্যাদি। বর্তমানে তারসানাই ও তানপুরাও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নটপালা সংকীর্তনে অরিবা পালার অনুকরণে বড় করতাল বাজানো হয়ে থাকে। অনৌবার অর্থ হচ্ছে নবীন। অনৌবা পালা মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের আমলে প্রবর্তিত হয় এবং এখনও পর্যন্ত সমানভাবে এর জনপ্রিয়তা আছে। এর মধ্যে পুংলোন্ চোলোম, দোহার, পালা চোলোমের নৃত্যাংশ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং বিস্তারলাভ করেছে। নটপালা নৃত্যে বিভিন্ন সময় ঝাল ( ঝাঁঝ ), মাঙ্গং ব্যবহার করা হয়। রাসলীলা ও সংকীর্তনে মইবুং ( শঙ্খ ) ব্যবহৃত হয়।

**রাসের ভূমিকা ঃ** ভাগবতে বলা হয়েছে রাস হচ্ছে আনন্দের উৎস। নির্মল পবিত্র ও উচ্ছ্বসিত আনন্দ থেকে রাসের উৎপত্তি। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে লীলা করেছিলেন। সেই লীলার কথা যে মানুষ অসীম ধৈর্য ও ভক্তির সঙ্গে শোনে ও বলে সে প্রাজ্ঞ ও ধীর হয়ে ওঠে। তার হৃদয়ে ভগবানের প্রতি শ্রেষ্ঠ ভক্তি জাগ্রত হয় এবং হৃদয়ের কাম, লালসা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

নিজের স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করবার চেষ্টাকেই শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলা হয়। গবেষণা শিরোমণি পণ্ডিত বিদ্যারত্ন আতোম্বাপু শর্মা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—' সর্ব্ব খলু ইদং ব্রহ্ম।"

শ্রীকৃষ্ণ শুভ সময় শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলা করে জগতবাসীদের সামনে এক আদর্শ রেখে গিয়েছেন। এইভাবে রাসলীলার দ্বারা মানবদেহে দিব্যপ্রেমের বিকাশ ঘটে। পুণ্যবান মণিপুরাধিপতি ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ মণিপুরে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত রাসলীলার দিব্যপ্রেমের বিকাশের জন্যে মণিপুরকে নতুন করে গঠন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



করেন। এরপর তিনি গোস্বামী শ্রীরূপ পরমানন্দের কাছে মধুর প্রেমভক্তিতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভক্তি-ব্যাস ও খুমোং চন্দ্র সিংহের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়ে মৈতৈ ধর্ম ও ভাগবত ধর্মের মুলসূত্রকে মিলিয়ে একটি নতুন ধর্মে রূপান্তরিত করে শ্রীগোবিন্দের চরণে 'সর্ব কদম্বময় রাস' লীলাকে সংকীর্তন মহাযজ্ঞরূপে উৎসর্গ করেন।

**রাসনৃত্য প্রচলিত হওয়ার কারণ ঃ** বৈষ্ণবদের মতে কলিযুগে একমাত্র সংকীর্তনই ধর্ম পালনের একমাত্র পন্থা।—

কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাং।

শ্রীমদ্ভগবতগীতা—দ্বাদশ স্কন্দ, ৩য় অধ্যায়, শ্লোঃ-৪৩, ৪৪।

সত্যযুগে ধ্যান প্রভৃতি ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদি সাধনার দ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্চার দ্বারা যা পাওয়া যায় কলিযুগে শুধুমাত্র সংকীর্তনের দ্বারা সব কিছু পাওয়া সম্ভব।

এই পন্থায় অগ্রসর হতে হ'লে নিজ চিন্তা ত্যাগ করে শুধুমাত্র রাসক্রীড়াকে যজ্ঞরূপে জ্ঞান করে পর্বতযাত্রী মহোৎসবে উৎসর্গ করলে মনুষ্যজন্মের কামনাবাসনা সার্থক হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে, একবার কৃষ্ণনাম স্মরণ করা এক কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান। ব্রজগোপীরা নির্মল ও নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করেন। তাঁরা সকল কামনা বাসনা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাসলীলায় মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। মণিপুরীরাও রাসলীলাকে যজ্ঞ বলেই মনে করেন এবং এইভাবে সংকীর্তনের সঙ্গে রাসলীলা করে মনে করেন কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান যজ্ঞ করছেন,—

"যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি।"

শ্রীমদ্ভাগবত—১১।৫।২৯ শ্লোঃ।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

# শন্‌শেন্‌বা বা গোষ্ঠলীলা

মণিপুরে সকাল দশটার সময় বৈদিক ব্রাহ্মণ রাসোৎসর্গের নিয়মানুসারে গোষ্ঠলীলাকে শ্রীগোবিন্দে সমর্পণ করার পর লীলাক্রম আরম্ভ হয়। হরিমন্দির বা নিজ বাসগৃহের অঙ্গনে মণ্ডপ ( মাণ্ডব ) বা মঞ্চ তৈরী করা হয়। মঞ্চের উপর উত্তর-পশ্চিম কোণে একজন নৃত্যগুরু ও একজন সহকারী পূর্বদিকে মুখ করে 'পুং' বা মৃদঙ্গ নিয়ে বসবেন। এঁদের ডানদিকে শঙ্খবাদক বসবেন। উত্তরদিকে সূত্রধাররা সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবী পরে বসবেন। একটি সাদা চাদর পিঠের দিক থেকে সামনে ঝোলান থাকবে, মাথায় সাদা পাগড়ী বা শলাই মপুম্ শোভা পাবে। কপালে ও শরীরের দ্বাদশস্থানে 'গোপী চন্দন' দিয়ে অলঙ্কৃত করতে হবে। সূত্রধারের হাতে সাধরণত 'ঝাল' বা ঝাঁঝ থাকবে। নৃত্যগুরু, সহকারী ও প্রধান সূত্রধার উপস্থিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের ভক্তিভরে প্রণাম করবেন এবং তারপর নিজের জায়গায় গিয়ে বসবেন।

এরপর অনুষ্ঠানের পরিচালক বা সূত্রধাররা ( মাণ্ডব মপু ) সভাপতি, প্রধান অতিথি, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের ফুল, চন্দন ও তাম্বুল দিয়ে বরণ করবেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করবেন। সভাপতি—"শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি আনন্দে বলহরি" এই কথাগুলি উচ্চারণ করার সঙ্গে মৃদঙ্গে ধোপরাগ আরম্ভ হয়। শ্রীগোবিন্দমন্দিরে মৃদঙ্গের রাগ "বৃন্দাবন অহোবী' নামে পরিচিত। সেই রাগ বাজিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। মৃদঙ্গের রাগ শেষ হওয়ার পর সূত্রধাররা গৌরচন্দ্রিকা শুরু করেন।

গৌরচন্দ্রিকার গান—

আজুরে গৌরাঙ্গ মনে কি ভাব উঠিল
ধবলী শাওলী বলি সঘনেডাকিল।"

গোষ্ঠভঙ্গি আরম্ভ হওয়ার আগে বাচিকাভিনয় থাকে, অর্থাৎ নৃত্যের চাইতে নাটকের প্রাধান্য থাকে এবং পরবর্তী যে নৃত্যগুলি অনুষ্ঠিত হবে তার সূচনা থাকে। এখানে সেই কথোপথনের উদ্ধৃতি দেওয়া হল। বাচিকাভিনয়ের সঙ্গে নাটকের গতি অগ্রসর হয়। প্রথমে নারদের প্রসঙ্গ আসে। সূত্রধার গান করেন—

"তথাতে নারদ গোসাঞি আইলা হরিগুণ গাঁয়।" সূত্রধারের গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নারদ তানপুরা বাজিয়ে হরিগুণ গাইতে গাইতে মঞ্চে ঢোকেন। এখানে নারদ ও বালাবাসুর কথোপকথন থাকে। নারদ তাঁর শিষ্য বালাবাসুকে বলেন—"কঁহা রহা বালাবাসু ?"

বালাবাসু—কৌন হায় ? হম ইহাঁ হায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



নারদ—ওহে বালাবাম্থ, চলহ নন্দ মহারাজকী মহল্‌মে। বড়ী মহোৎসব হোগা। মেরে দণ্ড, করুয়া লেকর মেরে সাথ চলো।

বাম্থ—মুনি গোসাঞি মহারাজকে মহলমে জাকর মেরি পেট ভরাওগে?

নারদ—"বালাবাম্থ বাবা হরিগুণ গাও। হরিনাম ছোড় কর ঔর কুছ নহী হ্যায়।" এই বলে তুজনে একসঙ্গে হরিভজন করেন। এই দৃশ্যে নারদমুনি ও বালাবাম্থর সাজসজ্জা সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নারদের অঙ্গে থাকে গেরুয়া রঙের কাপড় বা যোগপট্ট। তুই কাঁধের থেকে উত্তরীয়ের তুটি দিক ঝুলিয়ে ক্রশের মত করে সামনে তুটি দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মাথায় চামরের মত চুল ও দাড়ি লাগিয়ে দেওয়া হয়। গলায় থাকে রুদ্রমালা। বালাবাম্থ একটি যোগিয়া রঙের কৌপিন পরে। কাঁধে একটি ঝোলা থাকে ও হাতে জপমালা থাকে। সারা গায়ে ভস্ম মাখতে হয়। মাথায় ছোট ছোট কালো কোঁকরা চুল থাকে। মুনি এবং শিষ্য তুজনকেই খ্যাতনামা হতে হবে এবং সুমিষ্ট গলার অধিকারী হতে হবে। তাঁদের হরিভজনের গুণে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব, ভাবুক সকলেরই মন দ্রবীভূত হয়। এইভাবে নারদমুনি নন্দরাজার দ্বারে এসে সংবাদ পাঠান বাড়ীর ভেতরে। এরপর যে সংলাপ শুরু হয় তাতে হিন্দী-সংস্কৃত-বাংলা সব মিশ্রিত ভাষা থাকে। সংবাদ পাওয়া মাত্র নন্দরাজ বলেন—"আজ বড়ী বড়ী শুভদিন হৈ। হে, হে, ভাই উপনন্দ, সুনন্দ সুরঋষিকো প্রণাম করনে চলিয়ে।" মহারাজ উপনন্দ ও সুনন্দের সঙ্গে এসে করজোড়ে নারদকে প্রণাম করে বললেন—"আইয়ে, হে সুরঋষি,

তব চরণ বন্দেমহম্‌"

"ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থীভূর্তাঃ স্বয়ং প্রভো
তির্থী কুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদভৃতা।"

—গীতা ভাগবত ১।৩৩।১০

নন্দরাজ এই কথা বলতে বলতে ঋষিকে প্রণাম করেন। এরপর দ্বারীকে ঋষির বসবার আসন, পূজার সামগ্রী প্রভৃতি আনতে বলেন। নন্দরাজ মুনিকে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করেন। নারদ বলেন—"আজ শুভদিনে কৃষ্ণকে গোদোহন শিক্ষা দেব। ব্রজের সকল বালকদের সঙ্গে আজ উৎসবের দিনে কৃষ্ণ গোচারণে যাবেন। এই কথা শুনে নন্দ দ্বারীকে আজ্ঞা দেন রাম ও কৃষ্ণকে তাঁদের সম্মুখে আনবার জন্যে। দ্বারী যশোদার কাছে গিয়ে নন্দবাবার আদেশ শোনান। যশোদা তৎক্ষণাৎ রাম ও কৃষ্ণকে পাঠিয়ে দেন। নন্দবাবা আগচ্ছ, আগচ্ছ বলে কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে নারদের সামনে বসিয়ে দেন এবং প্রণাম করতে বলেন। এরপর মঞ্চে একটি গাভী ও বাছুর আনা হয়। নারদ দুর্বাদল ও গন্ধপুষ্প দিয়ে গাভীর পূজা করেন এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লাই হারাওবা
( মণিপুর স্টেট কলা একাডেমীর সৌজন্যে )

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

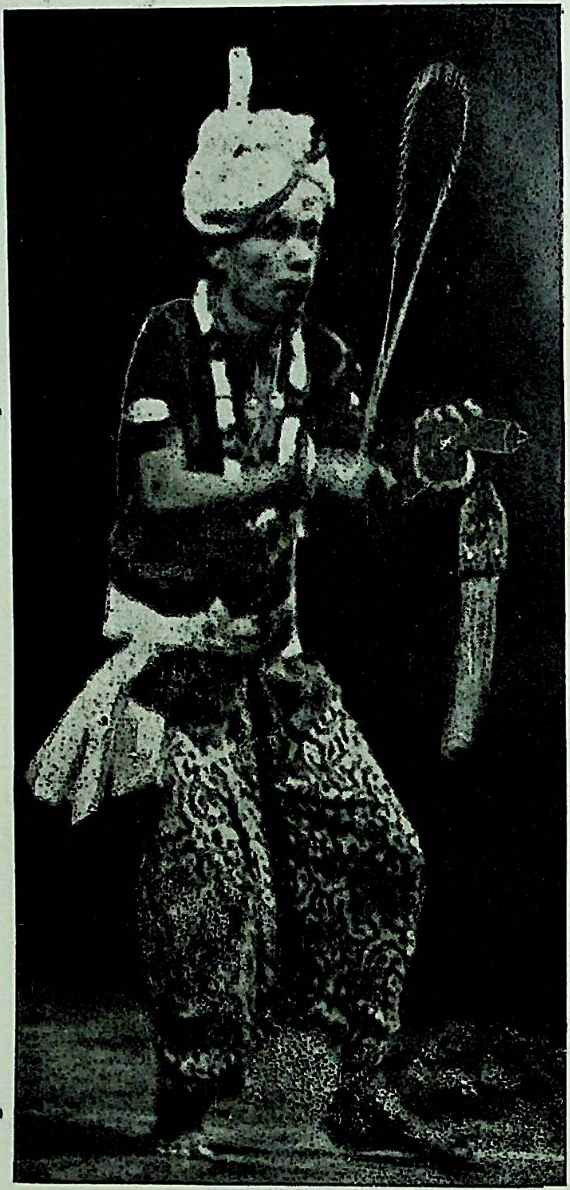

পেনাবাদক এম. থোইবা সিংহ
( মৈতৈ জগোইর সৌজন্যে )

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিত্রাঙ্গদা শৈরেং নৃত্যনাট্যে রাজা চিত্রবাহনের ভূমিকায় লেখক
( মৈতৈ জগোইর সৌজন্যে )

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

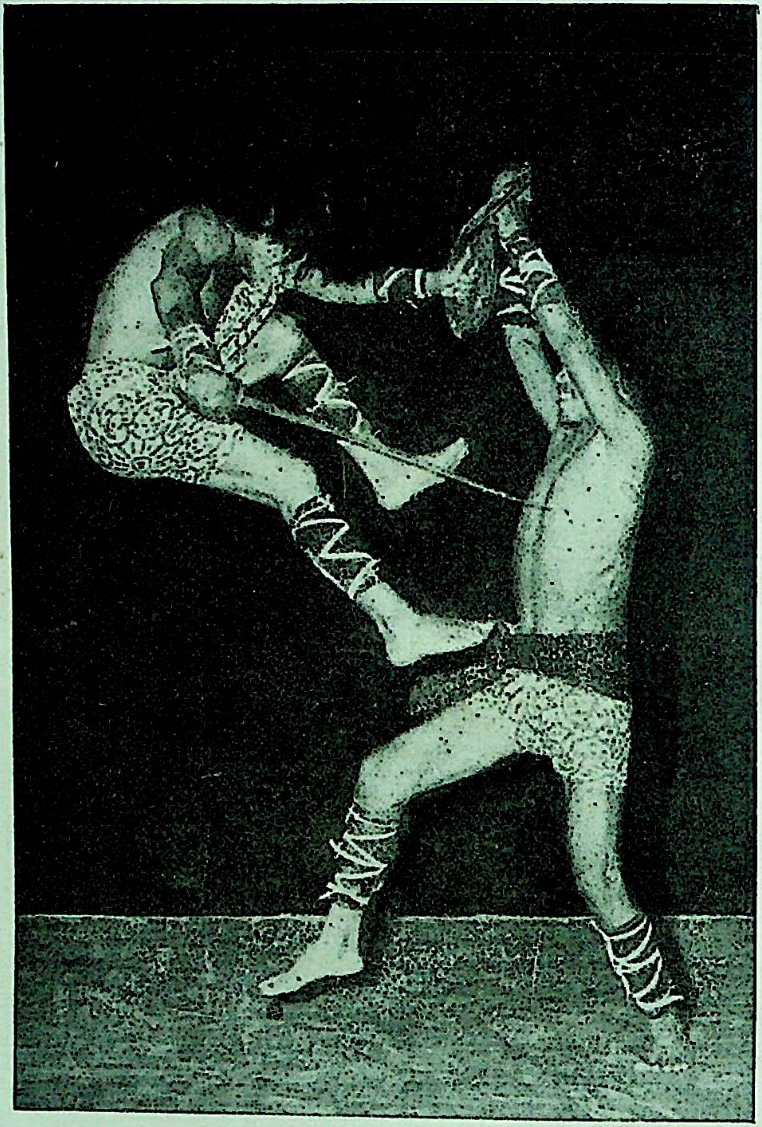

থাং তা নৃত্য কৌশল
( মণিপুর স্টেট কলা একাডেমীর সৌজন্যে )

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



বলেন "ওঁ দুর্বাদল গন্ধপুষ্পেন সুরভী ত্বাং পূজামহং করিষ্যামি।" এরপর ঋষিবর বলরামকে গোদোহণ শিক্ষা দেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে নন্দদেবের পেছনে লুকিয়ে থাকেন। এই সময় সূত্রধার আবার গান শুরু করেন। এই শিক্ষা সমাপ্ত হলে শঙ্খধ্বনি করে ও জয়ধ্বনি দিয়ে গোদোহণ পর্ব শেষ হয়।

পরের পর্বে নারদ ও বালাবাসুকে দুধ, কলা ও চিঁড়ে প্রভৃতি খাদ্যবস্তু ও বস্ত্র ও অলংকার প্রভৃতি দান করে আপ্যায়ন করা হয়। বিদায়ের সময় সকলে নারদ ও বালাবাসুকে প্রণাম করেন। এরপর বলরাম ও কৃষ্ণকে যশোদা ও রোহিণীর কাছে আনা হয়। মঞ্চের পশ্চিমদিকে যশোদা ও রোহিণী উপবেশন করেন। বলরাম ও কৃষ্ণ পূর্বদিকে মুখ করে বসেন। দেড়ফুট উঁচু হলদে ও সবুজ ভেলভেট কাপড়ে তৈরী তোষকে দুই মায়ের সামনে দুই ভাই বসেন। গোপদল চারটি ভাগে বিভক্ত হয়। সূত্রধার এই সময় গান শুরু করে—

"শ্রীদামাদি সখা সঙ্গে আইলা
হরিষে বেশ ভূষণ করি উরলী বাজায়।"

সূত্রধরের গান শোনামাত্র মঞ্চের চারধারে উপবিষ্ট গোপ সখারা চারটি দলে উঠে দাঁড়ায়। এর মধ্যে প্রধান দল উরলী বাজিয়ে গান ধরলে সকলেই একসঙ্গে গাইতে থাকে—

"শ্রুতি মিতরে স্মৃতিপমরে
ভারতমান্য ভবন্তু ভবভিতাং।
অহমিহ নন্দবন্দে যস্যালিন্দে পরা হে হে কৃষ্ণ।"

এই গানের পর সকলে উরলী ধ্বনি দেয়। প্রধান দল পায়ে তাল দিয়ে গান গায়। বাকি দলও তাদের অনুসরণ করে পায়ে তাল দিয়ে গান ধরে।

গান— আই ভাই আইস ভাই ত্বরা ত্বরা।
নন্দের মন্দিরে চলি যায়। আয় ভাই ইত্যাদি।

দলের প্রধান সখা মকোক চিংবীকে অনুসরণ করে অন্য সব সখারা মঞ্চে অগ্রসর হতে থাকে।

গান—( সূত্রধার ও সখা )

মেলিয়ে সভা লইয়ে বিদায়
গোষ্ঠকে চলি যায়
রাম হলধর ডাক দে
রাজ রাখাল বেশ বনিয়ে।



Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



এরপর গোপসখারা কৃষ্ণকে ডাকে—

গোঠে আয় রে ভাই কাহ্নাই
দেখরে কত বেলা হইল
আয় রে বলাই গোঠে চল
হলধর আয় রে।

তখন কৃষ্ণ বলেন—হে, হে, ভৈয়া সব, মাঈজীকে পাশ মে বেশ করায়েঙ্গে।"

সখা—হাঁ, হাঁ কাহ্নৈয়া লালজী, বিলম্ব নহী করো। এরপর সখারা নিজ নিজ স্থানে গিয়ে বসেন। কৃষ্ণ করজোড়ে বলেন—

"হে, হে মায়েশ্বরী ; গোচারণ যায়েঙ্গে, বেশ বনা দিজিয়ে।" যশোদা কৃষ্ণকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসলেন। তিনি কৃষ্ণকে গোচারণে যেতে দেবেন না। এই অবস্থা দেখে সখারা তখন শ্রীদামকে বললেন—"হে, হে, ভৈয়া শ্রীদাম। লাল কাহ্নাইয়াজী বেশ করনে গয়ে। অব নহি আবত। বেগি চলত ভৈয়া। শ্রীদাম ও একজন সখা যশোদাকে অনুরোধ করলেও যশোদা গোষ্ঠে যেতে অনুমতি দিলেন না। তখন সব সখারা যশোদাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মিনতি করতে লাগল কানাইকে গোষ্ঠে পাঠাবার জন্যে। বলরাম এগিয়ে এসে যশোদাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন—"হে, হে মায়েশ্বরী কাহ্নাই লালজীকো গোঠে জানে দিজিয়ে।" সখারা বলল—"তোর কাহ্নাইয়ের গুণ তুই কিছু জানিস না। আমাদের মৃত্যু হলে সে প্রাণ দেয়, ক্ষুধার্ত হলে অন্ন দেয়। কানাইয়ের বেণু না বাজলে ধেনু চলে না। এই কথা শুনে যশোদামতি কৃষ্ণকে বলরামের হাতে সমর্পণ করলেন—

সূত্রধর— "বলরামের কথা শুনি
সাজি দিল নীলমণি
প্রতি অঙ্গে হেরি হেরি করয়ে সাজন।"

এইভাবে যশোদা ও রোহিনী দুই মা বলরাম ও কৃষ্ণকে পেছনে রেখে সূর্যকে প্রণাম করে বললেন—

"রক্ষ নারায়ণ লইনু তুয়া পায়
ওহে দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু ভকত বৎসল নাম।"

তারপর দুই মা বলরাম ও কৃষ্ণকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নাচ শেখাতে সুরু করলেন—( চালি অফৈবী, তাল—রাজমেল ও তাঞ্চপ। )

গান— নাচরে নাচরে আমার রাম দামোদর রে
যত নাচ ততই দিব ক্ষীর ননী সর রে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



এরপর মায়েরা কৃষ্ণ ও বলরামকে নাচবার জন্যে সরে দাঁড়ান। বলরাম ও কৃষ্ণ দুজনে মিলে বিলম্বিত লয়ে পুংলোন্‌ জগোই নাচে। বিলম্বিত লয়ে একতালে যশোদা ও রোহিনীও গানের সঙ্গে নাচে।

গান— আমার প্রাণ জুড়াইলে হেরি নয়ন নীলমণি,
হেরি হেরি মায়ের মন চুরি আমার প্রাণ জুড়াইলে।

এরপর সূত্রধারদের গানের সঙ্গে নাচ শুরু হয়ে যায়।

তাল তাঞ্চপ— "নাচে বালা নন্দদুলাল বক্ষ রাজে
ঝুনুভা ঝুনু বাজে।" ইত্যাদি

বলরাম ও কৃষ্ণের সঙ্গে গোপসখারাও নাচে। নাচ শেষ হলে গোপসখারা নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসে। বলরাম ও কৃষ্ণ মায়েদের কাছে এগিয়ে এসে দু হাত বাড়িয়ে বলেন—'হে হে মায়েশ্বরী ননী ভুখ লাগে। দুই মা তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন—"আইস আইস বাছা আইস মায়ের কোলে, লে, লে লাড়ু পেড়া।" এরপর বলরামের হাতে কৃষ্ণকে সমর্পণ করে দুই মা গান ধরেন—

"ওই ধরো লওরে, যশোদার প্রাণ বলরাম রে
বিধি কৈল গোপ জাতি গোধন পালন বৃত্তি তেঁই
বনে পাঠাইয়া দিব যখন লাগি তপন তাপে
তরুছায়ে বসাইবে যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা পাবে তখন খাওয়াইবে।" ইত্যাদি

মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক থাকে—

শৃনু বল মম বাক্যং বালা কানাং বলিষ্ঠং
গিরি বন জল মধ্যে রক্ষং কৃষ্ণং মদিয়ং।

সূত্রধারের গান শেষ করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়—

ইতি বল কর যুগ্মে কৃষ্ণ পাণিং নিধায়ং।
নয়ন গলিত ধারা দুঃখিতা নন্দ পত্নী।

এই গানের সঙ্গে দুই মা রাম ও কৃষ্ণকে নন্দরাজের হাতে সমর্পণ করলেন। রাম ও কৃষ্ণ দুই ভাই একসঙ্গে দণ্ডায়মান হলে শ্লোক পাঠ করা হয়—

"হে হে রামগোপাল লাল বড়ি বড়ি বিরাজে সুন্দর রাজে।"

এই গানের সঙ্গে তাঁদের বরণ করা হয়। উপনন্দ ও সুনন্দ দুজন রাম ও কৃষ্ণের মঙ্গল কামনা করে বলেন—"হে হে রামকৃষ্ণ যহাঁ তহাঁ শ্রী নরসিংহ রক্ষতু।" তারপর নন্দরাজ রাম ও কৃষ্ণকে শ্রীদাম ও সুদামের হাতে সমর্পণ করে বলেন—"হে, হে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, মধুমঙ্গল, তুম সব কাহ্নাই লালাকো

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



রক্ষা করো।" তখন ওই চারজন সখা উত্তর দেন—"হাঁ হাঁ, নন্দবাবাজীরে সব রক্ষা করেঙ্গে।" এর পরের অংশে মধুমঙ্গল যশোদাকে বলছে—"হে, হে মায়েশ্বরী ম্যয় ব্রাহ্মণ জাতি, দে দে লাড়ু পেড়া।" এই কথা শুনে থালা ভরে লাড়ু পেড়া নিয়ে এসে যশোদা মধুমঙ্গলের হাতে দিলেন—"লে লে মধুমঙ্গল।" মধুমঙ্গল খাবার পেয়ে লাফিয়ে উঠে বলল—

"দেখত হু ব্রজবালা হরখে পরখে মিঠাই তুম্
সবকে নহী দেঙ্গে ম্যয় অকেলি খাতে হৈ
বড়ি বড়ি স্বাদ হৈ আরে বড়ি বড়ি স্বাদ হৈ।"

—এই কথা বলে একটি লাড়ু মুখে দিয়ে খাবার ভরতি থালাটা সামনে রেখে তালি ও তুড়ি দিয়ে গান ধরে—

"শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রজী বলিহারি
আগুন কাছে কছু নহী কাছে
পাছে আছে বনওয়ারী
এক বড়ী স্বাদ হ্যায়।

সমস্ত সখারা তখন মধুমঙ্গলকে বলছে—

"হে হে মধুমঙ্গল! তুম একলি নাহি খাও
হয় সবকো খিলাও।"

মধুমঙ্গল বলে—"হে হে ভৈয়া সব, গুঁসা মত্ করো। লিজে ভয়া লিজে, পেট ভৈরি খাও। আনন্দ খুশী রহো।" এই কথা শুনে বলরাম ও কৃষ্ণকে খাবারটা বিলিয়ে দেন। ওদের মধ্যে দুজন খাবার না পেয়ে বলে—"লে লে বলে কছু নহী দেত। মুখ ভরি খাত। এইসী আদমী কভি নহী দেখা। বড়ী খারাপ হ্যায়।" লাফ দিয়ে মধুমঙ্গল বলে—"হাঁ, হাঁ কয়া কহিয়ে কৈসে চতুরাই। তিজুবাবা লে লে।" এইভাবে হাসি মজা করে মধুমঙ্গল খাবার থালাটা দুজনকে দিল। মধু বলে—গুসা মৎ কারা। লিজিয়ে ভৈয়া লিজিয়ে। পেট ভরি খাও আনন্দে, রহ খুশি রহ। এতক্ষণ এই দুজন 'দে দে' মুখ ফিরিয়েছিল। এখন মধুর দিকে মুখ করে তার হাতের থেকে থালা নিয়ে খেতে লাগল। গোঠে যাবার প্রস্তুতি এই পর্যন্ত হয়। এই সময় দুই নৃত্যগুরু মৃদঙ্গে "তঘিন খ্র খ্র" বাজাতে থাকেন এবং সখারা বলরাম ও কৃষ্ণকে মধ্যে রেখে লাইন করে মঞ্চ থেকে চলে যায়।

দুই মৃদঙ্গধারী, সূত্রধর ও নৃত্যগুরু এগিয়ে গিয়ে মৃদঙ্গ বাজাবেন। সূত্রধার ঝাল ও শঙ্খ বাজাবেন। দুইঠুকা তালে গান শুরু হয়—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



"যায় ধবলি রে | ধ্রু | যায় ধবলি শ্যামলী
কালী করালি হিঙ্গুলি পিঙ্গুলি সুরভি রে।"

গানের মধ্যে যখন প্রসঙ্গ আসে তখন তখন মৃদঙ্গের 'তঘিন খ্রূ খ্রূ'র সঙ্গে সকল সখারা এসে রাম ও কৃষ্ণকে মণ্ডলীর মধ্যে রেখে গোলাকারে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠভঙ্গি সুরু হয়ে যায়।

সূত্রধার গান ধরেন—

"শ্যাম নব জলধর নটবর বেশ
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ধামে চূড়ার ঢালনি বামে।" ইত্যাদি

গোষ্ঠভঙ্গি শেষ করে 'চালি' নৃত্য করতে হয়।

সূত্রধারের গান শুরু হয়—

"নাচে রে গো নাচে রে গো শ্রীদাম, সুদাম।
সুবল নাচে রে গো! কি আনন্দ কি আনন্দ।"
আজ বড়ী কি আনন্দ নাচে রে গো।"

সূত্রধারের সঙ্গে গোপ সখারাও গান ধরে। এই নৃত্যের পরে মৃদঙ্গের 'তঘিন খ্রূ খ্রূ'র সঙ্গে গোপ সখারা দুভাগে ভাগ হয়ে দাঁড়ায় এবং গেণ্ডুক বা বলখেলা শুরু করে। একটি দলে বলরাম ও অপরদলে শ্রীকৃষ্ণ নেতৃত্ব দেন। খেলা শেষ করে শ্রীদাম বিশালার্জুনকে বলে—"দিন শেষ হয়ে এলো, ধেনুগুলিকে একত্র করে নিয়ে এসো। ধেনুগুলিকে একত্র করতে গিয়ে তার মধ্যে ধেনুকাসুরকে দেখতে পেয়ে দুই সখা অত্যন্ত ভয় পায়। এখানেও বাচিকাভিনয়ের আশ্রয় নেওয়া হয়। বলরাম ও বিশালার্জুন বলে—"ইহ কৌন হ্যায় ভঈয়া। ক্যা অশুর হ্যায়? দেখলো ভৈয়া।" ধেনুকাসুর বলে—"আজ গোকুলের সব গোপ বালকদের প্রাণ নেব।" তখন বিশালার্জুন চিৎকার করে বলরাম ও কৃষ্ণকে ডাকে,—"অসুর এসে গিয়েছে।"—এই কথা শুনে বলরাম দৌড়ে গিয়ে ধেনুকাসুরকে বলেন—"হে পাপী। পাষণ্ড, দাঁড়াও, আজ তোমাকে যমের বাড়ী পাঠাবো।"

ধেনুকাসুরও আস্ফালন করে লাফাতে থাকে। এই সময় দুজনের মধ্যে বাকযুদ্ধ শুরু হয়। পরে ধেনুকাসুর ও বলরামের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়। সকলে ধেনুকাসুরকে মারতে থাকে হাতের দণ্ড দিয়ে। বলরাম হাতের লাঙ্গল দিয়ে ধেনুকাসুরকে মারে এবং এইখানেই ধেনুকাসুর বধ শেষ হয়।

আবার গোপ-বালকরা নেচে নেচে খেলা শুরু করে এবং সূত্রধারও গান সুরু করে—

"খেলত শ্রীরাম কাহ্নাই সব সখা মেলি।"

বিশালার্জুন আবার দুই সখাকে নিয়ে গোবৎস আনতে যায়। সেখানে বকাসুরকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



কৃষ্ণকে ডাকতে থাকে। আর্ত চিৎকার শুনে কৃষ্ণ বকাসুরের কাছে গেলেন। বকাসুর কৃষ্ণকে দেখে বলে—"ঠহরি রহো, ঠহরি রহো। কৈসে ছোড়েঙ্গে? আজ দিনমে তুন সবকো যম কা পুরমে ভেজুঙ্গা। বিশালার্জুন চিৎকার করে বলে—হা, হা কাহ্নাইয়া লালজী। বকাসুর এক রাক্ষস আ গয়া। হম্ বহুত ডরতে হৈ।" কৃষ্ণ তখন সব সখাদের বোঝাতে থাকেন—"হো হো ভাই সব ডরো মৎ।" সখারা দু হাত তুলে হাঁটুতে ভর দিয়ে বলে—

"তাহা বকাসুর ছল করি আইয়ো
মায়া রচিত স্বরূপ বনাইয়ো
এক রহি আকাশ সমাই
এক হোট ভূতল মোহ পাইও।
খগ সহ বৈঠে বদন পসারি
গোয়ালন দেখ ভয়ো ভয় ভারী। আ হা হা হা হা"

সখারা মাটিতে হাত চাপড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বুকের ওপর হাত রাখে। কৃষ্ণ বকাসুরকে বলেন—"হে পাপী, ঠহরো ঠহরো, রহো, আজ যম ভবনমে ভেজ দেঙ্গে।" এরপর বকাসুরের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ শুরু হয়। কৃষ্ণের সখারা যুদ্ধ দেখবার জন্যে কৃষ্ণকে উৎসাহিত করে এবং চেঁচিয়ে বলে—"হা, হা কাহ্নাইয়া লালজী অসুরকো মারি হো।" কৃষ্ণ বকাসুরের দুই ঠোঁট, হাত, পা চিরে মেরে ফেলেন। সখারাও হাতের দণ্ড দিয়ে বকাসুরকে মারে। তারপর সূত্রধারদের গান শুরু হয়—

"খেলত শ্রীরাম কাহ্নাই সব সখা মিলি।"

এই গান গাইতে সখারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ফিরে আসে এবং যশোমতী রাম ও কৃষ্ণকে আরতি করেন। সমস্ত গোপ-বালকদের নতুন বস্ত্র দিয়ে বরণ করা হয়। এইখানে গোষ্ঠলীলা সমাপ্ত হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। যে ক্রম অনুসারে গোষ্ঠলীলার বিষয়বস্তু সাজানো হয়ে থাকে তাতে আকৃতির পর্যায়ে শ্রীগোবিন্দের ক্রম ও গ্রাম বা পাড়ার ক্রমের পার্থক্য থাকে। নীচে শ্রীগোবিন্দের ক্রমের পরিচয় দেওয়া হ'ল।

শ্রীগোবিন্দের ক্রম—গোষ্ঠে যাওয়ার সময় গোবিন্দ মন্দির থেকে বলরাম ও কৃষ্ণের মূর্তি রথে চড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মাঠের এক কোণে রাখা হয়। এখানে সূত্রধারের গানের সঙ্গে নৃত্য শুরু হয় এবং গোপবালকদের নতুন বস্ত্রে বরণ করে আরতি হয়। সূত্রধারের গান শুরু হয়—

"জয় জয় রামকৃষ্ণ আরতি করে।
গোপ গোপ গোয়াল সঙ্গে সতত বিহরো।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



আরতি শেষ করে গোপ সখারা দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে দুই মূর্তি রথে বহন করে মন্দিরে রেখে আসে। শ্রীগোবিন্দের গোষ্ঠলীলা অনুষ্ঠান এখানে শেষ হয়।

## থাবল চোংবী

মণিপুরে বাসন্তী পূর্ণিমা রাতে খোলা মাঠ বা অঙ্গনে বয়স নির্বিশেষে সকলে হাত ধরে নৃত্য করে। এই নৃত্য বহু প্রাচীন এবং এই নৃত্যের মাধ্যমে মণিপুরের প্রাচীন ভাবধারা ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। থাবল মানে জ্যোৎস্না রাত ও চোংবী মানে নৃত্যভঙ্গীতে লম্ফ প্রদান। এর অর্থ চাঁদনী রাতে বয়স নির্বিশেষে হাতে হাত ধরে ভগবানের নাম নিয়ে ও দেশের মঙ্গল কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা। দোল পূর্ণিমার দিন থেকে শুরু করে সপ্তাহ খানেক পরে এর সমাপ্তি হয়। বসন্তের উৎসব হিসেবে থাবল চোংবী উদ্‌যাপিত হয়। এই নৃত্যের মাধ্যমে প্রকৃতিদেবী ঊষার আরাধনা করা হয়। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের মতানুযায়ী থাবল চোংবীকে বিচার করলে দেখা যায় যে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক এই চারিটি অভিনয়ই এতে আছে। এইজন্যে একে নাট্য বলা যেতে পারে। এই চারটি অভিনয় সমন্বিত নৃত্যকে নাট্যধর্মী বলা হয়। এই নাট্যধর্মী নৃত্যাভিনয় মণিপুরী নৃত্যে বিশেষভাবে প্রয়োগ হয়ে থাকে। নাট্যবেদের বিধান অনুযায়ী নাট্যঅঙ্গের সঙ্গে এই থাবল-চোংবীর কোন মিল নেই। মনে করা হয় এই থাবল-চোংবী নাট্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের নাট্য। নাট্যবেদ প্রচারের বহু পূর্ব থেকেই মৈতৈ জাতির মধ্যে এই নৃত্য প্রচলিত হয়ে আসছে। এই কারণে থাবল চোংবী নাট্যানুষ্ঠানে নাট্যবেদের বিধান অনুযায়ী পূর্বরঙ্গ ইত্যাদি নাট্যের অঙ্গ দেখতে পাওয়া যায় না।

## মণিপুরের নটগুরুগণের বিশ্বাস

কথিত আছে যে পূর্বদেশের নটরা অধিকাংশ গীতিকার হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। রাগ রাগিনীর বিষয় তাঁরা বিশেষ অভিজ্ঞ হন। এই শিল্পীদের 'নট' বলা হয়।

জিতেন্দ্রিয়াঃ সদাচারাস্তে নটাঃপুনরুত্তমাঃ।
প্রাচ্যাং প্রায়েণ গুণিনো নানাশাস্ত্রবিচক্ষণাঃ॥

পঞ্চমসার সংহিতা—নারদ, শ্লোঃ-১৬

এর অর্থ যাঁরা জিতেন্দ্রিয় ও সদাচারী তাঁরা উত্তম নট হন। শুধুমাত্র এই গুণ থাকলেই হবে না। আরও গুণ থাকা চাই।

রাঢ়ায়াং সংস্থিতা যে চ তে নটাঃ পুনরুত্তমাঃ।
যে গায়ন্তি সুগীতানি নৃত্যন্তি চ বিচক্ষণাঃ॥

পঞ্চমসার সংহিতা—নারদ, শ্লো-১৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



রাঢ়দেশস্থিত সেই সকল নটরা উত্তম হন যাঁরা সুন্দর গীত গাইতে পারেন, নাচতে পারেন এবং বিচক্ষণ। মণিপুরে এই ধরনের নটরা যে নাট্যবস্তু দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেন মৈতৈ সমাজে তা নটপালা বলে অভিহিত হয়। এই নটপালায় একমাত্র পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করে। এই পালা দুই ভাগে বিভক্ত (১) 'অরিবা পালা' অথবা প্রাচীন পালা (২) 'অনৌবা পালা' অথবা নতুন পালা। অরিবা পালাকে বংশদেশ পালা এবং অনৌবা পালাকে 'নটপালা' বলা হয়। এই দুই পালা শ্রীগোবিন্দের নিত্য পূজার অঙ্গ হিসাবে চলে আসছে। এইভাবে মৃদঙ্গ (পুং) গীত (ঈশৈ) ও নৃত্য (জগোই) সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করে দেশের প্রাণস্বরূপ হয়েছে। একদিকে যেমন শ্রীহরির সামনে গীত, বাদ্য ও নৃত্য করে তাঁকে আরাধনার মধ্যে দিয়ে বর্তমান নৃত্যধারা বয়ে চলেছে তেমনি অন্যদিকে দেবদেবীর সামনে নৃত্য-গীত-বাদ্য সহযোগে লাইহারাওবা নৃত্যনাট্যের প্রাচীন ধারাও প্রবহমান। এগুলি অবিশ্রান্ত গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। মৈতৈ জাতিরা প্রাচীনধর্ম ও পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রেখে কলাকৌশলে উন্নতির সাধনা করে চলেছে। মণিপুরে লাইহারাওবা এবং রাসলীলার মধ্যে বাইরে যতই প্রভেদ থাক এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এক। সৃষ্টিকর্তার পদতলে প্রণতি জানানো এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা। এইভাবে এই দুই নৃত্যধারা মণিপুর দেশমাতার প্রাণস্বরূপ হয়ে মণিপুরী জাতির জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিশ্বাস নিয়ে মণিপুরের নটগুরুরা গবেষণায় রত আছেন।

## মৃদঙ্গ বা পুং-এর উৎপত্তি

মৃদঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে মণিপুরে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হলে ত্রিপুর নামে এক অসুর ভীষণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন ভগবান শিব তাকে বধ করেন। ভয়ঙ্কর অসুরের মৃত্যুতে দেবতারা আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন। এই নৃত্যে কোন তাল বাদ্য ছিল না। তাই দেখে ব্রহ্মা একটি মাটির পুং বা মৃদঙ্গ তৈরী করে গণেশকে বাজাতে দেন। দেবতাদের নৃত্যের সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন গণেশ এবং তালরক্ষক ছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। কাহিনী অনুসারে বলা যায় যে সেই প্রথম মৃদঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিশ্বাস করা হয় যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চার যুগ ধরে মৃদঙ্গের প্রচলন হয়ে আসছে। ২৮ তম 'মপু' অনুসারে ভগবান শ্রীহরির নির্দেশে কলিযুগে ধর্ম রক্ষা করার জন্যে সঙ্কর্ষণ অদ্বৈতের রূপ নিয়ে শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈত বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন, কিন্তু ভগবান আবির্ভূত হলেন না। তখন অদ্বৈত শুধু তুলসী মঞ্জুরী ও গঙ্গাজল দিয়ে ভগবানকে আহ্বান করতে লাগলেন। অদ্বৈত প্রভু দশম অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। অর্থাৎ দ্বাপরযুগে মাথুর লীলায় আছে যে শ্রীকৃষ্ণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



বিরহে শ্রীরাধা বিষাদে নিমগ্ন হয়ে দশম অবস্থা প্রাপ্ত হন। অদ্বৈত প্রভুরও রাধার মত দশম অবস্থা হয়েছিল। যাই হোক, অদ্বৈত প্রভুর প্রেমের অশ্রুধারায় সেই জায়গার উপাসনার মাটি ভিজে যায়। সেই ভিজে মাটি দিয়ে অদ্বৈত আচার্য ভগবানের মূর্তি তৈরী করেন এবং সেই ভিজে মাটি দিয়ে মৃদঙ্গ তৈরী করে আরাধনার সময় বাজাতে থাকেন। এইভাবে মৃদঙ্গের সৃষ্টি হয়। রাধাপ্রেম উপলব্ধি করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ গোরা রূপ নিয়ে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। এই শুভ মুহূর্তটির জন্যেই এতদিন অদ্বৈতাচার্য অপেক্ষা করেছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের মাটির খোল 'শ্রীখোল' নামে পরিচিত। মণিপুরের পুরাণ এবং পূদিন পুরাণে 'পুংবা' মৃদঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'চকপা' জাতীয় সংস্কৃতির মতানুযায়ী গীত এবং নৃত্যের সঙ্গে বাজাবার জন্যে মণিপুরে সর্বপ্রথম খোইয়োই তোম্পোক নামে এক রাজা এই পুং বা মৃদঙ্গ আবিষ্কার করেছিলেন। আবার কেউ বলেন ১৫১ খৃষ্টাব্দে চকশাতিংশা নামে এক মুনি পুং বা মৃদঙ্গ তৈরী করেছিলেন। বিভিন্ন সময় যে বিভিন্ন আকৃতির মৃদঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন—য়াইবুং, তানয়েবুং, খোং, লাংদেবুং, খুনবুং, হরাওবুং, পাওজেনবুং ইত্যাদি। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্বা মহারাজের আমলে কীর্তনের মাধ্যমে শ্রীবিষ্ণুর পূজা আরম্ভ হয়। পরবর্তীকালে পাম্হৈবা মহারাজের আমলে রামজী প্রভুর পূজা আরম্ভ হয়। পরবর্তীকালে প্রভুর সেবার জন্যে পুং, ঈশৈ ও নৃত্যের তাল সম্পূর্ণতা পায়। এই সময় বঙ্গদেশ পালা, অরিবা পুং, রামতাল ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে থাকে।

## চোলোমের উৎপত্তি

সংস্কৃতভাষা 'চলন' শব্দ থেকে মৈতৈ ভাষার 'চোলোম' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'চোলোম' এক ধরনের পুরুষদের নাচ এবং তাণ্ডবপ্রধান। চোলোম নৃত্যের সাজপোশাকের মধ্যে একটি সাত্ত্বিক ভাব আছে। চোলোম নৃত্যশিল্পীর মাথায় বড় পাগড়ী থাকে। সাদা ধুতি ও চাদর পোশাক হিসেবে পরা হয়। শরীরের দ্বাদশ জায়গায় শ্বেতচন্দন দিয়ে তিলক কাটা হয়। এই নৃত্যে চারি ও করণের সমাবেশ থাকে। তাণ্ডব পদ্ধতিতে এই নৃত্য করা হয়। তাণ্ডব পদ্ধতিতে করা হলেও এবং চারিকরণের সমাবেশ থাকলেও মণিপুরী নৃত্যের নিজস্ব ঢঙে ও ভঙ্গীতে এই নৃত্য করা হয়ে থাকে। মণিপুরী ভাষায় 'চোলোম' বললেই তাণ্ডব পদ্ধতিতে নৃত্য করা বোঝায়। চোলোমের মূল অংশ হচ্ছে পদক্ষেপ ও তাণ্ডব পদ্ধতির নৃত্য এবং এই নৃত্যকে মণিপুরের প্রাচীনতম সম্পদ বলা যায়। মণিপুরের বৈষ্ণবগুরুরা বলেন যে, সৃষ্টিকর্তা যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেন তখন তিনি নয়জন দেবতা ( লাইবঙথৌ ) ও সাতজন দেবীকে ( লাইনুরা) মর্তে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা পা ঠুকে ঠুকে পৃথিবীর মাটিকে সমান করে দিয়েছিলেন। এর থেকেই 'চোলোম' নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ম্যাইবী নাচে এই নৃত্যকে 'লৈনেৎ জগোই' বলা হয়। এছাড়া আরও একটি



Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



মতবাদ প্রচলিত আছে। এই দেশে প্রাচীনকাল থেকে মল্লযুদ্ধের ( মুক্লাগী থোং খোং শাবা ) প্রচলন আছে। বল্লম নৃত্যের ( তা খৌশাবা ) বা তরোয়াল নৃত্যের ( থাংহাইবা ) ভঙ্গী থেকেই চোলোমের উৎপত্তি হয়েছে। এছাড়া আরও একটি মতবাদ প্রচলিত আছে। উত্তম নৃত্যগুরু এবং কবিরা পশুপাখীর চলন ও মানুষের চলনভঙ্গী দেখে 'চোলোম' নৃত্যের সৃষ্টি করেছেন। বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলা হয়েছে যে ত্রিলোকের যাবতীয় চিত্র অনুকরণ করা হয়েছে।

চোলোম পাঁচ প্রকার—(১) পুং চোলোম (২) পালাচোলোম (৩) নিপা খুবাক ঈশৈ চোলোম ও (৪) জয়দেব চোংবা চোলোম। এই নৃত্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অংশ নেন। আর একটি চোলোম আছে—'হোলি চোলোম'। হোলি চোলোম শুধুমাত্র দোলের সময় হয়। রথযাত্রার সময় হরিমন্দিরে ১০ দিন ধরে জয়দেব চোংবা অনুষ্ঠিত হয়। জয়দেব চোংবা চোলোমের মধ্যে প্রকৃত সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চোলোম সঠিকভাবে ও সুন্দরভাবে শেখার জন্যে মণিপুরের নৃত্যগুরুরা 'চোলোম গঠন' বলে একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করেছিলেন। এখানে গঠনের অর্থ হচ্ছে যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, পদক্ষেপ ও শিরোকর্ম ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ। সুতরাং উপযুক্ত গুরুরাই এই ধরনের শিক্ষা দিতে পারেন।

## চোলোম গঠন, তার উন্নতি ও পালালিংবা ঃ

মহারাজ ক্যাম্বার আমলে ভক্তবৃন্দ শ্রীবিষ্ণু আরাধনা, পূজা ও আরতির সময় গান ও মৃদঙ্গের তালে পা দিয়ে ডান ও বামে অঙ্গচালনা করে নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে পূজা করতেন। মণিপুররাজা গরীব নিয়াজের রাজত্বের সময় 'পালালিংবা', বা কোয়েৎ শলাই য়েৎপা অর্থাৎ শিল্পীরা নিয়ম অনুযায়ী আভরণ ও মাথায় পাগড়ী পরে সর্বপ্রথম 'বংদেশ পালা' নামে সাধারণ চোলোমের প্রবর্তন করেন। এই চোলোম সাধারণ হলেও বেশ উন্নত ধরনের ছিল এবং জনসমাদরও লাভ করেছিল।

## মণিপুরের ইতিবৃত্ত ( গুরু কাওমচা সিংহ )

এইভাবে সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন গুরুদের অবিরাম গবেষণার ফলে এর উন্নতি ও পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে পুণ্যবান রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্রের আমলে শ্রীগোবিন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে হরিসংকীর্তনেও এক নতুন ধারা প্রবাহিত হ'ল। পুরাতন ( অরিবা বংদেশ ) পালা থেকে একটা নতুন পালা বা অনৌবার জন্ম হয়। অনৌবার অর্থ হচ্ছে নবীন। এই পালায় গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের আহ্বান করে হরিসংকীর্তন সংযোগে রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব প্রেমলীলা নিয়ে অনবদ্য নৃত্যনাট্য রাসলীলার সৃষ্টি হ'ল। ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের পুত্র গম্ভীর সিংহ মহারাজের আমলে নৃত্যগীতের ভাণ্ডার আরও পূর্ণ হয়ে ওঠে।



Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



গম্ভীর সিংহ শ্রীকৃষ্ণ সখা সুদামা ও শ্রীদাম প্রভৃতির গোচারণ ও গোষ্ঠলীলার আরও উন্নতি করে দেশবাসীর সমাদর লাভ করেছিলেন। এরপর নরসিংহ মহারাজের রাজত্বকালে অনৌবা পালা বা নতুন নটপালা অঙ্গসজ্জায়, রূপসজ্জায় বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ চোলোম গঠনে পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং বর্তমানে 'নট-সংকীর্তন' বা 'নটপালা' নামে পরিচিত হয়। ( বিজয়পাঞ্চলি—ওঝা রাজা গম্ভীর সিংহের পুত্র ঝুলন সিংহ, পৃঃ-১২৬। )

চন্দ্রকীর্তি মহারাজের সময় সঙ্গীতাচার্য ও মৃদঙ্গাচার্যদের উপদেশে সংকীর্তনে এক বিরাট উন্নতি হ'ল। মহারাজ শৃঙ্গাররসের ৬৪ ভাগকে সংকীর্তনের অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন পালার মাধ্যমে মৃদঙ্গের তাল রাগ ও স্বরের দ্বারা চোলোমের সৃষ্টি করে হরিমন্দিরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে দুই দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ( ঈশৈ ফাংনবা ) শুরু হয় এবং এই প্রতিযোগিতা ৩২ দিন ধরে চলে। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদকদের রাজা মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করতেন। এইভাবে চন্দ্রকীর্তি মহারাজের অবদানে মৈতৈ সংস্কৃতি এক উচ্চাঙ্গ ও পরিপূর্ণ রূপ পেতে থাকে। চন্দ্রকীর্তি মহারাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও সুযোগ্য পরিচালনায় এই সংস্কৃতি মণিপুরে অমরত্ব লাভ করেছে এবং শ্রীগোবিন্দের সেবা, পূজা ও আরাধনার মাধ্যমে ভবিষ্যতেও অমর হয়ে থাকবে।

চন্দ্রকীর্তি রাজার আমলে পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত গোস্বামী বঙ্গীয় কীর্ত্তনের গুরুকে রাজনিবাসে রাখিয়া মনোহর শাই কীর্ত্তনের প্রচার আরম্ভ করেন যা বর্ত্তমান যুগেও প্রচলিত আছে।

# মণিপুরের থাং, তা ( তরোয়াল ও বল্লম )

বহু প্রাচীনকাল থেকে থাং, তা, পুং, ঈশৈ, জগোই অর্থাৎ তরোয়াল, বল্লম, মৃদঙ্গ, গীত ও নৃত্য মণিপুরে প্রচলিত আছে। এই নাচগুলির মধ্যে ভাব, ভঙ্গি, পদক্ষেপ, হস্তচালনা, তাল, লয় ও দৃষ্টিভঙ্গীর একটি পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। মৈতৈদের মতে প্রত্যেক পুরুষের 'থাং' বা তরোয়াল ও 'তা' বা বল্লম-চালনা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠা বিশেষ প্রয়োজন। তরোয়াল চালনায় দ্রুত পদ বিক্ষেপের প্রয়োজন হয়। যেসব ক্ষেত্রে দ্রুত পদচালনা সম্ভবপর হয় না, সেসব ক্ষেত্রে বল্লমচালনা শিক্ষা করা যেতে পারে। আত্মরক্ষার জন্যে এই দুই বিদ্যাতেই পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। কখনও কখনও এক হাতে ঢাল ও অন্য হাতে তরবারী অথবা দুই হাতে তরবারী ধরে চালনা করবার রীতিও আছে। বল্লম চালনায় ডান হাতে বড় বল্লম ও বাম হাতে ঢাল বা চুং ধরা হয়। বল্লম বা 'তা' হচ্ছে একটি লোহার তৈরী লম্বা অস্ত্র। অস্ত্রের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



একটি মুখ ধারালো ও সরু। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার অনুযায়ী একই অস্ত্রের বিভিন্ন নাম আছে। রাজা, মহারাজের দেহরক্ষীরা ঘোড়ায় চড়ে যে বল্লম ব্যবহার করে তাকে 'খং নং তা' বলা হয়। বাঘ শিকারের সময় যে বল্লম ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় 'লম্বু'। এই বল্লমের আকৃতি বিরাট। হাতী শিকারে যে বল্লম ব্যবহৃত হয় তাকে 'লাংশোই' বলা হয়। তরোয়াল এবং বল্লম চালনার সময় সামনে, পিছনে, পাশে যে ভাবে পদচালনা করা হয় তার সঙ্গে নৃত্যের একটি সম্পর্ক রয়েছে। সেই সময় লাফানোর ভঙ্গী, মাথার অবস্থান, দৃষ্টি সবই নৃত্যেও প্রয়োগ করা হয়। এই বিষয়গুলিই নৃত্যের ব্যাকরণে উল্লম্ফন, শিরোভেদ, দৃষ্টিভেদ, ইত্যাদি বলে পরিচিত। মণিপুরী নৃত্যের হস্তকের সঙ্গে তরোয়াল বল্লম চালনার একটি গভীর সম্বন্ধ আছে।

মণিপুরী নৃত্যের প্রধান দুটি মুল অংশ হচ্ছে,—

(১) লাইহারাওবা ও (২) রাসনৃত্য। এই দুই নৃত্যে যে ধরনের হস্তক ব্যবহৃত হয় বল্লম ও তরোয়াল নৃত্যেও সেই ধরনের হস্তক দেখা যায়। 'খুজেং লৈবী' হস্তকটি মণিপুরী নৃত্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লাইহারাওবা নৃত্যের শেষভাগে 'লাইনিং থৌ' ও 'লাইরেম্বী' দেবদেবীকে প্রণাম করার সময় 'খুজেং লৈবী' করে স্বস্তিক হস্তের দ্বারা নৃত্য শেষ করতে হয়। রাসনৃত্যেও রাধাকৃষ্ণকে ( ইবুংঙো ইবেম্ম' ) প্রণাম করবার সময় ব্রজগোপিণীর 'খুজেং লৈবী বা স্বস্তিক হস্তের প্রয়োগ করেন। এই দুটি হস্তক একই রকম হয়ে থাকে। তরোয়াল বিদ্যা শিখতে হলে 'খুজেং লৈবী' হস্তক শেখা অপরিহার্য। দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় যার কব্জিতে যত জোর এবং কব্জি যত জোরে এবং তাড়াতাড়ি ঘোরে সে-ই জয়ী হয়। এইজন্যে 'খুজেং লৈবী' হস্তচালনার অভ্যাস বিশেষ প্রয়োজনীয়। 'খুজেং লৈবী' হস্তে দুই হাতের মণিবন্ধ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। একে 'থাং হাইবা' বলে। লাইহারাওবা ও রাসনৃত্যের হস্ত চালনাতে 'থাং হাইবা' প্রধান অংশ। এই হস্তভঙ্গী তাণ্ডব ও লাস্যাঙ্গেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'থাং—তা' তাণ্ডব পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় এবং এতে, 'খুজেং লৈবী' হস্তক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাণ্ডব ভঙ্গীতে পুংচোলোম ও পালা চোলোম জানুর ওপর ভর দিয়ে ঘোরার সঙ্গে তরোয়াল চালনা ও থাং হাইবার ভঙ্গিমার মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য আছে।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

# নতুন নৃত্যধারার প্রবাহ

মণিপুরী নৃত্য তার সাংস্কৃতিক প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে প্রবহমান। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মৈদিঙু, ক্যাম্বা, চোরাই রোংবা গরীবনিয়াজ প্রভৃতি রাজাদের রাজত্বকাল থেকে মণিপুরী নৃত্য এক নতুন-ধারায় চলতে শুরু করল। এরপর মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকালে মণিপুরী লোকনৃত্যের ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের যোগসূত্র গ্রথিত হ'ল এবং এই নৃত্যকলা নবরূপ পেল। এইভাবে কলিযুগে মহাযজ্ঞরূপী হরিসংকীর্তন ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসলীলার মাধ্যমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধুর রস পান করে আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করছেন।

নটপালা—মণিপুরে সংকীর্তন মহাযজ্ঞের মূল অংশ হচ্ছে এই নটপালা কীর্তন। 'নট'-এর অর্থ হচ্ছে 'নর্তক' বা নর্তকী। এর পূর্বে নারদ-কৃত 'পঞ্চমসার সংহিতা' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে পূর্বাঞ্চলের প্রায় সকলেই নানা গীত বিশারদ হয়। তাঁরা ভগবানদত্ত প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। শুধু নৃত্য নয়। একাধারে তারা গীতিকার ও সঙ্গীতজ্ঞ। এই ধরনের শিল্পীকেই 'নট' বলা হয়। আরও বলা হয়েছে,

"যে গায়ন্তী সুগীতানি নৃত্যন্তি চ বিচক্ষণা:
জিতেন্দ্রিয়া: সদাচারাস্তে নটা: পুণরুত্তমা:।

( কৃষ্ণরস সংগীত সংগ্রহ )

সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী এই সর্বগুণসম্পন্ন নটের দলকে মণিপুরে 'নটপালা' বলা হয়ে থাকে।

এই পালায় একমাত্র পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই পালা দু'ভাগে বিভক্ত—অরিবা পালা বা প্রাচীন পালা, ( ২ ) অনৌবা পালা বা নতুন নটপালা কীর্তন। অরিবা পালাকে বংদেশ পালাও বলা হয়। এই দুই পালা শ্রীগোবিন্দের নিত্যপূজার অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়। এইভাবে মৃদঙ্গ, নৃত্য, গীত সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ পেয়েছে এবং দেশের প্রাণস্বরূপ হয়ে উঠেছে।

# চালি নৃত্য

চালি নৃত্য করবার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। সাধারণত চালি নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আষাঢ় মাসে অর্থাৎ বর্ষা ঋতুতে। শ্রীজগবন্ধুদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে এই চালি নৃত্য পাড়ায় পাড়ায় অথবা গ্রামের নিজ নিজ এলাকার হরিমন্দিরে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সমবেত হয়ে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



'চালি' নৃত্যে মেতে ওঠে। প্রথমে একজন সুদক্ষ গায়িকাকে অনুসরণ করে সমবেত কণ্ঠে কবি জয়দেবের 'দশাবতার' গীত হয়। এরপর অন্যান্য দেবদেবীর স্তুতি শুরু হয়। তখন বয়স ও শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত ভক্তমণ্ডলী চালি নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। প্রায় প্রত্যেককেই এই নৃত্য জানতে হয়। এই নৃত্য না জানাই অযোগ্যতার প্রমাণ এবং অপমানজনক বলে মনে করা হয়।

চালির উৎপত্তি ভঙ্গীপরেং থেকে। প্রতিটি ভঙ্গীপরেং নৃত্যে চালি নৃত্যের প্রচলন আছে। চালি নৃত্য সহজ ও সরল বলে সকলেই নৃত্যে অংশগ্রহণ করতে পারে।

চালি কাকে বলে—

'চালি' নৃত্যের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে গেলে নাট্যশাস্ত্রের 'চারী সংজ্ঞা'র উল্লেখ করতে হয়।

"এবং পাদস্য জঙ্ঘায়া উর্বোঃ কট্যাস্তথৈব চ

সমানকরণাচেষ্টা সা চারীত্বভিধীয়তে ( ১১ অধ্যায়, শ্লোঃ ১ নাট্যশাস্ত্র )

অর্থাৎ পদ, জঙ্ঘা, উরু এবং কটিদেশ এক সরল রেখায় রাখবার চেষ্টাকে চারী বলা হয়। চারীকেই মৈতৈ জগোই নৃত্যে চালি বলা হয়েছে। মণিপুরী নৃত্য শিখতে গেলে মৈতৈ গুরুরা প্রথমেই 'চালি' নৃত্য শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এইজন্যে মণিপুরী নৃত্যে চালিকে প্রথম ও প্রধান অঙ্গ হিসাবে ধরা হয়। কেউ কেউ চালি নৃত্যের তাণ্ডব ও লাস্যের পার্থক্য না জেনেই চালি নৃত্য শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এটি পরিতাপের বিষয়।

চালি নৃত্য কিভাবে করা হয় :

চালি নৃত্য করবার সময় মণ্ডলীর চতুর্দিকে ঘুরে নৃত্য করা হয়। শরীরের বামপার্শ্ব মণ্ডলীর দিকে রাখবার নিয়ম আছে। এই নৃত্যের চলন ডান পা দিয়ে শুরু হয়। চালি নৃত্যে প্রধানতঃ চারটি মুদ্রার প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই চারটি মুদ্রা হচ্ছে যথাক্রমে পতাক্ অর্দ্ধচন্দ্র, হংসাস্য ও পদ্মকোশ। চালি নৃত্য ও পাঁচটি ভঙ্গীপরেং নৃত্যকে মণিপুরী নৃত্যের মূল উপাদান বলা হয়। এই পাঁচটি ভঙ্গী বা চালি নৃত্যকে নিজের ইচ্ছেমত পরিবর্তন করে করা যাবে না। অন্যান্য নৃত্য অনেক সময় নৃত্যগুরু বা নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু 'চালি' ও 'ভঙ্গীপরেং' নৃত্যে কোন পরিবর্তন চলে না।

প্রত্যেকটি মণিপুরী নৃত্যই ধর্মসংক্রান্ত কোন না কোন অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এইসব নৃত্যগুলি অনুষ্ঠানের সময় হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত বিধিনিষেধগুলি পালন করা হয়ে থাকে। মণিপুরী নৃত্য প্রধানত ভক্তিরসকে আশ্রয় করেছে এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাই এর বিষয়বস্তু হয়. এই প্রসঙ্গে ভঙ্গী ও ভঙ্গীপরেং-এর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

ভঙ্গীর উৎপত্তি হয়েছে ভঙ্গ থেকে, ভঙ্গীপরেং শব্দের অর্থ হচ্ছে ভঙ্গাবলী। শাস্ত্রে ৪ প্রকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



ভঙ্গের উল্লেখ আছে ; যথা—সমভঙ্গ, আভঙ্গ, অতিভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ। এই চার প্রকার ভঙ্গীর সমন্বয়ে ভঙ্গীপরেং এর উৎপত্তি হয়েছে।

**হস্তের অবস্থান :**

উভয় হাতের করতল বক্ষের সম্মুখে রাখতে হবে এবং করতলদ্বয় বহিরামুখী হবে। হাতের আঙুলগুলি উপরের দিকে সোজা থাকবে। কাঁধ থেকে দুই করতলের দূরত্ব যতটুকু হবে এক হাত থেকে অপর হাতের দূরত্বও ততটুকু হবে। এই ভাবে হাতের দ্বারা একটি সমবাহু চতুর্ভূর্জ গঠন করতে হবে।

**পায়ের চালনা :**

প্রথমে ডান পায়ের অগ্রভাগটি বাঁ পায়ের গোড়ালির পাশে রাখতে হবে। ডান পায়ের গোড়ালি উঁচু থাকবে। দ্বিতীয় অবস্থানে বাঁ পা অল্প একটু পাশে সমানভাবে রাখতে হবে। তৃতীয় অবস্থানে ডান পা সম্মুখে সমানভাবে রাখতে হবে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে একবার ডানদিক থেকে এবং পরে বাঁদিক থেকে শুরু করতে হয়।

**হস্তচালনা :**

হস্তচালনায় প্রথমেই পতাক্ হস্তের উল্লেখ আছে। অভিনয় দর্পণে বলা হয়েছে—

অঙ্গুল্যঃ কুঞ্চিতাঙ্গুষ্ঠঃ সংশ্লিষ্টা ঃ প্রসৃতা যদি
স পতাককরঃ প্রোক্তো নৃত্যকর্ম্মবিশারদৈঃ॥ ( অঃ দর্পণ—শ্লোঃ ১৩ )

অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংলগ্ন রেখে প্রসারিত করলে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠাকে কুঞ্চিত অবস্থায় রাখলে হাতের যে রূপ হয় তাকে নৃত্যবিশারদরা পতাকহস্ত বলেছেন।

চালি নৃত্য করবার সময় মণ্ডলীর চারদিকে ঘুরে নৃত্য করতে হয় এবং এই সময় শরীরের বামপার্শ্ব মণ্ডলীর দিকে থাকবে। নৃত্যের চলন ডান পা দিয়ে শুরু হয়। মণ্ডলীর চারপাশে ঘুরবার সময় পায়ের অবস্থান একই রকম থাকে। চালি নৃত্য চাষগতি চারীর অন্তর্গত।

প্রথমে পতাকহস্তের আঙ্গুলগুলি উপরের দিকে ছিল ; এখন কব্জি ভেঙ্গে মাটির সমান্তরাল করতে হবে এবং আঙুলগুলি সামনের দিকে প্রসারিত থাকবে। কব্জি মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করবার সময় কব্জিকে ওপরের দিকে তুলে আঙুলগুলির অগ্রভাগ সোজা করে ওপরের দিকে তুলতে হবে। এই সময় কব্জী ও আঙ্গুলগুলির মধ্যের ভাগটি নিম্নাভিমুখী থাকবে।

চালি নৃত্যে অর্দ্ধচন্দ্র হস্ত প্রয়োগ করা হয়। অর্দ্ধচন্দ্রের সংজ্ঞা এইরকম—

অর্দ্ধচন্দ্রকরঃ সোঽয়ং পতাকেঽঙ্গুষ্ঠ সারণাৎ ( অভিনয় দর্পণ শ্লোঃ ১১১ )

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



পতাকের অঙ্গুষ্ঠটি অপসারিত হলেই অর্দ্ধচন্দ্র হস্ত হয়। এরপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটিকে তর্জ্জণীর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। অর্দ্ধচন্দ্রের পর হংসাস্য হস্তের প্রয়োগ হয়। তর্জ্জণী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংলগ্ন থাকবে এবং অনামিকা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা প্রসারিত থাকবে। হংসাস্য মুদ্রা করবার পর আঙ্গুলগুলির মুখোমুখী অবস্থানে হাতের যে ভঙ্গী হয় তা অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মের মত আকার ধারণ করে। এইরকম হাতের ভঙ্গীকে পদ্মকোশ বলা হয়। অভিনয় দর্পণে পদ্মকোশ হস্ত সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা আছে—

"অঙ্গুল্যো বিরলাঃ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতাস্তলনিম্নগা
পদ্মকোশাবিধো হস্তো তন্নিরূপণমুচ্যতে (অভিনয় দর্পণ শ্লোঃ ১৩৪)

যদি আঙ্গুলগুলি বিরল (অল্প ফাঁক) থাকে; কিঞ্চিৎ বক্র ও অল্প নিম্নগত হলে পদ্মকোশ হস্ত হয়। এরপর আঙ্গুলগুলি একের পর এক যেভাবে করতল হয়েছিল সেইভাবেই খুলে যাবে। নাট্যশাস্ত্রে আঙুলের এই ক্রিয়াকে উদ্বেষ্টিত বলা হয়। পদ্মকোশ ও উদ্বেষ্টিত করাঙ্গুলি করবার পর হংসাস্য মুদ্রা করতে হবে। এইভাবে বার বার ক্রমান্বয়ে করতে হবে। এইভাবে অর্ধচন্দ্র হস্ত হংসাস্য হস্ত ও পদ্মকোশ বারবার পদদ্বয়ের দ্বারা চালনা করাকে মৈতৈ জগোইয়ে চালি নৃত্য বলা হয়।

চালি নৃত্য পদ্ধতি মণিপুরী শাস্ত্রীয় নৃত্যপর্যায়ের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধানতম অঙ্গ। চালি নৃত্যের উৎপত্তি ভঙ্গী-পরেং থেকে। রাজঋষি মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ যে ভঙ্গী পরেং নামে নৃত্যটি শ্রীগোবিন্দের চরণে নিবেদন করেছিলেন সেই নৃত্যের শেষ অংশে এই চালি নৃত্যের ব্যবহ্যর হয়েছিল। তিনি নটবর কৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ মূর্তিকে অভিনয় করে দেখান। শারদীয়া রাসলীলার শুরুতে গোপীদের দর্প চূর্ণ করবার জন্যে ও রাধিকার মানভঞ্জনের জন্যে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে অন্তর্ধান হলেন। তখন গোপীরা—

"আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে
স্তা স্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ॥
অসাবহস্তিত্যবলাস্তদাত্মিকা
গতিস্মিত প্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ দশম স্কন্ধ ৩০শ অধ্যায় শ্লোক ২, ৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

# ভঙ্গী পরেং

ভঙ্গীর উল্লেখ পূর্ব অধ্যায়ে যদিও আলোচিত তবুও পৃথক ভাবে তার উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে হয় বলে এখানে আর একবার ভঙ্গীর অবতারণা করা হ'ল। নৃত্যশাস্ত্রে 'ভঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ আছে। এই ভঙ্গ চার প্রকার—সমভঙ্গ, আভঙ্গ, অতিভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ। ত্রিভঙ্গ নটবর শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ ভঙ্গী এবং বৈষ্ণব কবিরা শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীর অনেকবার উল্লেখ করেছেন। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা মণিপুরী নৃত্যে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ভঙ্গীপরেং এর ৩০, ৩১, ও ৩২ তম অধ্যায় চালি নৃত্যেরই অঙ্গ। সেইজন্যে এই তিনটি চালি নৃত্যকে মণিপুরী নৃত্যগুরুরা চালি নৃত্যের মূল ও প্রধানতম অংশ বলে মনে করেন। ভঙ্গী পরেং-এর ৩০, ৩১ ও ৩২ তম অধ্যায়ে বর্ণিত পদ এবং হস্তচালনা ভরত কর্তৃক সম্পাদিত নাট্যশাস্ত্রের অনুযায়ী করা হয়ে থাকে।

পরম মহানুভব রাজা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ গুরুরূপ সঙ্গীদের অনুগত হয়ে ৩০, ৩১ ও ৩২ তম অধ্যায়ের নৃত্যগুলি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলী থেকে হঠাৎ অন্তর্ধান হয়ে যান। সখিরা অত্যন্ত ব্যাকুল হলে তিনি আবার তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তাদের সঙ্গে নৃত্য করেন। এই নৃত্যের সময় গোপীদের মধ্যে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র; ৩০ ; ৩১ ও ৩২ তম অধ্যায়ে সেই ভাবই নৃত্যে প্রদর্শন করেন।

মণিপুরী নৃত্যে দুটি কথা—

মণিপুরী নৃত্যে লোংলেই ও উপলৈ শব্দ দুটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ডান দিকে ঘুরলে তাকে লোংলেই এবং বাম্‌দিকে ঘোরাকে উপ্‌লৈ বলা হয়।

শোকসন্তপ্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আত্মহারা হয়ে তদ্‌গতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুলি অনুকরণ করতে লাগল। গোপীরা বিহারবিভ্রম লাভ করে 'আমি সেই কৃষ্ণ' এই বলে বিলাপ করতে লাগলেন। মহারাজ জয়সিংহ চিৎকাররত গোপীদের অবস্থানকে পদ্মসাগরে সঙ্গীহারা রাজহংসীদের চমকিত চিৎকারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। গোপীদের প্রেমের জয় হ'ল বলে পতাক হস্তের প্রয়োগ হ'ল। রাজহংসীদের ভাব প্রকাশের জন্যে হংসাস্যহস্তের প্রয়োগ হয়েছে। সরোবরে পদ্মের রূপ ব্যক্ত করবার জন্যে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র-পদ্মকোষ হস্তে সংযোজন করলেন। এইভাবে চালি নৃত্যের কল্পনা করা হয়েছে। মণিপুরী নৃত্যে বক্ষদেশ ও কটির অতিরিক্ত সঞ্চালন নেই। মণিপুরী নৃত্য উচ্চাঙ্গ শ্রেণীর নৃত্য বলে তাতে অতিরিক্ত কটি সঞ্চালন নেই।



Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

# ভঙ্গী পরেং আচৌবা তাল লিপি

## তাল—ভুষণা মেল দুই তাল দুই ফাঁক মাত্রা ১৪

### বিলম্বিত লয়

(নং ১)

\+ 0 0 ২
| খিৎ ঘিন্ন গ্রা |
| ধিন — ধিন — | ধেন তা — | ধিন — থেন — | ধিন তা — |
| তেন — তা — | কেন তা — | তঃ — — — | (৩ বার)

(নং ২)

তেন তঃ | খিৎ তা — |
| ধে — থ্র থ্র | থ্র থ্র থ্র | থ্র থ্র থ্র থ্র | থ্র থ্র থ্র |

(নং ৩)

| তা — তা — | তেন তা — | তঃ খিত্তা থেন — | ধিন ধিন — |
| থেন — ধিন — | তেন তঃ — | তাং — — — | খিৎ গ্রা গ্রা |

(নং ৪)

| তেন — তঃ — | খিৎ তা — | তেন — তঃ — | খিৎ তা — |
| তেন — তঃ — | গ্রা গ্রা — | গ্রাং — — — | খিৎ ঘিন্না গ্রা |

(নং ৫)

\+ 0 0 ২
| ধিন — ধিন — | ধেন তা — | ধিন — ধিন — | ধেন তা — |
| ধিন — ধিন — | ধেন তা — | ধেন — — — | খিৎ ঘিন্না গ্রা |
| ধিন — ধিন — | ধেন তা — | ধিন — ধিন — | ধেন তা — |
| ধিন — ধিন — | ধেন তা — | ধেন — — — | ধিন ঘিন্না গ্রা |
| ধেন — তা — | ধেন তা — | খিৎ — তা — | তঃ ঘিন — |
| ধেন — তা — | ধেন তা — | খিৎ — তা — | তঃ ঘিন — |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| ধেন — তা — | ধেন তা — | থিং — তা — | ধেন তা — |

| তঃ থিত্তা থেন — | ধিন ধিন — | থেন — ধিন — | তেন তঃ — |

| তাং — — — | — — — | — — — — | থিং গ্রা গ্রা |

| তেন — তঃ — | থিং তা — | তেন — তঃ — | থিং তা — |

| তেন — তঃ — | গ্রা গ্রা — | গ্রাং — — — | থিং ঘিনা গ্রা |

(নং ৬)

+ ০ ০ ২

২ বার | ধিন — ধিন — | ধেন গ্রাং — | ধিন — ধিন — | ধেন গ্রাং — |

| ধিন — ধিন — | ধেন গ্রাং — | ধেন — তঃ — | থিং ঘিন্না গ্রা |

+ ০ ০

| ধেন — তা — | ধেন থিং — | তঃ — — — | ধিন ঘিন্না গ্রা |

| ধেন — তা — | ধেন থিং — | তঃ — — — | ধিন ঘিন্না গ্রা |

| ধেন — তা — | ধেন তা — | থিং — তো — | ধেন তা — |

| তঃ থিত্তা থেন — | ধিন ঘিন্না গ্রা | ধেন তা ধেন — | তা তা — |

| ধেন — — — | — — — | — — — — | ২

(নং ৭—আথৈবী নাচ)

২

+ ০ ০ | থিং গ্রা গ্রা |

৩ বার | তঃ গীন ধিন — | ধেন তা — | ধেন — তঃ — | থিং গ্রা গ্রা |

| তঃ গীন ধিন — | ধে ধে — | ধেন — তঃ — | ধিন ঘিন্না গ্রা |

(নং ৮—তিনবার লোংলৈ নাচবে।)

+ ০ ০ ২

৩ বার | ধিন — ধেন — | তত থিত্তা — | তেন — তা — | তঃ ঘিন — |

| তেন — তা — | তা তা — | তা — — — | ধিন ধিনা গ্রা |

| ধেন তা ধেন — | তা তাং — | ধেন — — — | থিং গ্রা গ্রা |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



( ঠেকা ( মৃপুং ). নং ৭ তের নাচ ধরিবে। )

| | + | | | | 0 | | | | 0 | | | | ২ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩ বার | তঃ | গীন | ধিন | — | ধেন | তা | — | | ধেন | — | তঃ | — | খিৎ | ধ্রা | ধ্রা | |
| | ত | গীন | ধিন | — | ধে | ধে | — | | ধেন | — | তঃ | — | ধিন | ঘিনা | গ্রা | |

( নং ৯ ( লোংলৈ মতেক ) অর্দ্ধ লোংলৈ। )

| | + | | | | 0 | | | | 0 | | | | ২ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩ বার | ধিন | — | ধেন | — | তগিন | তত | ঘিন্তা | | তেন | — | তা | — | তঃ | ঘিন | — | |
| | তেন | — | তা | — | তঃ | — | — | | তেন | — | তা | — | তঃ | তঃ | — | |
| | তাং | — | — | — | ধিন | ঘিন্না | ঘরা | | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তা | — | |
| | ধেন | — | — | — | | | | | | | | | | | | |

নং ৭ তের নাচ নেচে যাবে।

| + | | | | 0 | | | | 0 | | | | ২ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | খিৎ | ধ্রা | ধ্রা |
| তঃ | গীন | ধিন | — | ধেন | তা | — | | ধেন | — | তঃ | — | খিৎ | ধ্রা | ধ্রা |
| তঃ | গীন | ধিন | — | ধেন | — | — | | ধেন | — | তঃ | — | খিৎ | ধ্রা | ধ্রা |
| তঃ | গীন | ধিন | — | খিৎ | ধ্রা | ধ্রা | | তেন | — | তঃ | — | খিৎ | ধ্রা | ধ্রা |
| তেন | তা | থেন | — | ধিন | ঘিনা | গ্রা | | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তা | — |

এই পর্যায়ের ভূষণা মেল ১৪ মাত্রার অঙ্গ সমাপ্ত।

নিচে তান চপ তাল আরম্ভ হইবে।

( নং ১০ এক তাল এক ফাঁক )

| | + | | | | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ধেন | — | ধ্রা | ধ্রা | তঃ | ঘিন | ধেন | তা |
| | তঃ | — | ধ্রা | ধ্রা | তঃ | ঘিন | ধেন | তা |
| | তঃ | — | ধ্রা | ধ্রা | তঃ | খিৎ | থেন | তা |
| | থেন | — | ঘিন্না | গ্রা | ধিন | — | ধেন | তা |

উপরিউক্ত বোলের ভঙ্গীমাকে নৃত্য গুরুরা চম্প্রা ওকপী নাম দিয়েছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



( নং ১১ )

| | + | | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার { | ধিন | — | ঘিন্না | গ্রা | ধিন | — | থেন | তা |
| | থেন | — | ঘিন্না | গ্রা | ধিন | — | ধেন | তা |
| | ধিন | — | ঘিন্না | গ্রা | ধিন | ঘিন | তা | তা |
| | তাং | — | — | — | | | | |

উপরের বোল নৃত্য ভঙ্গিমাকে লাশিং কপ্পি নাম দিয়েছেন।

( নং ১২ )

| | + | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | থিং | ঘিন্না | গ্রা |
| ২ বার { | ধিন | ধেন | তা | ধিন | ধেন | তা |
| | ধিন | ধেন | তা | ধেন | ঘিন্না | গ্রা |
| | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ |
| | থিং | তা | ধেন | ধিন | গ্রা | গ্রা |
| | তা | তা | তাং | থিং | থেন | তা |
| | ধে | ধে | ধেন | তা | ধে | ধে |

উপরিউক্ত বোলের নৃত্য ভঙ্গীমা মেনকুপ তালের মধ্যগতি লয়ে নাচিবে, উক্ত ভঙ্গীমাকে ( খুজেং লৈবী ) স্বস্তিক হস্ত বলা হয়।

( নং ১৩ ) এই পর্য্যায়ে মেনকুপ তাল মধ্যগতি লয়ে নেচে যান নৃত্য ভঙ্গীমার নাম চন্দ্রা ওকপী।

| | + | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার { | ধেন | -ত্রা | ঘিন | তা | থেন | তা |
| | তঃ | ঘিন্না | গ্রা | ধিন | থেন | তা |
| | ধেন | -ত্রা | ঘিন | তা | থেন | তা |
| | ধেন | -ত্রা | ঘিন | তা | থেন | তা |
| | ধেন | -ত্রা | ঘিন | তা | তা | তা |
| | তাং | — | — | থিং | ঘিন্না | গ্রা |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



( নং ১৪ ) সেনকুপ তাল চক্রা খাইবী ভঙ্গীমা

| | + | | | ০ | ০ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ধিন | ধেন | তা | ধিন | ধেন | তা |
| | ধিন | ধেন | তা | ধেন | ধিন্না | গ্রা |
| | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ |
| | থিৎ | তা | ধেন | ধিন | ধ্রা | ধ্রা |
| | তা | তা | তাং | থিৎ | থেন | তা |
| | ধে | ধে | ধেন | তা | ধে | খে |

( নং ১৫ ) মেনকুপ তাল—

| + | | | ০ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ধেন | — | — | তধিন | — | — |
| খর | খর | খর | খর | খর | খর |
| খর | খর | খর | খর | খর | খর |
| খর | খর | খর | খর | খর | খর |
| তা | ধ্রা | ধ্রা | তেন | তঃ | — |

( নং ১৬ )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | থিৎ | ত্রা | ধিন | তা | থেন | তা |
| ৩ বার | তঃ | খিত্তা | থেন | তা | থেন | তা |

( নং ১৭ ) এইখানে নীচে লিখিত বোলের মধ্যে নামা উঠা তিন বার করিবার পর "চক্রবাগ" করিবে।

| + | | | ০ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তা | ধ্রা | ধ্রা | তা | থেন | — |
| ঘিন্ | ঘিন | তা | ঘিন | ঘিন | তা |
| থেন | — | — | থিৎ | ঘিন্না | গ্রা |
| ঘিন | ঘিন | তা | ঘিন | ঘিন | তা |
| থেন | — | — | থিৎ | ঘিনা | গ্রা |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | \| | ঘিন | ঘিন | তা | \| | ঘিন | ঘিন | তা \| |
| ২ বার | \| | থেন | — | ঘিন | \| | তা | ঘিন | তা \| |
| | \| | থেন | — | — | \| | খিৎ | ঘিনা | গ্রা \| |
| | \| | ঘিন | ঘিন | তা | \| | ঘিন | ঘিন | তা \| |

এই বোলের উপরে নং ১৫ এর নাচ করে যাবে।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | | ○ | 0 | | + | |
| \| থেন | — | — | \| তঘিন | — | — | \| |
| \| ধ্র | ধ্র | ধ্র | \| ধ্র | ধ্র | ধ্র | \| |
| \| ধ্র | ধ্র | ধ্র | \| ধ্র | ধ্র | ধ্র | \| |
| \| ধ্র | ধ্র | ধ্র | \| ধ্র | ধ্র | ধ্র | \| |
| \| তা | ধ্রা | ধ্রা | \| তা | থেন | — | \| |

## ( লেংবান পাইবী )

( নং ১৮ ) নর্ত্তকীরা বাঁ হাত অন্য পর্ত্তকীর ডান কাঁধে রেখে ডান হাতে নেচে ডান দিকে যাবে।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | | ○ | 0 | | + | |
| \| খিৎ | ত্রা | ঘিন | \| তা | থেন | তা | \| |
| \| তঃ | খিত্তা | থেন | \| তা | থেন | তা | \| |
| \| তঃ | খিত্তা | থেন | \| তা | থেন | তা | \| |
| \| তঃ | খিত্তা | থেন | \| তা | থেন | তা | \| |

( নং ১৯ )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | | ○ | 0 | | + | |
| \| তা | ধ্রা | ধ্রা | \| তাং | তা | তা | \| |
| \| থেন | — | ধে | \| তঃ_ | ঘিন্ | তা | \| |
| \| ঘিন | তাং | — | \| খিৎ_ | ধ্রা_ | ধ্রা | \| |
| \| থেন | — | ধে | \| তঃ_ | ঘিন্ | তঃ | \| |
| \| ঘিন | তাং | — | \| খিৎ_ | ধ্রা_ | ধ্রা | \| |
| \| থেন | — | ধে | \| তঃ_ | ঘিন্ | তা | \| |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \| | ঘিন | থেন | তা | \| | তঃ | ঘিন | তা \| |
| \| | ঘিন | থেন | তা | \| | তঃ | ঘিন | তা \| |
| \| | ঘিন | তাং | — | \| | খিৎ | ধ্রা | ধ্রা \| |
| \| | থেন | — | ধে | \| | তঃ | ঘিন | তা \| |

পরের অংশে ১৫ নং এর নাচ ধরে যাবে।

| | + | | | ০ | ০ | | | ÷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \| | ঘিন | তাং | — | \| | তঘিন | — | — | \| |
| \| | খর | খর | খর | \| | খর | খর | খর | \| |
| \| | খর | খর | খর | \| | খর | খর | খর | \| |
| \| | খর | খর | খর | \| | খর | খর | খর | \| |
| \| | খর | খর | খর | \| | খর | খর | খর | \| |
| \| | খর | খর | খর | \| | খর | খর | খর | \| |
| \| | তা | খর | খর | \| | তেন | তঃ | — | \| |

( নং ২০ ) এক জায়গায় দুই পাশে ঘুরে নাচবে।

| | + | | | ০ | ০ | | | ÷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \| | খিৎ | ত্রা | ঘিন | \| | তা | থেন | তা | \| |
| \| | তঃ | খিত্তা | থেন | \| | তা | থেন | তা | \| |
| \| | তঃ | খিত্তা | থেন | \| | তা | থেন | তা | \| |
| \| | তঃ | খিত্তা | থেন | \| | তা | থেন | তা | \| |

( নং ২১ ) তিনবার নামা উঠা বোলের তেহায়ের সঙ্গে মেন কুপ তাল শেষ।

| | + | | | ০ | ০ | | | ÷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \| | তা | ধ্রা | ধ্রা | \| | তা | থেন | — | \| |
| \| | ঘিন | ব্রাৎ | — | \| | ঘিন | ব্রাৎ | — | \| |
| \| | খিৎ | — | — | \| | খিৎ | ঘিনা | গ্রা | \| |
| \| | ঘিন | ব্রাৎ | — | \| | ঘিন | ব্রাৎ | — | \| |
| \| | খিৎ | — | — | \| | খিৎ | ঘিনা | গ্রা | \| |
| \| | ঘিন | ব্রাৎ | — | \| | ঘিন | ধ্রাৎ | — | \| |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| খিৎ | — | ঘিন | তা | ঘিন | তা | |
| খিৎ | — | ঘিন | তা | ঘিন | তা | |
| খিৎ | — | — | খিৎ | ঘিন্না | গ্রা | |
| ঘিন | ব্রাৎ | — | ঘিন | ব্রেং | — | |

এই পরের অংশে মধ্যগতি তানচপ তাল আরম্ভ। বাঁ হাত হংসাস্য মুদ্রা বুকে রেখে ডান হাত চালি হস্ত নেচে ডান দিকে এগুবে।

( নং ২২ )

| + | | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খিৎ | — | ধ্রা | ধ্রা | তঃ | ঘিন | ঘিন | তা |
| থেন | — | ধ্রা | ধ্রা | তঃ | ঘিন | ঘিন | তা |
| থেন | — | ধ্রা | ধ্রা | তঃ | ঘিন | ঘিন | তা |
| তঃ | ঘিন | ঘিন | তা | তঃ | ঘিন | ঘিন | তা |
| তঃ | ধেন | ঘিন্না | গ্রা | ধেন | — | ঘিন্না | গ্রা |
| ঘিন | তা | খিৎ | তা | ঘিন | তা | তেন | তা |
| তেন | তাং | খিৎ | তা | তঃ | — | ধ্রা | ধ্রা |
| তেন | তাং | খিৎ | তা | খিৎ | তা | ঘিন | তা |
| তেন | তাং | খিৎ | তা | তঃ | খিৎ | তেন্না | তেন্না |

পরের অংশে তাঞ্চপ তাল—বাঁ হাতে হংসাস্য মুদ্রা বুকে রেখে ডান হাতে চালি হস্ত নেচে ডান দিকে এগুবে।

| + | | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| থেন | — | ধ্রা | ধ্রা | তঃ | ঘিন | ঘিন | তা |
| থেন | — | ধ্রা | ধ্রা | তঃ | ঘিন | ঘিন | তা |
| তঃ | ঘিন | ঘিন | তা | তঃ | ঘিন | ঘিন | তা |
| তঃ | ধেন | খিন্না | গ্রা | ধেন | — | ঘিন্না | গ্রা |
| ঘিন | তা | খিৎ | তা | ঘিন | তা | তেন | তা |
| তেন | তাং | খিৎ | তা | তঃ | — | ধ্রা | ধ্রা |
| তেন | তাং | খিৎ | তা | খিৎ | তা | ঘিন | তা |
| তেন | তাং | খিৎ | তা | থেন | — | ঘিন্না | গ্রা |



Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

## ( নং ২৩ ) মধ্যগতি মেনকুপ তাল মাত্রা ৬

| + | | | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | ধেন | তা | ধিন | ধেন | তা | ২ বার |
| ধিন | ধেন | তা | ধেন | ঘিন্না | গ্রা | |
| ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ | |
| থিৎ | তা | ধেন | ধিন | ধ্রা | ধ্রা | |
| তা | তা | তাং | থিৎ | থেন | তা | |
| ধেন | ধে | ধেন | তঃ | ধে | ধে | |
| ধে | — | — | তঃ | ঘিন্না | গ্রা | |

## ( নং ২৪ )

| | + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ঘিন | তা | থেন | তঃ | ঘিন | তা |
| | তা | ধ্রা | ধ্রা | তা | থেন | তা |
| | ঘিন | তা | থেন | তঃ | ঘিন | তা |
| | তাং | — | — | তঃ | ঘিন | তা |
| | ঘিন | তা | থেন | তঃ | ঘিন | তা |
| | তা | ধ্রা | ধ্রা | তঃ | থেন | তা |
| | ঘিন | তা | থেন | তঃ | ঘিন | তা |
| | তাং | — | — | থিৎ | ঘিনা | গ্রা |

নং ২৩ শের নাচ করে যাও।

| | + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ধিন | ধেন | তা | ধিন | ধেন | তা |
| | ধিন | ধেন | তা | ধেন | ঘিনা | গ্রা |
| | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ |
| | থিৎ | তা | ধেন | ধিন | ধ্রা | গ্রা |
| | তা | তা | তাং | থিৎ | থেন | তা |
| | ধে | ধে | ধেন | তা | ধে | ধে |
| | ধেন | — | — | তঃ | ঘিন্না | গ্রা |

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



( ২৫ নং )

| | + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ধা | ধেন | তা | তঃ | খিৎ | তা |
| | ধেন | — | তা | ধেন | ধ্রা | ধ্রা |
| | তা | ধেন | তা | তঃ | খিৎ | তা |
| | তাং | — | — | তঃ | খিন্না | গ্রা |
| | ধা | ধেন | তা | তঃ | খিৎ | তা |
| | ধেন | — | তা | ধেন | ধ্রা | ধ্রা |
| | তা | ধেন | তা | তঃ | খিৎ | তা |
| | তাং | — | — | খিৎ | খিন্না | গ্রা |

( নং ২৬ )

| | + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ধিন | থেন | তা | ধিন | ধেন | তা |
| | ধিন | ধেন | তা | ধেন | খিন্না | গ্রা |
| | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ |
| | খিৎ | তা | ধেন | ধিন | ধ্রা | ধ্রা |
| | তা | তা | তাং | খিৎ | থেন | তা |
| | ধে | ধেন | ধেন | তা | ধে | ধে |
| | ধেন | — | — | তা | খিন্না | গ্রা |

( নং ২৭ )

| | + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ধে | ধে | ধেন | — | তা | তা |
| | ধেন | — | তা | ধেন | ধ্রা | ধ্রা |
| | তা | তা | তাং | — | তা | তা |
| | তেন | — | তা | তঃ | খিন্না | গ্রা |
| | ধে | ধে | ধেন | — | তা | তঃ |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| + | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ধেন | — | তা | ধেন | ধ্রা | ধ্রা |
| তা | তা | তাং | — | তা | ধ্রা |
| তেন | — | তা | তঃ | ধ্রা | ধ্রা |
| তা | তা | তাং | — | তা | ধ্রা |
| ধ্রাং | — | — | তঃ | ঘিন্না | গ্রা |

এই বোলের মাধ্যমে বসিয়া চক্র বাগ করে তেহাই দিবে।

| + | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ |
| খিৎ | তা | ধেন | ধিন | ধ্রা | ধ্রা |
| তা | তা | তাং | খিৎ | থেন | তা |
| ধে | ধে | ধেন | তা | ধে | ধে |

( নং ২৮ ) ঢিমা তাঞ্চপ তাল।

| + | | | — | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধে | — | তা | — | তেন | — | তঃ | ত্রেন |
| খিৎ | — | তা | — | তেন | — | তঃ | ত্রেন |
| খিৎ | — | তা | — | তেন | — | তঃ | ত্রেন |
| খিৎ | — | তেন | তা | তাং | — | ধ্রা | ধ্রা |
| তা | তেন | — | তঃ | খিৎ | তা | ধেন | তা |

নিচের ভঙ্গীমা নং ২৮ শের নাচ করে যাবে।

| | + | | | — | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার { | খিৎ | — | তা | — | তেন | — | তা | ত্রেন |
| | খিৎ | — | তা | — | তেন | — | তা | ত্রেন |
| | খিৎ | — | তেন | তঃ | তাং | — | ধ্রা | ধ্রা |
| | তা | তেন | — | তঃ | খিৎ | তা | ধেন | তা |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



নং ২৮ পের নাচ করে যাবে।

| | + | | | | ০ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | খিৎ | — | তা | — | তেন | — | তা | ত্রেন |
| | খিৎ | — | তা | — | তেন | — | তা | ত্রেন |
| | খিৎ | — | তেন | তঃ | তাং | — | গ্রা | গ্রা |
| | তা | তেন | — | তঃ | খিৎ | তা | ধেন | তা |
| | ধিন | — | থেন | — | ধিন | — | থেন | — |
| | খিৎ | ত্রা | গ্রা | ধিন | — | ঘিন্না | তেন্না | তা |
| | খিৎ | — | — | — | তাং | — | ঘিন্না | গ্রা |

( ঘাৎ তা গনি ) ( নং ২৯ ) ডুই পাশে ঘুরে বসে চক্রবাগ করে উঠে তেহাই দিবে।

| + | | | | ০ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধেন | — | ভ্রাৎ | — | ঘিন | তা | ধেন | — |
| ভ্রাৎ | — | ঘিন | তা | ধেন | — | ঘিন্না | গ্রা |
| ধেন | — | ভ্রাৎ | — | ঘিন | তা | ধেন | — |
| ভ্রাৎ | — | ঘিন | তা | ধেন | — | ঘিন্না | গ্রা |
| ধেন | — | তাং | ঘিন | ত | ত | ঘিন | তা |
| থেন | — | তাং | ঘিন | ত | ত | ঘিন | তা |
| তাং | — | তাং | খিৎ | ত | ত | খিৎ | তা |
| ঘিন | ত্রা | ঘিন | তা | ঘিন | ত্রা | ঘিন | তা |

( নং ৩০ ) এই অংশে নং ১ চালি—

| | + | | ০ | | ২ | | ৩ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩ বার | ধিন | তেন | — | তঃ | খিৎ | তা | ধেন | তা |
| | ধিন | তেন | তেন | তাং | — | ঘিন | থেন | — |

| | + | | ০ | | ২ | | ৩ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তেহাই | ধিন | গ্রা | গ্রা | তাং | গ্রা | গ্রা | তাং | খিৎ |
| | তা | গিন | গন্না | ধেন | ঘিনা | ঘরা | ধেন | তা |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



## ( নং ৩১ )

| | + | | ০ | | ২ | | ৩ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( নং ২ ) চালি | তৎ | তৎ | তৎ | তঃ | খিৎ | তা | ধেন | তা |
| তেহাই | তা | তেন | তেন | তাং | — | ঘিন | থেন | — |
| | ধিন | ধ্রা | ধ্রা | তাং | ধ্রা | ধ্রা | তাং | খিৎ |
| | তা | গিনা | গরা | ধেন | ঘিনা | ঘরা | ধেন | তা |

## ( নং ৩২ )

| নং ৩ চালি | + | | ০ | | ২ | | ৩ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩ বার | ধিন | তেন | ধ্রা | ধ্র | তঃ | গিন | ধেন | তা |
| | ধিন | তেন | তেন | তাং | গিন | গিন্না | থেন | তা |
| তেহাই | ধিন | ধ্রা | ধ্রা | তাং | ধ্রা | ধ্রা | তাং | খিৎ |
| | তা | গিনা | গরা | ধেন | ঘিনা | ঘরা | ধেন | তা |
| ( নং ২ ) চালি | তৎ | তৎ | তৎ | তঃ | খিৎ | তা | ধেন | তা |
| ৩ বার | তা | তেন | তেন | তাং | গিন | গিনা | থেন | — |
| তেহাই | ধিন | ধ্রা | ধ্রা | তাং | ধ্রা | ধ্রা | তাং | খিৎ |
| | তা | ঘিনা | গরা | ধেন | ঘিনা | ঘরা | ধেন | তা |

| | + | | ০ | | ২ | | ৩ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( নং ১ ) ৩ বার | ধিন | তেন | — | তঃ | খিৎ | তা | ধেন | তা |
| | তা | তেন | তেন | তাং | — | ঘিন | থেন | — |
| তেহাই | ধিন | ধ্রা | ধ্রা | তাং | ধ্রা | ধ্রা | তাং | খিৎ |
| | তা | গিনা | গরা | ধেন | তা | ঘিন | থেৎ | — |
| | ধেন | — | | | | | | |

এইখানে ভঙ্গী পরেং আচৌবা সমাপ্ত ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

# চালি নৃত্যের তাল লিপি

## তাল—তালচপ কিন্তু দেশের জনসাধারণের কাছে এটি চালি তাল বলে প্রচলিত তিন তাল এক ফাঁক মাত্রা ৮

**চালি আরম্ভের বোল—**

তঘিন ধ্রধ্রধ্র ধ্রধ্রধ্র ধ্রধ্রধ্র ধ্রধ্রধ্র ধ্রধ্রধ্র ধ্রধ্রধ্র খিৎধ্রধ্র

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | + | | 0 | — | + | | |
| তেহাই মাত্রা ৭— | তেন | তা | খেন | — | ধিন | গিনা | গ্রা |
| | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তা | — |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | + | | 0 | | ২ | | ৩ | | |
| চালি নং ১ মাত্রা ৮ | ধিন | তেন | — | তঃ | খিৎ | তা | ধেন | তা | তিন বার |
| | তা | তেন | তেন | তাং | গিন | গিনা | খেন | তা | |
| তেহাই— | ধিন | খর | খর | তাং | খর | খর | তাং | খিৎ | |
| | তঃ | গিনা | গরা | ধেন | ঘিনা | ঘরা | ধেন | তা | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | + | | 0 | | ২ | | ৩ | | |
| চালি নং ২ মাত্রা ৮ | তা | তেন | তেন | তঃ | খিৎ | তা | ধেন | তা | তিন বার |
| | তা | তেন | তেন | তাং | গিন | গিনা | খেন | তা | |
| তেহাই— | ধিন | খর | খর | তাং | খর | খর | তাং | খিৎ | |
| | তঃ | গিনা | গরা | ধেন | ঘিনা | ঘরা | ধেন | তা | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | + | | 0 | | ২ | | ৩ | | |
| চালি নং ৩ মাত্রা ৮ | ধিন | তেন | ধ্র | ধ্র | তঃ | ধেন | ধেন | তা | তিন বার |
| | ধিন | তেন | তেন | তাং | গিন | গিনা | খেন | তা | |
| তেহাই— | ধিন | খর | খর | তাং | খর | খর | তাং | খিৎ | |
| | তা | গিনা | গরা | ধেন | ঘিনা | ঘরা | ধেন | তা | |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



## ( চালি মতেক লৈবী ) অর্ধভ্রমরী

| | + | | ০ | | ২ | | ৩ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং ৪ মাত্রা ৮ | তা | স্তঃ | গিন | ধেন | তঃ | গিন | ধেন | তা | চার বার |
| | ধেন | তা | ঘিন | ধেন | তঃ | খিৎ | তেস্তা | তেস্তা | |
| তেহাই— | তা | স্তঃ | গিন | ধেন | তঃ | খিৎ | তাং | — | |
| | তা | স্তঃ | খিৎ | তা | তে | তা | তাং | — | |
| | তঃ | গিনা | গরা | ধেন | — | তা | তেস্তা | তেস্তা | |

| | + | | ০ | | ২ | | ৩ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং ৫ | ধিন | তেন | — | তত | তঃ | তেন | তঃ | ধ্রধ্র | চার বার |
| | তঃ | তেন | — | তত | তঃখিৎ | তাধেন | তঃঘিন | ধেস্তা | |
| | ধিন | তেন | তেন | তাং | গিন | গিনা | থেন | তা | |
| তেহাই— | ধিন | খর | খর | তাং | থর | খর | তাং | খিৎ | |
| | তঃ | গিনা | গরা | ধেন | ঘিনা | ঘরা | ধেন | তা | |

| | + | | ০ | | ২ | | ৩ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং ৬ | তা | তেন | তেন | তঃ | তত | তত | ধেন | তঃ | চার বার |
| | তা | তেন | তেন | তঃ | তত | তত | তেন | তঃ | |
| | তা | তেন | তেন | তঃ | তত | তত | ধেন | তঃ | |
| | তা | তেন | তেন | তাং | গিন | গিনা | থেন | তা | |
| তেহাই— | ধিন | খর | খর | তাং | খর | খর | তাং | খিৎ | |
| | তঃ | গিনা | গরা | ধেন | ঘিনা | ঘরা | ধেন | তা | |

| | + | | ০ | | ২ | | ৩ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং ৭ | ধাৎ | ধাতেন | তত | ঘিস্তা | ধাতেন | তত | ঘিস্তা | তেস্তা | ৩ বার |
| | তা | 'তাতেন | তত | খিৎতা | তাতেন | তত | খিৎতা | তেস্তা | |
| | ধাৎ | ধাতেন | তত | ঘিস্তা | ধাতেন | তত | ঘিস্তা | তেস্তা | |
| | তা | তেন | তেন | তাং | গিন | গিনা | থেন | তা | |
| তেহাই | ধিন | খর | খর | তাং | খর | খর | তাং | খিৎ | |
| | তঃ | গিনা | গরা | ধেন | ঘিনা | ঘরা | ধেন | তা | |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| | + | | ০ | | ৩ | | ৩ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং ৮ | ধিন | গিনা | ধেন | ধিন | ঘিনা | ধিন | তেন | তঃ | ৩ বার |
| | তা | খিৎতা | তেন | ধিন | ঘিনা | ধিন | ধেন | তা | |
| | ধিন | গিনা | ধেন | ধিন | ঘিনা | ধিন | তেন | তঃ | |
| | তা | তেন | তেন | তাং | গিন | গিনা | খেন | তা | |
| তেহাই— | ধিন | থর | থর | তাং | থর | থর | তাং | খিং | |
| | তঃ | গিন | গরা | ধেন | ঘিনা | ঘরা | ধেন | তা | |
| | ধিন | ধেন | খিং | তা | তঃ | — | খেন | — | |
| | ঘিন্তা | তেন্তা | খিৎতা | তেন্তা | খিৎতা | তঘিন | তত | খিৎতা | |
| | খিৎত্রা | ত্রাঘিন | তাঘিন | থেৎ | ধেন | — | — | — | |

**দুটি কথা**—'লোংলৈ'-ডান দিকে একবার ঘোরাকে লোংলৈ বলা হয় 'উপলৈ' বাঁ দিকে একবার ঘোরাকে বলা হয়। লোংলৈ উপলৈ একত্রেও করা হয় তাকে 'আখাইবা' বা তেহাই বলা হয়। লাস্য ভঙ্গীমার চালির অংশ ৮ নং পর্য্যয়ে শেষ, ৯ নং থেকে নৃত্যাংশে 'পুংলোন জগোই' বোলের নৃত্য আরম্ভ করিয়া ২৭ নং পর্যন্ত লাস্য তাণ্ডব ভঙ্গীমা নেচে যাবে। একটি চলম বা নৃত্য নাচিয়া শেষ করিয়া একটি চলম বা বোলের নাচ ধরিবার আগে তেহাই দিয়ে অন্য চলম ধরিতে হইবে। অর্থাৎ 'মপুং' ঠেকা, 'আখাইবা' তেহাই, 'চোলোম' চলন ইত্যাদি।

## 'পুংলোন জগোই' বোলের নৃত্য

তাল—তাঞ্চপ, মাত্রা ৮

| | + | | ০ | | ২ | | ৩ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং ৯ | ধিন | ঘিনা | ধেন | ধিন | তেন | তা | তঃ | — | ৪ বার |
| | ধিন | ঘিনা | ধেন | ধিন | তেন | তা | তঃ | ঘিনাগ্রা | |
| | ধিন | তাতেন | -তা | তঃ | তাৎ | তাতেন | -তা | তঃ | |
| | তাং | তত | তত | খিৎতা | তঃখিং | তং | খিং | — | |
| | ধিন | ঘিনা | ধেন | ধিন | তেন | তা | তঃ | — | |
| | ধিন | ঘিনা | ধেন | ধিন | তেন | তা | তঃ | ঘিনাগ্রা | |
| | ধিন | তাতেন | -তা | তঃ | তাৎ | তাতেন | -তা | তঃ | |
| | ধিন | ধেন | খিং | তা | তঃ | — | খেন | — | |

মণি, নৃত্য—৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | + | | 0 | | ২ | | ৩ | |
| তেহাই— | ঘিন্তা | তেন্তা | খিৎতা | তেন্তা | খিৎতা | তাঘিন | তত | খিৎতা |
| | খিত্রা | গ্রাঘিন | তাঘিন | থেৎ | ধেন্ | — | থেন | — |
| | + | | 0 | | ২ | | ৩ | |
| নং ১০ | ধন্ত | তত | খিৎতা | তাখিৎ | তাং | — | ঘিন | — |
| | তত | তত | খিৎতা | তাখিৎ | তাং | — | ঘিন | — |
| | ধন্ত | তত | খিৎতা | তঃ | তত | তত | খিৎতা | তঃ |
| | ঘিনা | ঘিনা | ধেন | ঘিনা | ঘিনা | ধেন | ঘিনা | ঘিনা |
| | ধিন | ধেন | খিৎ | তা | তঃ | — | থেন | — |
| | + | | 0 | | ২ | | ৩ | |
| নং ১১ | ধেত্রা | গ্রাধেন | তঃ | ধেন | তঃ | ধেন | তঃ | — |
| ৪ বার | ধেত্রা | গ্রাধেন | তঃ | থেন | তঃ | থেন | তঃ | — |
| | — | তেন | — | তঃ | — | তেন | তঃ | — |
| | — | তেন | — | তঃ | তাগ্রা | গ্রাং | খিৎ | — |
| তেহাই— | ধাতেন | -তা | খিৎতা | ধেন | তাখিৎ | তাধিন | -তা | তেন |
| | তাং | তত | তত | খিৎতা | তাগিন | ধাতেন | -তা | খিৎতা |
| | ধিন | ধেন | খিৎ | তা | তঃ | — | থেন | — |
| | ঘিন্তা | তেন্তা | খিৎতা | তেন্তা | খিৎতা | তাঘিন | তত | খিৎতা |
| | খিৎত্রা | গ্রাঘিন | তাঘিন | থেৎ | ধেন্ | — | থেন | — |

## বোলের নৃত্য

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | + | | 0 | | ২ | | ৩ | |
| নং ১২ | ধিন | ঘিন | — | তা | ধেন | — | ধিন | — |
| | — | ঘিনাগ্রা | ধিন | ধেন | তা | ধেন | তঃ | ঘিন |
| | তাং | — | — | তা | তেন | — | তঃ | — |
| | তত | খিৎতা | তঃ | তত | খিৎতা | তঃ | তত | খিৎতা |
| | ধিন | ঘিন | — | তা | ধেন | — | ধিন | — |
| | — | ঘিনাগ্রা | ধিন | ধেন | তঃ | ধেন | তঃ | ঘিনা |
| | ধিন | ধেন | খিৎ | তা | তঃ | — | থেন | — |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| | + | ০ | ২ | ৩ | |
|---|---|---|---|---|---|
| নং ১৩ | ঘিস্তাং -তা | তঃগি ঘিন | তাতেন ত্রাধ্রা | তঃগি ঘিন | ৪ বার |
| | তাতেন ত্রাধ্রা | তেস্তা খিৎতা | তঃগি ঘিস্তাং | -তা খিৎতা | |
| | ঘিস্তাং -তা | খিৎতা ঘিস্তাং | -তা খিৎতা | ঘিন তাং | |
| | খিৎ তত | তত খিৎতা | তঃগি ঘিস্তাং | -তা খিৎতা | |
| | ধিন ঘিন | — তা | ধেন — | ধিন — | |
| | — ঘিনাগ্রা | ধিন ধেন | তা ধেন | তঃ ঘিনা | |
| | ধিন ধেন | খিৎ তা | তঃ — | থেন — | |
| তেহাই— | ঘিস্তা তেস্তা | খিৎতা তেস্তা | খিৎতা তঃঘিন | তত খিৎতা | |
| | খিৎত্রা গ্রাঘিন | তঃঘিন থেৎ | ধেন — | ধেন — | |

| | + | ০ | ২ | ৩ | |
|---|---|---|---|---|---|
| নং ১৪ | তৎ তেন | ধিন — | তৎ ধেন | ধিন ঘিনাগ্রা | ৩ বার |
| | ধিন তেন | ধিন — | তৎ তেন | তং — | |
| | তৎ তেন | ধিন — | তৎ ধেন | ধিন ঘিনাগ্রা | |
| | ধিন ধেন | খিৎ তা | তঃ — | থেন — | |

তেহাই— আগের মতন।

| | + | ০ | ২ | ৩ | |
|---|---|---|---|---|---|
| নং ১৫ | তা খিৎতা | তঃ ধেন | তঃ ঘিন | ধেন তা | ৩ বার |
| | ঘিন তৎ | তেন তঃ | খিৎ তৎ | তেন তঃ | |
| | তা খিৎতা | তা ধেন | তঃ ঘিন | ধেন —তা | |
| | ধিন ধেন | খিৎ তা | তঃ — | থেন — | |

| | + | ০ | ২ | ৩ |
|---|---|---|---|---|
| ডবল ২ বার | তঃখিত্তত খিৎতধেন | তাধিন ততখিৎতা | ধিনত্রাগ্রা ধেনধেন | ধিনধিন তেস্তাতেস্তা |
| | তঃখিত্তত খিৎতধেন | তাধিন ততখিৎতা | ধিনত্রাগ্রা ধেনধেন | ধিনধিন তেস্তাতেস্তা |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| | + | | ০ | | ২ | | ৩ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তেহাই— | ঘিন্তা | তেস্তা | খিৎতা | তেস্তা | খিৎতা | তঃঘিন | তত | খিৎতা |
| | খিৎত্রা | গ্রাঘিন | তঃঘিন | খেৎ | ধেন | — | থেন | — |

| | + | | ০ | | ২ | | ৩ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং ১৬ | খিৎ | — | তৎ | — | — | – | — | — |
| | গ্রাঘিন | — | গ্রাঘিন | — | ধিন | — | — | তেস্তা |
| | তাতেন | নাতাৎ | তেন্না | তাং | তাং | — | — | — |
| | তেন | তাৎ | ত্রাধ্রা | তেস্তা | খিৎ | তাৎ | তঘিন | খেৎ |
| | ঘিন | তাৎ | ত্রাধ্রা | তেস্তা | খিৎতা | তেন | তা | ত্তঃ |
| | — | — | — | — | তেন | তাৎ | ত্রাধ্রা | তেস্তা |
| | খিৎ | তৎ | তঃঘিন | খেৎ | খিন | তাৎ | ত্রাধ্রা | তেস্তা |
| | খিস্তা | তেন | তা | ত্তঃ | — | — | — | — |
| | তেন | ধিন | তেন | ধিন | তেস্তা | তেস্তা | তেস্তা | তেস্তা |
| | তেন | ধিন | ত্রাধ্রা | তেস্তা | খিৎতা | তেন | তাৎ | তঃ |
| | ঘিন্না | ঘিনাং | — | ধ্রা | ধ্রাং | — | — | — |
| | খিৎ | তাৎ | — | তঃ | ঘিন | তা | তঃ | — |
| | ধিন | তেস্তা | তেস্তা | তেস্তা | তাৎ | ত্রাধ্রা | তেস্তা | খিৎতা |
| | থেন | — | ধেঃ | ধেঃ | ধেন | তাঘিন | -তা | ঘিস্তা |
| | তাং | — | ধেঃ | ধেঃ | ধেন | তাখিৎ | -তা | ঘিস্তা |
| | তাং | তাখিৎ | -তা | ঘিস্তা | তাং | তাখিৎ | -তা | ঘিস্তা |
| | তাং | — | ধেঃ | ধেঃ | ধেন | তাঘিন | -তা | ঘিস্তা |
| | তাং | তঘিন | —তা | ঘিন্না | তাং | — | — | — |

| | + | | ০ | | ২ | | ৩ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং ১৭ | তাতেন | নাতাৎ | তেস্তা | তাৎ | তাং | — | ধাৎ | ধেন |
| | তাতেন | নাতাৎ | তেস্তা | তাৎ | তাং | — | — | — |
| | তাতেন | নাতাৎ | তেস্তা | তাৎ | তাং | — | ধাৎ | ধেন |
| | তাতেন | নাতাৎ | তেস্তা | তাং | তাং | — | তা | থেন |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| + | | 0 | | ২ | | ৩ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | ত্রাগ্রা | তা | ত্রাগ্রা | তঃ | — | তা | থেন |
| ধিন | ত্রাগ্রা | তা | ত্রাগ্রা | তঃ | — | তা | থেন |
| ধিন | ত্রাগ্রা | ধিন | ত্রাগ্রা | ধিন | ত্রাগ্রা | ধিন | ধেন |
| ধিন | ত্রাগ্রা | ধিন | ত্রাগ্রা | ধিন | ত্রাগ্রা | ধিন | ধেন |
| ধ্রন | ধন | তা | খিৎতা | ধন | ধন | তা | খিত্তা |
| তাং | ত্রাগ্রা | তঃ | খিন্নখিন্ন | ধেন | — | — | — |

তেহাই আগের মতন—

নং ১৮ মধ্যগতি তাল তানচপ এক তাল এক ফাঁক।

| | + | — | — | | 0 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ধিন | ধেন | — | তা | তঃ | ধেন | খিনা | ধেন | ৪ বার |
| | ধিন | তেন | — | তা | তঃ | ধেন | ঘিনা | ধেন | |
| তেহাই— | ঘিস্তা | তেস্তা | খিৎতা | তেস্তা | খিৎতা | তঘিন | তত | খিৎতা | |
| | খিৎএা | গ্রাঘিন | তঘিন | থেৎ | ধেন | — | থেন | — | |

| | + | | | | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং ১৯ | ত্রাৎ | — | তাং | তঃ | তেন | তেন | তাং | তঃ |
| | খিৎ | খিত্তা | তেস্তা | খিত্তা | তঃখিৎ | তাং | খিৎ | খিন্নাগ্রা |
| | ধেৎ | ধেৎ | — | ধেন | তঃ | ধেন | ধিন | ধ্রধ্র |
| | তঃ | তেন | — | তা | তঃ | — | থেন | — |
| | ধেৎ | ধেৎ | — | ধেন | ধস্ত | তত | খিত্তা | তেস্তা |
| | তঃ | তাং | খিত্তা | তেস্তা | তঃ | — | থেন | — |
| | — | ধেৎ | ঘিস্তা | তঃ | ধেন | ঘিন | তঃ | — |
| | — | ধেৎ | ঘিস্তা | তঃ | ধেন | ঘিন | তঃ | — |
| | তা | তেস্তা | তেন্না | তেন্না | তঃ | — | তাং | — |
| | — | তাং | — | ঘিন | — | তাং | ঘিন | ধ্রধ্র |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| + | | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তঃ | তাং | — | ঘিন | ঘিন | ঘিন | ঘিন | গ্রগ্র |
| ধিন | ধেন | খিৎ | তা | তঃ | — | থেন | — |

তেহাই—আগের মতন—

| | + | | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং ২০ | তাৎ | তাৎ | তাৎ | তঃ | তাৎ | তাৎ | তঃ | — |
| | তত | তত | খিন্ত | তঃখিৎ | তাং | — | খিৎ | — |
| | খিৎ | খিৎ | — | খিৎ | — | ঘিন্নগ্রা | ধেন্তা | ধেন |
| | ঘিন | -তঃ | খিৎ | তাং | — | — | তাৎ | — |
| | — | তেন্তা | তঃঘিন | তাং | — | তেন্তা | তঃঘিন | তাং |
| | — | তেন্তা | তঃঘিন | তাং | — | — | + তা | ঘিন্নগ্রা |
| | ঘিন্তা | তেন্তা | খিৎতা | তেন্তা | খিত্তা | তঃঘিন | তত | খিৎতা |
| | তাৎ | তাৎ | তাৎ | তাৎ | তাৎ | গ্রাগ্রা | তা | থেন |
| | — | ঘিন | — | ধেন | ঘিন | -তা | ঘিন | তাং |
| | — | ঘিন | — | ধেন | ঘিন | -তা | ঘিন | তাং |
| | ঘিন্তঃ | গিঘিন | তঃঘিন | ধেন | ঘিন | -তা | ঘিন | তাং |
| | — | — | — | — | — | — | থেন | -থেন |
| | ঘিন্তা | গিঘিন | তঃঘিন | ধেন | ঘিন | -তঃ | ঘিন | তাং |
| | ধিন | ধেন | খিৎ | তা | তঃ | — | থেন | — |
| তেহাই— | ঘিন্তা | তেন্তা | খিত্তা | তেন্তা | খিত্তা | তঃঘিন | তত | খিত্তা |
| — | খিৎত্রা | গ্রাঘিন | তঃঘিন | থেৎ | ধেন | — | থেন | — |

| | + | | | | o | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং ২১ | ঘিন | — | — | তঃ | ঘিন | ঘিন | তঃ | — | |
| | ধেন | -ত্রা | ঘিন | তঃ | ঘিন্তা | তাৎ | — | — | |
| | তৎ | তৎ | তঃ | ঘিন্তা | তৎ | ধেন | তঃ | ঘিন্তঃ | ৩ বার |
| | ধৎ | ধেন | তঃ | ঘিন্তা | তৎ | তেন | তঃ | — | ৩ বার |
| | — | তেন | — | তঃ | তত | তেন্তা | তেন | তঃ | ৩ বার |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

## চালি নৃত্যে তাল্লা লিপি



| + | | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তাঘিন | নাং | ঘিন | — | খিৎ | তত | ঘিৎতা | তেস্তা |
| খিত্তা | তঃরিন | তত | খিত্তা | খিত্তা | তখিৎ | তাং | — |
| খিত্তা | তঃখিৎ | তাং | — | খিত্তা | তখিৎ | তত | খিত্তা |
| খিত্তা | তখিৎ | তাং | ঘিন | — | তা | থেন | — |
| ঘিন | ঘিন | থেৎ | তা | ঘিন | তাং | খিত্তা | তঃঘিন |
| ধেন | খিত্তা | তঃঘিন | ধেন | — | ধেন | খিত্তা | তঘিন |
| ঘিন | ঘিন | থেন | তা | ঘিন | তাং | ঘিন | তঘিন |
| ধিন | ধেন | খিৎ | তা | তঃ | — | থেন | — |

তেহাই—

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঘিস্তা | তেস্তা | খিত্তা | তেস্তা | খিত্তা | তঘিন | তত | খিত্তা |
| খিত্রা | গ্রাঘিন | তাঘিন | খেৎ | ধেন | — | থেন | — |

### নং ২২ থেকে তাল—যেনকুপ ১ তাল ১ ফাঁক মাত্রা ৬

### ( মপুং ) ঠেকা

| | + | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং ২২ | ধিন | — | তেন | তঃ | ঘিন | ধেন | ৪ বার |
| তেহাই— | ধিন | ঘিনাগ্রা | ধেন | ধিন | ঘিনাগ্রা | ধেন | |
| | ধিন | ঘিনাগ্রা | ধেন | ঘিন | ধাৎ | ধেন | |

| | + | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং ২৩ | ধিন | -তা | ধেন | ধিন | ঘিন | তেন | |
| | তঃ | -তা | তেন | তঃ | খিত্তা | তেন | |
| তেহাই— | ধিন | ঘিনাগ্রা | ধেন | ধিন | ঘিনাগ্রা | ধেন | ৩ বার |
| | ধিন | ঘিনাগ্রা | ধেন | ঘিন | ধাৎ | ধেন | |
| ডবল— | ধিন | — | ধেন | খিৎ | তা | — | |
| | তঃ | — | — | থেন | — | — | |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | + | | | 0 | | |
| তেহাই— | ধন | — | ধন | তা | খিৎ | তা |
| | ধন | — | ধন | তা | খিৎ | তা |
| | তাং | তত | খিত্তা | তঃ | ঘিনা | ঘিনা |
| | ধেন | — | — | থেন | — | — |

## নং ২৪ আড় ছন্দ

নং ২৪ আড় ছন্দ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | + | | | 0 | | | |
| | তৎ | — | ঘ্রেং | — | খিৎ | — | ২ বার |
| | তঃ | — | খিৎ | — | থ্র | থ্র | |
| | তেন | — | তেন | — | তা | — | |
| | তঃ | খিৎ | তা | খিৎ | থেন | — | |
| | তঃ | খিৎ | তা | ঘিন | ধেন | — | |
| | থিন | — | ঘিন | — | ধেন | — | ২ বার |
| | — | ত্রা | গ্রা | ঘিন্নাং | — | — | |
| | তাং | — | তা | তা | খিৎ | তা | |
| | তঃ | ঘিন | ঘিন | তা | খিৎ | তা | |
| | ঘিন | তা | তেন | তা | খিৎ | তা | |
| | তঃ | ঘিন | ঘিন | তা | খিৎ | তা | |
| | তাং | — | তা | তা | খিৎ | তা | |
| | তা | ঘিন | ঘিন | তা | ঘিন্না | গ্রা | |
| | ধিন | — | ধেন | খিৎ | তাং | — | |
| | তঃ | — | — | থেন | — | — | |
| তেহাই— | ধন | — | ধন | তা | খিৎ | তা | |
| | ধন | — | ধন | তা | খিৎ | তা | |

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| + | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তাং | ত্রা | খ্রা | তঃ | ঘিন্না | ঘিন্না |
| ধেন | — | — | — | — | — |

নং ২৫—

| + | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| তৎ | — | ধিন | — | ত্রা | খ্রা | ২ বার |
| তেন | — | তঃ | খিৎ | তা | — | |
| খিত্রা | গ্রা | ধিন | — | তত | তা | |
| তেন | — | — | তঃ | — | — | |
| থেন | — | তাৎ | — | ত্রা | খ্রা | |
| তেন | — | তাৎ | — | ধন | তা | |
| ধন | — | তা | তা | খিৎ | তা | |
| তঃ | ঘিন | ধন | তঃ | ঘিন্না | গ্রা | |
| ধেন | — | — | ধিন | — | — | |
| — | — | তেন | — | তেন | তা | |
| তঃ | — | তেন | — | তেন | তা | |
| তঃ | — | তেন | — | তেন | তা | |
| তঃ | — | — | — | খ্রা | খ্রা | |
| তাং | তা | তাৎ | — | ভা | ধেন | |
| তা | ঘিন্না | গ্রা | ধেন | তা | — | |
| ধিন | ধিন | থেন | — | তা | ধিন | |
| — | — | — | — | ঘিন্না | গ্রা | |
| ধেন | তেন | তাৎ | — | তা | ধেন | |
| তা | ঘিন্না | গ্রা | ধেন | — | — | |
| থেন | — | তা | — | থেন | তা | |
| তাং | — | — | তাং | — | — | |



Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| + | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | — | ধেন | খিৎ | তা | — |
| তঃ | — | — | থেন | — | — |

| | + | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| তেহাই— | ধন | — | ধন | তা | খিৎ | তা |
| | ধন | — | ধন | তা | খিৎ | তা |
| | তাং | তত | খিত্তা | তঃ | ঘিনা | ঘিনা |
| | ধেন | — | — | — | — | — |
| নং ২৬— | | | | — | ধ্রা | ধ্রা |
| | তঃ | — | ধেন | — | তা | — |
| | তঃ | — | — | — | ধ্রা | ধ্রা |
| | তঃ | — | ধেন | — | তা | — |
| | তঃ | — | — | — | ধ্রা | ধ্রা |
| | তঃ | — | ধেন | — | তা | — |
| | তঃ | — | ধেন | — | তা | — |
| | তঃ | — | ধেন | — | তা | — |
| | তঃ | — | — | তাং | — | — |
| | — | খিৎ | তা | তা | ধেন | — |
| | তঃ | — | ঘিন | — | ধেন | — |
| | ধিন | — | ধেন | — | ঘিন | তা |
| | তঃ | — | ঘিন | — | তাং | — |
| | — | খিৎ | তা | তাগ্রা | ধেন | — |
| | তঃ | — | ঘিন | — | ধেন | — |
| | ধিন | — | ধ্রেং | — | ঘিন | তা |
| | তঃ | — | — | থেন | — | — |

তেহাই—আগের মতন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

## চালি নৃত্যের তাল লিপি

### আড় ছন্দ মেনকুপ তাল, মাত্রা ৬

নং ২৭—

| + | | | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — | ঘিন্না | গ্রা | |
| ধাৎ | — | — | ধাৎ | — | — | |
| — | — | ধাৎ | ধৎ | ধৎ | — | |
| — | — | তা | — | তেন | তা | ২ বার |
| তেন | ত্রা | গ্রা | তেন | তা | — | |
| তঃ | — | — | তাং | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| তেন | ত্রা | গ্রা | তেন | তা | — | |
| তেন | ত্রা | গ্রা | তেন | তা | — | |
| তেন | ত্রা | গ্রা | তেন | তা | — | |
| তঃ | — | — | থেন | — | — | |
| ধেন | তা | থেন | তা | থেন | তা | |
| তা | তা | থেন | তা | থেন | তা | |
| তা | তা | তাৎ | — | ধেন | তা | |
| ধিন | ত্রা | গ্রা | ধিন | ধেন | — | |
| তা | তা | তাৎ | — | ধেন | তা | |
| ধিন | ত্রা | গ্রা | ধিন | তাং | — | |
| — | — | — | — | ঘিন্না | গ্রা | |
| ঘিন্নাৎ | — | — | ঘিন্নাৎ | — | — | |
| ধিন | ত্রা | গ্রা | ধিন | ধেন | তা | |
| ধিন | — | — | ধেন | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| থেন | তা | থেন | তা | থেন | — | |
| তা | থেন | — | তা | তঃ | — | |
| থেন | — | তা | — | ধিন | — | |
| ধেন | — | — | থেন | — | — | |

তেহাই দিয়ে বোলের নৃত্যাংশ এইখানে সমাপ্ত হইল।

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



# "গোষ্ঠ ভঙ্গী"

## ( রাজমেল মাত্রা ১৪ ঢিমা লয় )

### ( নং ১ ) তিনবার

| + | | | | 0 | | | 0 | | | | ২ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ॥ তেন | — | তঃ | — | তেন | তঃ | — | তেন | — | তঃ | — | — | — | — ॥ |

### ( নং ২ )

| + | | | | 0 | | | 0 | | | | ২ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | খিৎ | ঘিন্না | গ্রা |
| ধিন | — | ধিন | — | ধেন | তা | — | ধেন | — | তঃ | — | খিৎ | ঘিন্না | গ্রা |
| ধিন | — | ধিন | — | ধেন | তা | — | ধেন | — | তঃ | — | খিৎ | খিন্না | গ্রা |
| ধিন | — | ধিন | — | ধেন | তা | — | ধিন | — | থেন | — | ধিন | তা | — |
| তেন | — | তা | — | তেন | তা | — | তেন | — | তঃ | — | খিৎ | গ্রা | গ্রা |

### ( নং ৩ )

| + | | | | 0 | | | 0 | | | | ২ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তঃ | গিন | ধিন | — | ধেন | তা | — | তঃ | গিন | ধিন | — | ধেন | তা | — |
| তঃ | গিন | ধিন | — | ধেন | তা | — | ধিন | — | থেন | — | ধিন | তা | — |
| তেন | — | তা | — | তেন | তঃ | — | তেন | — | তঃ | — | ধিন | ঘিন্না | গ্রা |

### ( নং ৪ )

| + | | | | 0 | | | 0 | | | | ২ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধেন | — | তঃ | — | ঘিন | তা | — | তেন | — | তঃ | — | ধিন | ঘিন্না | গ্রা |
| ধেন | — | তঃ | — | ঘিন | তা | — | তেন | — | তঃ | — | ধিন | ঘিন্না | গ্রা |
| ধেন | — | তঃ | — | ঘিন | তা | — | তেন | — | তঃ | — | ধিন | ঘিন্না | গ্রা |
| ধেন | — | তঃ | ঘিন | ধেৎ | ধেৎ | — | ধেন | — | তঃ | — | — | — | — |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



(নং ৫)

+ ০ ০ ২

২ বার { | তা — ধিন্না গ্রা | ধেঃ ধেঃ — | ধেন — তঃ খিৎ | তা ধেন — |

| তঃ — ঘিন্না গ্রা | ধেৎ ধেৎ — | ধেন — তঃ — | — — — |

(নং ৫)

+ ০ ০ ২

| তা — ঘিন্না গ্রা | ধেঃ ধেঃ — | ধেন — তঃ খিৎ | তা ধেন — |

| তঃ — ঘিন্না গ্রা | ধেৎ ধেৎ — | ধেন — তঃ — | থেন তা — |

(নং ৬)

+ ০ ০ ২

| থেন — তঃ — | থেন তা — | থেন — তঃ — | থেন তা — |

২ বার { | থেন — তঃ — | থেন তা — | থেন — তঃ — | ঘিন না গ্রা |

| ধেন — তঃ — | থেন তা — | থেন — তঃ — | ঘিন না গ্রা |

| ধেন — তঃ — | থেন তা — | থেন — তঃ — | ঘিন না গ্রা |

| ধেন — তঃ ঘিন | ধেঃ ধেঃ — | ধেন — তঃ — | — — — |

| তা — ঘিন্না গ্রা | ধেঃ ধেঃ — | ধেন — তঃ খিৎ | তা ধেন — |

২ বার { | তঃ — ঘিন্না গ্রা | ধেঃ ধেঃ — | ধেন — তঃ — | — — — |

| তা — ঘিন্না গ্রা | ধেঃ ধেঃ — | ধেন — তঃ খিৎ | তা ধেন — |

| তঃ — ঘিন্না গ্রা | ধেৎ ধেৎ — | ধেন — তঃ — | খিৎ ধ্রা ধ্রা |

(নং ৭)

+ ০ ০ ২

| তেন — তঃ — | খিৎ তা — | তেন — তঃ — | খিৎ তা — |

| তেন — তঃ — | ধ্রা ধ্রা — | ধ্রাং — — — | খিৎ ঘিন্না গ্রা |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



( নং ৮ )

| | + | ০ | ০ | ২ |
|---|---|---|---|---|
| ২ বার { | ধিন — ধিন — | ধেন তা — | ধিন — ধিন — | ধেন তা — |
| | ধিন ধিন — | ধেন তা — | ধেন — — — | খিৎ ঘিন্না গ্রা |

( নং ৯ )

| + | ০ | ০ | ২ |
|---|---|---|---|
| ধেন — তা — | ধেন তা — | খিৎ — তা — | তঃ ঘিন — |
| ধেন — তা — | ধেন তা — | খিৎ — তা — | তঃ ঘিন — |
| ধেন — তা — | ধেন তা — | খিৎ — তা — | ধেন তা — |
| তঃ খিৎ থেন — | ধিন ঘিন্না গ্রা | ধেন তা ধেন — | তা তা — |
| ধেন — তঃ — | — — — | — — — — | খিৎ ধ্রা ধ্রা |

( নং ১০ )

| | + | ০ | ০ | ২ |
|---|---|---|---|---|
| ২ বার { | তঃ ঘিন ধিন — | ধেন তা — | ধেন — তঃ — | খিৎ ধ্রা ধ্রা — |
| | তঃ ঘিন ধিন — | ধেৎ ধেৎ — | ধেন — তঃ — | — — — |

( নং ১১ )

| + | ০ | ০ | ২ |
|---|---|---|---|
| থেন — তা — | থেন — — | তঃ — — — | থেন তা — |
| থেন — থেন — | ধিন ধিন — | তাং — — — | — ধ্রা ধ্রা |

( নং ১২ )

| + | ০ | ০ | ২ |
|---|---|---|---|
| তাং — ঘিন — | তাং — — | ঘিন — ঘিন্না গ্রা | ধেন — — |
| ঘিন্না গ্রা ধেন — | ধিন ধিন — | তাং — — — | — ঘিন্না গ্রা |

( নং ১৩ )

| + | ০ | ০ | ২ |
|---|---|---|---|
| ধিন — তেন — | তা তেন — | তঃ — তেন — | তা তেন — |
| তঃ — তেন — | তা তেন — | তঃ — তাং — | খিৎ তা — |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



( নং ১৪ )

\+ ০ ০ ২
| ধেঃ — ধ্রা ধ্রা | তঃ ধ্রা ধ্রা | তঃ — ধ্রা ধ্রা | তঃ ধ্রা ধ্রা |
| তা — ধ্রা ধ্রা | তঃ ধ্রা ধ্রা | তঃ — তাং — | খিৎ তা — |
| থেন — থেন — | ধিন ধিন — | তাং — — — | খিৎ তা — |

( নং ১৫ )

\+ ০ ০ ২
| ধেন — ধিন — | — ধ্রা ধ্রা | তেন — তঃ — | খিৎ তা — |
| ধেন — ধিন — | — ধ্রা ধ্রা | তেন — তঃ — | খিৎ তা — |
| ধেন — ধিন — | — ত্রা ধ্রা | তেন — তা — | তেন তা — |
| তঃ — থেন — | তা ধেন — | তঃ — ধেন — | তা ধ্রা — |

( নং ১৬ )

\+ ০ ০ ২
| ধ্রাং — — — | তঘিন — — | — ধ্রা ধ্রা ধ্রা | ধ্রা ধ্রা ধ্রা |
| ধ্রা ধ্রা ধ্রা ধ্রা | ধ্রা ধ্রা ধ্রা | তাং — — — | খিৎ তা — |

( নং ১৭ )

\+ ০ ০ ২
২ বার { | ধেন — ধিন — | — ধ্রা ধ্রা | তেন — তঃ — | খিৎ তা — |
| ধেন — ধিন — | — ত্রা ধ্রা | তেন — তা — | তেন তা — | }
| তঃ — থেন — | তা ধিন — | থেন — ধিন — | থেন — — |

\+ ০ ০ ২
| ধিন — ধ্রা ধ্রা | তেন তা — | থেন — ধিন — | ধেৎ তঃ — |
| ঘিন — ধেৎ — | তঃ ঘিন — | তেন — তঃ — | খিৎ তা — |
| ধেন — ধিন — | — ত্রা ধ্রা | তেন — তা — | তেন তা — |
| তঃ — থেন — | তা ধেন — | তঃ — ধেন — | তা ধ্রা — |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



(নং ১৮)

| + | ০ | ০ | ২ |
|---|---|---|---|
| ধ্রাং - - - | তঘিন - - | - ধ্রা ধ্রা ধ্রা | ধ্রা ধ্রা ধ্রা |
| ধ্রা ধ্রা ধ্রা ধ্রা | ধ্রা ধ্রা ধ্রা | তাং - - - | ঘিন না গ্রা |
| ধেন - - - | তঘিন - - | - ধ্রা ধ্রা ধ্রা | ধ্রা ধ্রা ধ্রা |
| ধ্রা ধ্রা ধ্রা ধ্রা | ধ্রা ধ্রা ধ্রা | তাং - - - | ঘিন না গ্রা |
| ধেন - - - | তঘিন - - | ধ্রা ধ্রা ধ্রা ধ্রা | ধ্রা ধ্রা ধ্রা |
| ধ্রা ধ্রা ধ্রা ধ্রা | ধ্রা ধ্রা ধ্রা | তাং - - - | ঘিন না গ্রা |

(নং ১৯)

| + | ০ | ০ | ২ |
|---|---|---|---|
| ধেন - - - | ঘিন না গ্রা | ধেন - - - | ঘিন না গ্রা |
| ধেন - - - | ঘিন না গ্রা | ধেন - - - | ঘিন না গ্রা |

মেনকুপ ৬ মাত্রা (নং ২০)

| | + | ০ | ০ | ২ |
|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ধেন - - - | ধেঃ ধেঃ - | ধেন - - - | ঘিন না গ্রা |
| | ধেন - - - | ধেঃ ধেঃ - | ধেন - - - | ঘিন না গ্রা |
| | ধেন - - - | ধেৎ ধেৎ - | ধেন - - - | ধেৎ ধেৎ - |
| | ধেন - - - | ধেৎ ধেৎ - | ধেন - - - | ধেৎ ধেৎ - |

(নং ২১)

| | + | | | ০ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ধেৎ | - | - | তঃ | ঘিন্না | গ্রা |
| ২ বার | ধেন | তা | থেন | তা | থেন | তা |
| | থেন | তা | থেন | তা | ধ্রা | ধ্রা |
| | তেন | তা | থেন | তা | থেন | তা |
| | থেন | তা | থেন | তঃ | ঘিন্না | গ্রা |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| + | | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ধেন | তা | থেন | \| | তা | থেন | তা |
| থেন | তা | থেন | \| | তঃ | ধ্রা | ধ্রা |
| তা | তা | থেন | \| | তা | থেন | তা |
| তা | তা | থেন | \| | তা | থেন | তা |
| ধিন | ধেন | তা | \| | ধিন | ধেন | তা |
| তঃ | — | তা | \| | তা | থেন | তা |

( নং ২২ )

| | + | | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার { | ধিন | ঘিন্না | ধেন | \| | ধিন | তেন | তা |
| ২ বার { | তঃ | — | তা | \| | তা | থেন | তা |
| | ধিন | ঘিন্না | ধেন | \| | ধিন | তা | তা |
| | তাং | — | — | \| | তা | থেন | — |

( নং ২৩ )

| + | | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | ঘিন্না | গ্রা | \| | ধিন | থেন | — |
| ধিন | ঘিন্না | গ্রা | \| | ধিন | থেন | — |
| ধিন | ঘিন্না | গ্রা | \| | ধিন | তা | তা |
| তাৎ | ত্রা | ব্রা | \| | তেন | তা | — |
| তাং | — | তা | \| | তা | থেন | তা |

( নং ২৪ )

এই অংশে আগের মতন নয়।

| + | | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | ঘিন্না | ধেন | \| | ধিন | তেন | তা |
| তঃ | — | তা | \| | তা | থেন | তা |
| ধিন | ঘিন্না | ধেন | \| | ধিন | তা | তা |
| তাং | — | — | \| | তা | থেন | — |



Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



(নং ২৪)

এই অংশে নং ২৩ শের নাচ করবে।

| | + | | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ধিন | ঘিন্না | গ্রা | \| | ধিন | থেন | — |
| | ধিন | ঘিন্না | গ্রা | \| | ধিন | থেন | — |
| | ধিন | ঘিন্না | গ্রা | \| | ধিন | তা | তা |
| | তাৎ | গ্রা | ভ্রা | \| | তেন | তা | — |
| | তাং | — | তা | \| | তা | থেন | তা |

(নং ২৫)

| | + | | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ধিন | ঘিন্না | ধেন | \| | ধিন | তেন | তা |
| | তঃ | — | তা | \| | তা | থেন | তা |
| | ধিন | ঘিন্না | ধেন | \| | ধিন | তা | তা |
| | তাং | — | — | \| | তা | থেন | — |

নং ২৩ শের মত নাচবে।

| + | | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | ঘিন্না | গ্রা | \| | ধিন | থেন | — |
| ধিন | ঘিন্না | গ্রা | \| | ধিন | থেন | — |
| ধিন | ঘিন্না | গ্রা | \| | ধিন | তা | তা |
| তাৎ | ভ্রা | ভ্রা | \| | তেন | তা | — |
| তাং | — | — | \| | তা | থেন | তা |

নিচের বোল নং ২২ শের মতন নেচে যাবে।

| | + | | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ধিন | ঘিন্না | ধেন | \| | ধিন | তেন | তা |
| | তঃ | — | তা | \| | তঃ | থেন | তা |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | ঘিন্না | ধেন | ধিন | তা | তা |
| তাং | — | — | তা | থেন | — |

নিচের অংশে নং ৩ শের মতন নাচবে।

| + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | ঘিন্না | গ্রা | ধিন | থেন | — |
| ধিন | ঘিন্না | গ্রা | ধিন | থেন | — |
| ধিন | ঘিন্না | গ্রা | ধিন | তা | তা |
| তা | ত্রা | ঘ্রা | তেন | তা | — |
| তাং | — | — | খিৎ | ঘিন্না | গ্রা |

(নং ২৬)

| + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | ধেন | তা | ধিন | ধেন | তা |
| ধিন | ধেন | তা | ধেন | ঘিন্না | গ্রা |
| ধিন | ধেন | তা | ধিন | ধেন | তা |
| ধিন | ধেন | তা | ধেন | ঘিন্না | গ্রা |
| ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ |
| খিৎ | তা | ধেন | ধিন | থ্রা | থ্রা |
| তা | তা | তাং | খিৎ | থেন | তা |
| ধে | ধে | ধেন | তা | ধেৎ | ধেৎ |
| ধেন | — | — | | | |

(নং ২৭)

নিচের অংশে তাঞ্চপ তাল মাত্রা ৮ টিমা লয়।

| + | | | | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | খিৎ | তা | তা | তাং | — | — | — |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



( নং ২৮ )

তাল মেনকুপ মাত্রা ৬ মধ্যম লয় প্রথম চোলোম।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| + | | | o | | |
| ধিন | তা | থেন | তঃ | ধিন | তা |
| তা | ধ্রা | ধ্রা | তা | থেন | তা |
| ধিন | তা | থেন | তঃ | ধিন | তা |
| তাং | — | — | তা | ধিন্না | গ্রা |
| ধিন | তা | থেন | তঃ | ধিন | তা |
| তা | ধ্রা | ধ্রা | তা | থেন | তা |
| ধিন | তা | থেন | তঃ | ধিন | তা |
| তাং | — | — | তা | ধিন্না | গ্রা |
| ধিন | তা | থেন | তঃ | ধিন | তা |
| তা | ধ্রা | ধ্রা | তা | থেন | তা |
| ধিন | তা | থেন | তঃ | ধেঃ | ধেঃ |
| ধেন | — | — | খিৎ | ধিন্না | গ্রা |

( নং ২৯ )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | + | | | o | | |
| ২ বার { | খিন | ধেন | তা | খিন | ধেন | তা |
| | খিন | ধেন | তা | ধেন | ধিন্না | গ্রা |
| | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তা |
| | খিৎ | তা | ধেন | ধিন | ধ্রা | ধ্রা |
| | তা | তা | তাং | খিৎ | থেন | তা |
| | ধে | ধে | ধেন | তা | ধে | ধে |
| | ধেন | — | | | | |

নিচের বোলের সঙ্গে নং ২৭ শের নাচ করে যাবে।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | | | | o | | | |
| — | — | তেন | তা | তা | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

| | + | | | | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| | তঃ | খিং | তা | তা | তাং | — | — | — |

( নং ৩০ )

মধ্যগতি মেনকুপ তাল মাত্রা ৬ দ্বিতীয় চোলোম।

| | + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮ বার | তাথ্রা | থ্রাতঃ | থ্রাথ্রা | তেন | -তঃ | ঘিন্তা |
| | তাং | — | — | থেন | তা | — |
| | থেন | — | থেন | — | থেন | — |
| | তাথ্রা | থ্রাতাঃ | থ্রাথ্রা | তেন | -তঃ | ঘিন্তা |
| | তাং | — | — | — | — | — |

( নং ৩১ )

| | + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | খিং | ঘিন্না | গ্রা |
| ২ বার | ধিন | ধেন | তা | ধিন | ধেন | তা |
| | ধিন | ধেন | তা | ধেন | ঘিন্না | গ্রা |
| | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ |
| | খিং | তা | ধেন | ধিন | থ্রা | থ্রা |
| | তা | তা | তাং | খিং | থেন | তা |
| | ধে | ধে | ধেন | তা | ধে | ধে |
| | ধেন | — | | | | |

নিচে তাঞ্চুপ তালের বোলে নং ২৭ বোলের নাচ করে যাবে।

| + | | | | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | খিং | তাং | তা | তাং | — | ঘিন্না | গন্না |

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



## ( নং ৩২ তৃতীয় চোলোম )

### তাঞ্চপ মেনকুপ মিশ্রিত তাল মধ্যগতি লয়

| + | | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খিন্তা | খিত্তা | খিন্তা | তেন্তা | তেন্তাং | খিত্তা | তঃ | গ্রাগ্রা |
| তেন্তা | খিত্তা | খিত্তা | ঘিন্তা | তেন্তাং | খিত্তা | তঃঘিন | নাগ্রা |
| ধে — | ধে তা | ঘিন্না | গ্রা | ধে — | ধে তা | ঘিন্না | গ্রা |
| ধে — | — — | ঘিন্না | গ্রা | ঘিন্তা | খিত্তা | ঘিন্তা | তেন্তা |
| তেন্তা | খিত্তা | তঃ | গ্রা গ্রা | তেন্তাং | খিত্তা | ঘিত্তা | ঘিন্তা |
| তেন্তাং | খিত্তা | তঃ ঘিন | না গ্রা | ধে — | ধে তা | ঘিন্না | গ্রা |
| ধে — | ধে তা | ঘিন | না গ্রা | ধে — | — — | ঘিন্না | গরা |
| ঘিন্তা | খিত্তা | ঘিন্তা | তেন্তা | তেন্তাং | খিত্তা | তঃ | গ্রা গ্রা |
| তেন্তা | খিত্তা | খিত্তা | ঘিন্তা | তেন্তাং | খিত্তা | তঃঘিন | নাগ্রা |
| ধে — | ধে তা | ঘিন্না | গ্রা | ধে — | ধে তা | ঘিন্না | গ্রা |

নং ২৬শের নাচ করে যাবে

| | + | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ধে | — | — | খিৎ | ঘিন্না | গ্রা |
| ২ বার | ধিন | ধেন | তা | ধিন | ধেন | তা |
| | ধিন | ধেন | তা | ধেন | ঘিন্না | গ্রা |
| | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ |
| | খিৎ | তা | ধেন | ধিন | গ্রা | গ্রা |
| | তা | তা | তাং | খিৎ | ধেন | তা |
| | ধে | ধে | ধে | তা | ধে | ধে |
| | ধে | — | — | তাঞ্চপ তাল ২৭ নং এর নাচ করে যাবে। | | |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



( নং ৩৩ )

| + | | | | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | খিৎ | তা | তা | তাং | — | — | — |

চতুর্থ চোলোম মেন কুপ তাল তিন বার নাচিবে।

| + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তা | — | তঃ | — | তা | — |
| তঃ | — | — | তা | তঃ | — |
| থেন | — | ধিন | তা | থেন | — |
| তা | ধেন | তা | ধেন | ঘিন্না | গ্রা |
| ধেন | — | তঃ | — | ধ্রা | ধ্রা |
| তেন | — | তঃ | — | ধ্রা | ধ্রা |
| তেন | তা | তাং | ঘিন | ঘিন | তঃ |
| ঘিন | ঘিন | তঃ | ঘিন | ঘিন্না | গ্রা |
| ধেন | — | তঃ | — | ধ্রা | ধ্রা |
| তেন | — | তঃ | — | তা | তা |
| তেন | — | তঃ | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |

নিচের বোলের সঙ্গে নং ২৯শের নাচ করিবে।

| | + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | খিৎ | ঘিন্না | গ্রা |
| ২ বার { | ধিন | ধেন | তা | ধিন | ধেন | তা |
| | ধিন | ধেন | তা | ধেন | ঘিন্না | গ্রা |
| | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| + | | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| খিৎ | তা | ধেন | | ধিন | গ্রা | গ্রা |
| তা | তা | তাং | | খিৎ | থেন | তা |
| ধে | ধে | ধে | | তা | ধে | ধে |
| ধেঃ | — | | | | | |

নং ২৭শের নাচ করিবে তাঞ্চপ তাল।

| + | | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | খিৎ | তা | তা | তাং | — | — | — |

( নং ৩৪ )

পঞ্চম চোলোম তিনবার নাচবে।

| + | | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তা | তঃ | ঘিন্না | গ্রা | ধিন | ধিন | তত | খিৎতা |
| ধিন | — | — | — | তা | তঃ | ঘিন্না | গ্রা |
| ধিন | ধিন | তত | খিত্তা | ধিন | — | ধেন | — |
| ঘিন্না | তেন্না | তেন্না | তেনা | তেন | তা | তা | তেন |
| তা | তঃ | খিৎ | তা | তা | ঘিন্না | গ্রা | ধেন |
| তা | ঘিন্না | গ্রা | ধেন | তা | ঘিন্না | গ্রা | ধেন |
| তা | — | থেন | ত্রা | ঘিন | — | তঃ | — |
| খিত্তা | তখিৎ | তত | খিত্তা | তঃ | তেন | তা | তঃ |
| খিৎ | তা | থেন | ত্রাগ্রা | ঘিণাৎ | -তাঃ | -তা | তেস্তা |
| তেস্তাং | -তাং | -তঃ | তঃ | তাং | — | — | — |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



মধ্য গতিলয় মেনকুপ তাল নং ৩১ শের নাচ করবে।

| | + | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | খিৎ | ঘিন্না | গ্রা |
| ২ বার | ধিন | ধেন | তা | ধিন | ধেন | তা |
| | ধিন | ধেন | তা | ধিন | ঘিন্না | গ্রা |
| | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ |
| | খিৎ | তা | ধেন | ধিন | গ্রা | গ্রা |
| | তা | তা | তাং | খিৎ | থেন | তা |
| | ধে | ধে | ধে | তা | ধে | ধে |
| | ধেন | | | | | |

পরের অংশে তাঞ্চল তাল নং ২৭শের নাচ নেচে যাবে।

| + | | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | খিৎ | তা | তা | তাং | — | — | — |

( নং ৩৫ )

মধ্য গতি মেনকুপ তাল তিনবার করিবে

( ৬ষ্ঠ চোলোম )

| + | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|
| থেন | — | থেন | — | তেন | তা |
| খিৎ | তা | তঃ | ঘিন | তাং | — |
| তা | গ্রা | গ্রা | তেন | তা | — |
| তঃ | — | — | থেন | — | — |
| ঘিন | তা | ঘিন | তঃ | ঘিন | তা |
| ঘিন | ঘিন | তা | ঘিন | তেন্না | তেন্না |



Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



| + | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|
| থেন | — | ঘিন | তঃ | ঘিন | তা |
| তাং | — | — | খিৎ | থ্রা | থ্রা |
| তেন | — | তা | — | তঃ | — |
| তেন | — | — | তঃ | থ্রা | থ্রা |
| তা | তেন | তা | তঃ | ঘিন | তা |
| তাং | — | — | খিৎ | ঘিন | গ্রা |

( নং ২৬শের নাচ করে যাবে )

মেনকুপ তাল।

| + | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | ধেন | তা | ধিন | ধেন | তা | ২ বার |
| ধিন | ধেন | তা | ধেন | ঘিন্না | গ্রা | |
| ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ | |
| খিৎ | তা | ধেন | ধিন | থ্রা | থ্রা | |
| তা | তা | তাং | খিৎ | থেন | তা | |
| ধে | ধে | ধে | তা | ধে | ধে | |
| ধেন | — | | | | | |

( নং ২৭শের নাচ করিবে ) তাঞ্চপ তাল।

| + | | | | o | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | খিৎ | তা | তা | তাং | — | ঘিন্না | গ্রা |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



## মেনকুপ তাল সপ্তম চোলোম

শ্রীদাম সুদাম বলরাম দ্বাদশ গোপাল দ্বাদশ নাম।

নং ৩৬ তিন বার নাচিবে।

| + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ধিন | ধেন | তা | তেন | তঃ | — |
| ধিন | ধেন | তা | তঃ | ঘিন্না | গ্রা |
| ধিন | ধেন | তা | তেন | তঃ | খিৎ |
| তাং | — | — | খিৎ | ধ্র | ধ্র |
| তেন | তঃ | — | তেন | তঃ | — |
| তেন | তঃ | — | তাং | ধ্রা | ধ্রা |
| তা | তেন | তা | তঃ | খিৎ | তা |
| তাং | — | — | খিৎ | ঘিন্না | গ্রা |

নিচের বোলের সঙ্গে নং ২৯ শের নাচ করিবে।

| | + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ধিন | ধেন | তা | ধিন | ধেন | তা |
| ২ বার | ধিন | ধেন | তা | ধেন | ঘিন্না | গ্রা |
| | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ |
| | খিৎ | তা | ধেন | ধিন | ধ্রা | ধ্রা |
| | তা | তা | তাং | খিৎ | থেন | তা |
| | ধে | ধে | ধে | তা | ধে | ধে |
| | ধেন | | | | | |

নিচে তাঞ্চুপ তাল বোলের সঙ্গে নং ২৭শের নাচ করিবে।

| + | | | | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | — | তেন | তা | তঃ | — | তেন | তা |
| তঃ | খিৎ | তাং | তা | তাং | — | গ্রাগ্রা | গ্রাগ্রা |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



( নং ৩৭ ) অষ্টম চোলোম তাঞ্চপ তাল।

| + | | | | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঘিন্নাৎ | -তা | -তা | তত | তেন | তাঁ | তঃ | তেন্না |
| তেন্না | ধ্রতাং | -তা | তেন্না | তেন | তা | তঃ | — |
| তাং | — | গ্রাগ্রা | গ্রাগ্রা | ঘিন্নাৎ | -তা | -তা | তেন্না |
| তেন | তা | তঃ | তেন্না | তেন্না | ধ্রাতাং | -তা | তেন্না |
| তেন | তা | তঃ | — | তাং | — | গ্রাগ্রা | গ্রাত্রা |
| ঘিন্নাৎ | -তাৎ | -তা | তেন্না | তেন | তা | তঃ | তেন্না |
| তেন্না | ধ্রাতাং | -তা | তেন্না | তেন | তা | তঃ | — |

( ৩৮ নং ) তাল মেনকুপ।

| + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তাং | — | — | তাং | — | — |
| থেন | তা | ঘিন | ধিন | ধেন | তা |
| ধেন | তা | ঘিন | ধিন | থেন | তা |
| থেন | তা | ঘিন | ধিন | ধেন | তা |
| ধেন | তা | ঘিন | ধিন | তা | তা |
| তাং | — | — | খিৎ | ঘিন্না | গ্রা |

নিচের বোলের সঙ্গে ৩১ নং এর নাচ করবে।

| | + | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ধিন | ধেন | তা | ধিন | ধেন | তা |
| ২ বার | ধিন | ধেন | তা | ধেন | ঘিন্না | গ্রা |
| | ধেন | তা | ধেন | — | তা | তঃ |
| | খিৎ | তা | ধেন | ধিন | ধ্রা | ধ্রা |
| | তা | তা | তাং | খিৎ | থেন | তা |
| | ধে | ধে | ধেন | তা | ধে | ধে |

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri



( ৩৯ নং )

| | + | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ বার | ধেন | — | তা | — | থেন | তা |
| | থেন | — | তঃ | — | ধ্রা | ধ্রা |
| | তেন | — | তঃ | — | থেন | তা |
| | থেন | — | তঃ | — | ঘিনা | ধ্রা |

( ৪০ নং )

এই বোল বারংবার বাজিয়ে ও লয় বাড়িয়ে শেষ করিতে হয়।

| + | | | o | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ঘিন | তা | তাং | — | তেন | তা |
| থিৎ | তা | ধেঃ | — | ধেৎ | তা |
| ঘিন | তা | তাং | — | তেন | তা |
| থিৎ | তা | ধেঃ | — | — | — |
| ঘিন | তা | ধে | — | ধে | তঃ |
| ঘিন | তা | ধে | — | ধে | তঃ |
| ঘিন | তা | ধে | — | ধে | তঃ |
| ঘিন | — | — | তাং | — | — |
| তাং | — | — | — | — | — |

এই পর্যায়ে গোষ্ঠী ভঙ্গী সমাপ্ত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

# ॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

১। 'মণিপুর নর্ত্তন' বিস্তারত্ন আতোম্বাপু শর্ম্মা।
২। 'মৈতৈ কীর্ত্তন' „ „ „
৩। 'মণিপুরী রাস' „ „ „
৪। "পুদিন পুরান" মণিপুরী পুরান „
৫। "নাট্য শাস্ত্র"
৬। "পঞ্চম সার সংহিতা নারদ" ( শ্লোক ) স্বরচান্দ শর্ম্মা।
৭। "কৃষ্ণরস সংগ্রহ"
৮। "বিজয় পঞ্চালী" ঝুলন সিংহ।
৯। "অভিনয় দর্পণ"।
১০। পাম্বোইবী খোঙ্গুল" মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi